Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী

6

LIBRARY
No. 1/61
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

11267

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2|12ñ

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

LIBRARY
No......1/61
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

"যথা অশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ।
স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ॥"

'শ্রীশ্রীগীতামৃতলহরী'-প্রণেতা
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
বি, এ, কাব্যতীর্থ সম্পাদিত।

প্রথম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৫৬।

মূল্য একটাকা চার আনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রণৎকাঞ্চীক্বণন্নূপুরা,
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥

প্রকাশক :—
ডাঃ সচ্চিদানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, "বাঙ্গালী সঙ্ঘ"
৬এ, যতীনদাস রোড, কলিকাতা—২৯।

প্রাপ্তিস্থান—

১। গ্রন্থকারের নিকট :—
১৭বি, শ্রীমোহন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬।

২। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ :—
২১১নং রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা-১৯।

৩। মহেশ লাইব্রেরী :—
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২।

৪। রায়চৌধুরী এণ্ড কোং :—
১১৯, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড্, ভবানীপুর—২৫।

৫। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য।
কালীঘাট প্রেস
৯২বি, নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট্, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/61

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

উৎসর্গ !!

পরমারাধ্যা পরমাত্মময়ী শ্যামামায়ের শ্রীপাদপদ্মে—

মা! দীর্ঘকাল যাবৎ তোমার অঙ্ক হইতে চ্যুত হইয়া বিষয়ারণ্যে ভ্রমণ করিতেছি। এতকাল যাবৎ তোমার কথা একবারও স্মৃতি-মন্দিরে রাখিতে চেষ্টা করি নাই। জানিনা, কেন আজ তোমার স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া আমার চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। তবে এইটুকু বুঝিয়াছি, মা, কুপুত্র হইলেও কুমাতা হয় না। তাই বুঝি সন্তান-বৎসলা মা আমার, কৃপা করিয়া সন্তানকে জাগাইবার জন্য তোমার এই প্রয়াস! তুমি ত জান মা, সন্তান অকৃতজ্ঞ। যদি অকৃতজ্ঞ সন্তানের প্রতি এতই দরদ, তবে সন্তানকে পুনরায় অঙ্কে স্থান দিবার যোগ্যতা দাও মা! অন্ততঃ আশীর্ব্বাদ কর মা, এই স্মৃতিটুকু যেন অধম সন্তানের হৃদয়ে জাগরূক থাকে। তবেই মা, তোমার অবোধ ও অকৃতজ্ঞ সন্তান নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে। মা, আমার ত এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা তোমার স্মৃতিপূজা করি, অথচ স্মৃতিপূজা করিতে যে মা, বড়ই সাধ! মা, জানি সন্তান যাহা দেয়, তাহাই তুমি সাদরে গ্রহণ কর। এই ভরসাতেই আজ তোমার স্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রমলব্ধ সাধের পুস্তকখানি প্রদান করিলাম। সন্তানের স্মৃতিপূজার অর্ঘ্যটি গ্রহণ করিয়া অধম সন্তানকে কৃতার্থ কর মা!

তোমারই চির স্নেহের
অকৃতী সন্তান
দেবেন্দ্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকের নিবেদন

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ,
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা,
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥

আজ যে চারিদিকে হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ বৈজ্ঞানিকমতে যাহাই হউক্ না কেন, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ইহার প্রধান কারণ হইতেছে মানুষ আজ ব্যভিচারী হইয়া উঠিয়াছে; অন্যায়, পাপকার্য্য করিতেই তাহারা ব্যস্ত। তাহারা পরমাত্মাকে, ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আরাধনা করে না, ভগবৎতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে না।

সুতরাং আজ প্রত্যেক হিন্দুকে তাঁহার ভগবানের কথা, তাঁহার দুঃখ-দুর্গতি-নাশিনী দেবীর কথা, মায়ের কথা জানিতে হইবে। তাঁহার পাদপদ্মে করুণা ভিক্ষা করিতে হইবে, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে হইবে, তাঁহার পূজা ও সাধনা করিতে হইবে। এই 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী' গ্রন্থের মধ্য দিয়া মায়ের মহিমা, তাঁহার লীলাবিলাস-তত্ত্ব, তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন-প্রণালী, চণ্ডী-পাঠের নিয়মাবলী প্রভৃতি সহজ ভাবে ও সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। মায়ের এই সব তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া যদি কোথাও কোন ত্রুটি- বিচ্যুতি হইয়া থাকে, মা তাহা ক্ষমা করিয়া নিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

মায়ের ভক্ত সন্তান
সচ্চিদানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং চতুষ্পাঠীর এই উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি বি, এ, এবং কাব্যতীর্থ। দ্বাদশ বৎসর নানা স্থানে শিক্ষকতা করিয়া তৎপরবর্ত্তী ষড়্বিংশতি বৎসর চেতলার সুপ্রসিদ্ধ বয়েজ হাই স্কুলে অধ্যাপনা করিতেছেন। শিক্ষাদান ইঁহার জীবনের ব্রত। ইনি খাঁটি দেশ-সেবক; খদ্দর ভিন্ন অন্য কাপড় জামা চাদোর ইঁহার পরিধানে কখনও দেখি নাই। সাধুদের পোষাক ইঁহার নাই, তথাপি ইঁহাকে 'সাধু' বলিয়া গণ্য করি। সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনা আয়ত্ত করিবার জন্য ইনি সর্ব্বান্তঃকরণে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইঁহার দীর্ঘ তপস্যা ও গভীর মননের অমৃতময় ফল। গীতার ও চণ্ডীর সমালোচনাত্মক প্রকাণ্ড গ্রন্থদ্বয় ইনি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহাদের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। 'শ্রীশ্রীগীতামৃতলহরী' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইনি রচনা করিয়াছেন।

খণ্ড-দ্বয়াত্মক 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী' আগাগোড়া পাঠ ও শ্রবণ করিয়া আমি উপকৃত হইয়াছি। 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী'-র এই দ্বিতীয় খণ্ডে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-মার্গের ব্যাখ্যা এবং চতুর্ব্বর্গ রহস্য, চণ্ডীস্থিত গায়ত্রী রহস্য, শক্তিতত্ত্ব ও শক্তি-সাধনা, শ্রীশ্রীদুর্গাতত্ত্ব, শ্রীশ্রীভগবতীতত্ত্ব, ভৌতিকবিজ্ঞান ও শক্তিবাদ প্রভৃতি বহুতর বিষয় সুষ্ঠু বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, শ্রীশ্রীচণ্ডীর সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। চরিত্রত্রয়ের ঋষি ও দেবতা, চণ্ডী-পাঠের নিয়ম, শ্রীশ্রীচণ্ডীর সিদ্ধ-সম্পুট মন্ত্র, অর্গলা-স্তোত্রাদির আলোচনা, মূর্ত্তিপূজা রহস্য, সপ্তশ্লোকী চণ্ডী প্রভৃতিতে গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা সুন্দর স্বচ্ছ, হৃদয়গ্রাহী ও বলবন্ত। এই গ্রন্থের পাঠে হিন্দু সমাজের উপকার হইবে, এইরূপ আশা হয়। যদি কেহ গ্রন্থের ইঙ্গিতগুলি অবলম্বন করিয়া চণ্ডীর পূজা-পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হইবে।

একটি কথা বলিয়া ভূমিকা শেষ করিতেছি। চণ্ডীর আধ্যাত্মিকাদি নানান্ ব্যাখ্যা দ্বারা ইহার ঐতিহাসিকতা খণ্ডিত হয় নাই। মহা-ভারতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। বেদোক্ত বৃত্র-বধাদির নানা-প্রকার ব্যাখ্যা নিরুক্তে ধৃত হইয়াছে। মধুকৈটভ, মহিষ, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণ বাহ্য জগতেও ছিলেন এবং তাঁহাদের বধ যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দর্শন-স্পর্শন-যোগ্য দেবতা—এইরূপ বিশ্বাস হিন্দু সমাজে সুপ্রচলিত। চণ্ডীর পূজা-পাঠে লোকের ঐহিক অভীষ্ট-সিদ্ধি, তাহা যে কাকতালীয় ন্যায়ে ঘটে না, কিন্তু চণ্ডীর পূজা-পাঠেরই ফল, তাহাও লোকে বিশ্বাস করে গ্রন্থকারও এই সকলে বিশ্বাসী। তিনি বলিতেছেন যে, এই আনুষ্ঠানিক অর্থ ছাড়াও অন্য-অর্থ আছে ; চণ্ডীতে সাধন-পদ্ধতির স্তরগুলি যুদ্ধচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে।

(স্বাঃ) শ্রীবনমালি চক্রবর্ত্তী

(এম, এ, বেদান্ততীর্থ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হইল। প্রথম খণ্ডে 'চণ্ডী' গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আগাগোড়া আলোচিত হইয়াছে এবং তন্ত্রের সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 'চণ্ডী' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয় নাই। দ্বিতীয় খণ্ড সেই দিকে মুখ্যভাবে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রকাশ করা হইল।

অধিকন্তু, দ্বিতীয় খণ্ডে চণ্ডীর সহিত গীতার তুলনামূলক সমালোচনা করা হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে যাহা উপদিষ্ট ও প্রবর্ত্তিত, উহারই বিস্তারিত প্রয়োগ-কৌশল, সাধনা ও সিদ্ধি দ্বারা সমগ্র চণ্ডী-গ্রন্থ উজ্জ্বলীকৃত। এতদ্ব্যতীত, চণ্ডী ও ভাগবতের লীলাবিলাস-তত্ত্বের সমালোচনা-প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, দেবী মহামায়া কেবল শাক্তদের নহে, বৈষ্ণবদিগেরও আরাধ্যা এবং তিনি আরাধিত হইয়া প্রীত হইলে উপাসক-দিগকে সাংসারিক ভোগ ও পারমার্থিক মোক্ষ প্রদান করত কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

এতৎপ্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থদ্বয়-প্রকাশে যাঁহারা আন্তরিক ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী এম, এ, বেদান্ততীর্থ মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেদান্ততীর্থ মহাশয় গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া ভূমিকা লিখিয়াছেন। উক্ত মহোদয় ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরিবিলাস মুখোপাধ্যায় ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহকারী সম্পাদক শ্রীমৎস্বামি-আত্মানন্দ মহারাজ গ্রন্থ-প্রকাশে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মদীয় চেষ্টার সার্থকতা অনেকাংশে সুধী পাঠক-বর্গের উপরই নির্ভর করে। যদি তাঁহারা পুস্তক-পাঠে কথঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রমের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

১৭বি, শ্রীমোহন লেন,
কালীঘাট, কলিকাতা (২৬)।
শ্রীপঞ্চমীতিথি, ৯ই মাঘ, ১৩৫৬।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	কর্ম্মজ্ঞান ভক্তি ও চতুর্বর্গ রহস্য	১-৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	চণ্ডীর উত্তমতা ও গম্ভীরতা	৪-৯
তৃতীয় অধ্যায়	মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও চণ্ডী	৯-১৩
চতুর্থ অধ্যায়	চণ্ডী ও গীতা	১৩-২৩
পঞ্চম অধ্যায়	চণ্ডী ও শ্রীমদ্‌ভাগবত ...	২৩-৩২
ষষ্ঠ অধ্যায়	চণ্ডীতে গায়ত্রী-রহস্য ...	৩৩-৩৫
সপ্তম অধ্যায় ...	শক্তিতত্ত্ব ও শক্তি সাধন ...	৩৬-৩৮
অষ্টম অধ্যায় ...	সপ্তশ্লোকী চণ্ডী	৩৯-৪৫
নবম অধ্যায় ...	শ্রীশ্রীচণ্ডী ও দুর্গাতত্ত্ব ...	৪৫-৫১
দশম অধ্যায় ...	শ্রীশ্রীভগবতীতত্ত্ব	৫২-৬০
একাদশ অধ্যায় ...	ভৌতিক বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ	৬১-৬৭
দ্বাদশ অধ্যায় ...	চরিত্রত্রয়ের ঋষি ও দেবতা ...	৬৮-৭১
ত্রয়োদশ অধ্যায় ...	চণ্ডী পাঠের নিয়ম	৭২-৭৫
চতুর্দ্দশ অধ্যায় ...	অর্গলাস্তোত্রাদি	৭৬-৮০
পঞ্চদশ অধ্যায় ...	মূর্ত্তিপূজা রহস্য	৮০-৯১
ষোড়শ অধ্যায় ...	উপসংহার	৯১-১০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
No. 1/61
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী

প্রথম অধ্যায়

কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি ও চতুর্বর্গ-রহস্য

চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে কর্ম্মভাব, মধ্যম চরিত্রে জ্ঞানভাব ও উত্তর চরিত্রে ভক্তিভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম চরিত্রে গুরুকরণরূপ কর্ম্মভাবটি সুন্দররূপে প্রকটিত। বৈরাগ্যযুক্ত সুরথ ও সমাধি শান্তিলাভের জন্য জ্ঞান-গুরু মেধস্ ঋষির শরণাপন্ন হইলেন এবং 'ভগবন্' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। তদনন্তর জ্ঞান-গুরু ঋষি নিজ শক্তিময় উপদেশ দ্বারা শিষ্যদ্বয়ের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করতঃ তাঁহাদিগকে ক্রমে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহারা মাতৃ-দর্শনে কৃতার্থ হইলেন ও তৎসঙ্গে তাঁহাদের অভীষ্টও সিদ্ধ হইল।

নিজ নিজ আচরিত কর্ম্মমাত্রকেই ব্রহ্মময় করিয়া উপাসনা করা প্রয়োজন—ইহা চণ্ডীসাধনার একটি বিশিষ্ট ও আবশ্যক পর্য্যায়। প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মার মাতৃ-জাগরণী স্তব, বিষ্ণুর প্রবোধন-চেষ্টা, মধুকৈটভের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বা কর্ম্মময়ভাবের আদান-প্রদান, আসুরিকভাবের বিলয় দ্বারা সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই সত্ত্বগুণময় কর্ম্ম-সাধনা। এইরূপ কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বত্র সমদর্শন এবং অভেদাত্মক ব্রহ্মভাব বা সত্যপ্রতিষ্ঠাই প্রথম চরিত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং ইহাই চণ্ডীর কর্ম্মসাধনা।

মধ্যম চরিত্রে দেখা যায়, দেবগণের স্ব স্ব শক্তিরূপ তেজ নির্গত ও একত্র হইয়া প্রাণময় ও জ্ঞানময় শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। এই চরিত্রে জ্ঞানগুরু মেধস্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	কর্ম্মজ্ঞান ভক্তি ও চতুর্বর্গ রহস্য	১-৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	চণ্ডীর উত্তমতা ও গম্ভীরতা	৪-৯
তৃতীয় অধ্যায়	মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও চণ্ডী	৯-১৩
চতুর্থ অধ্যায়	চণ্ডী ও গীতা	১৩-২৩
পঞ্চম অধ্যায়	চণ্ডী ও শ্রীমদ্‌ভাগবত ...	২৩-৩২
ষষ্ঠ অধ্যায়	চণ্ডীতে গায়ত্রী-রহস্য ...	৩৩-৩৫
সপ্তম অধ্যায় ...	শক্তিতত্ত্ব ও শক্তি সাধন ...	৩৬-৩৮
অষ্টম অধ্যায় ...	সপ্তশ্লোকী চণ্ডী	৩৯-৪৫
নবম অধ্যায় ..	শ্রীশ্রীচণ্ডী ও দুর্গাতত্ত্ব ...	৪৫-৫১
দশম অধ্যায় ...	শ্রীশ্রীভগবতীতত্ত্ব	৫২-৬০
একাদশ অধ্যায় ...	ভৌতিক বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ	৬১-৬৭
দ্বাদশ অধ্যায় ...	চরিত্রত্রয়ের ঋষি ও দেবতা ...	৬৮-৭১
ত্রয়োদশ অধ্যায় ...	চণ্ডী পাঠের নিয়ম	৭২-৭৫
চতুর্দ্দশ অধ্যায় ...	অর্গলাস্তোত্রাদি	৭৬-৮০
পঞ্চদশ অধ্যায় ...	মূর্ত্তিপূজা রহস্য	৮০-৯১
ষোড়শ অধ্যায় ...	উপসংহার	৯১-১০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী

No. ...1/61...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BENARES

প্রথম অধ্যায়

কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি ও চতুর্বর্গ-রহস্য

চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে কর্ম্মভাব, মধ্যম চরিত্রে জ্ঞানভাব ও উত্তর চরিত্রে ভক্তিভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম চরিত্রে গুরুকরণরূপ কর্ম্মভাবটি সুন্দররূপে প্রকটিত। বৈরাগ্যযুক্ত সুরথ ও সমাধি শান্তিলাভের জন্য জ্ঞান-গুরু মেধস্ ঋষির শরণাপন্ন হইলেন এবং 'ভগবন্' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। তদনন্তর জ্ঞান-গুরু ঋষি নিজ শক্তিময় উপদেশ দ্বারা শিষ্যদ্বয়ের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করতঃ তাঁহাদিগকে ক্রমে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহারা মাতৃ-দর্শনে কৃতার্থ হইলেন ও তৎসঙ্গে তাঁহাদের অভীষ্টও সিদ্ধ হইল।

নিজ নিজ আচরিত কর্ম্মমাত্রকেই ব্রহ্মময় করিয়া উপাসনা করা প্রয়োজন—ইহা চণ্ডীসাধনার একটি বিশিষ্ট ও আবশ্যক পর্য্যায়। প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মার মাতৃ-জাগরণী স্তব, বিষ্ণুর প্রবোধন-চেষ্টা, মধুকৈটভের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বা কর্ম্মময়ভাবের আদান-প্রদান, আসুরিকভাবের বিলয় দ্বারা সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই সত্ত্বগুণময় কর্ম্ম-সাধনা। এইরূপ কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বত্র সমদর্শন এবং অভেদাত্মক ব্রহ্মভাব বা সত্যপ্রতিষ্ঠাই প্রথম চরিত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং ইহাই চণ্ডীর কর্ম্মসাধনা।

মধ্যম চরিত্রে দেখা যায়, দেবগণের স্ব স্ব শক্তিরূপ তেজ নির্গত ও একত্র হইয়া প্রাণময় ও জ্ঞানময় শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। এই চরিত্রে জ্ঞানগুরু মেধস্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষি চিন্ময়ী মায়ের সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্য্যামী রূপটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া এবং অপূর্ব্ব প্রাণময় চরিত্র শ্রবণ করাইয়া ভক্ত শিষ্যদ্বয়কে প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইজন্য মধ্যম চরিত্র জ্ঞানপ্রধান এবং উহা আত্মোপলব্ধির কারণ-স্বরূপ। ইহাই চণ্ডীতে জ্ঞান-সাধনা।

উত্তর চরিত্রে প্রথমেই দেবগণের শরণাগতি ও স্তুতিদ্বারা ভক্তিভাবের বিকাশ, মহাশক্তির অনন্তরূপ বিলাস ও অসীম আনন্দের অভিব্যক্তি। অতঃপর অসুর-দলনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধিতে দেবগণের পুনরায় প্রেমভক্তিময় স্তুতি। এইরূপে রাজা সুরথ ও সমাধি-বৈশ্য জ্ঞানগুরুর উপদেশানুসারে একাগ্র ও একনিষ্ঠভাবে পরমাত্মময় মাতৃ-পূজায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। পরমাত্মময়ী মহামায়া ভগবতীও ভক্তগণের পূজায় এবং শুদ্ধা ভক্তিতে প্রসন্না হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া অভীষ্ট-পূরণকরতঃ সংসিদ্ধি প্রদান করিলেন। ইহাই চণ্ডীতে ভক্তিসাধনা।

মোটের উপর, প্রথম চরিত্রে কর্ম্মদ্বারা পূর্ণমানবত্বলাভকরতঃ ব্রহ্মভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া, মধ্যম চরিত্রে জ্ঞানদ্বারা আত্মভাব উপলব্ধি করিয়া এবং উত্তর চরিত্রে ভক্তিদ্বারা আত্মস্বরূপ মহাশক্তিময় ভগবানকে লাভ করিয়া সাধক যে পরমানন্দ ও চরম কৃতার্থ লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহাই চণ্ডীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে চণ্ডীতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ ও সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে।

একদিকে যেমন চণ্ডীতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ ও সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি ভাব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সত্যের অপলাপ ও অবমাননাই অধর্ম্মরূপী অসুরের বল; সুতরাং এই আসুরিক বল বা প্রভাব হইতে ধর্ম্মকে সতত রক্ষা করিতে হয়। এই ভাবটি প্রথম চরিত্রে ধর্ম্মভাবসৃষ্টিকারী ব্রহ্মার প্রতি মধুকৈটভের অত্যাচাররূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকটিত হইয়াছে। ধর্ম্মাচরণরূপ যুদ্ধদ্বারা মধুকৈটভরূপ মদমাৎসর্য্যাত্মক অসত্যকে বিলয় করতঃ সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই প্রথম চরিত্রের ধর্ম্ম।

ধনপ্রার্থীর কার্য্যের ভিতর দিয়া আমিত্বের প্রসার হয়; কেননা, অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অধিকতর উন্নত হওয়ার কামনা। এই কামনা বা আশার নিবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি ততক্ষণ হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমিত্বের চরম প্রসার না হয়। সুতরাং অর্থ-প্রাপ্তির মূলেও পরমার্থ-ভাব বিদ্যমান। 'আমি'-র চরম প্রসার হইলে দেখা যাইবে—আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে এক আত্মা, সমস্তই আত্মময়, সমস্তই প্রেমময়, শক্তিময় ও ভগবন্ময়। অহঙ্কাররূপী মহিষাসুরের রজোগুণময় সূক্ষ্মমালিন্য ও চাঞ্চল্য প্রভৃতি আসক্তিময় ভাববিলয়পূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠারূপ পরমার্থজ্ঞানলাভের ভিতর দিয়া এইরূপে পরমার্থলাভের কৌশল চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে নানাপ্রকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কাম-কামনাকে প্রেমে পর্য্যবসিত করিয়া প্রেমময় জগতে প্রেমানন্দময় ভগবানকে দর্শন ও আস্বাদন করাই জীবের পরম সাধ্য। শুম্ভরূপী কাম-কামনাকে ভগবৎ-প্রেমে বা বিশ্বপ্রেমে বিভাবিত করিয়া প্রেমিক ভক্ত জীবজগৎকে ভগবানের বা ভগবতীর অনন্ত প্রেমমূর্ত্তিরূপে দর্শন ও আস্বাদন করতঃ প্রেমে পুলকিত হন; এমন কি, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে বা অণু-পরমাণুতে প্রেমানন্দের সন্ধান পাইয়া তিনি ধন্য হইয়া থাকেন। ইহাই নিবৃত্তিপরায়ণ সাধকের কাম এবং উত্তর চরিত্রে ইহারই অভিব্যক্তি।

পরিশেষে মোক্ষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জীব-জগৎ সমস্তই সেই অরূপের রূপ, সেই অসীমের সসীম ভাব—এই প্রকারে ভগবৎ-তত্ত্ব, লীলা এবং শক্তি-রহস্য প্রভৃতি আস্বাদন করাই জীবন্মুক্তি; আর এই চরমতত্ত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করাই মোক্ষ। উত্তর চরিত্রের শেষাংশে জীবন্মুক্তি বা মোক্ষলাভের সাধনা এবং ভক্তের সংসিদ্ধিলাভের বৃত্তান্ত সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'চণ্ডী' গ্রন্থ কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গলাভের উপায়-নির্দ্দেশক অত্যুজ্জ্বল দিব্যজ্যোতিঃস্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চণ্ডীর উত্তমতা ও গম্ভীরতা

চণ্ডী হিন্দুদিগের এক পূজ্যগ্রন্থ। ইহা অনেকে নিত্য পাঠ করেন। আবার কেহ কেহ পুরোহিত দ্বারা পাঠ করাইয়া শুনিয়া থাকেন।

কিন্তু আমাদের নিত্যপাঠের পুস্তক এখন দুর্দ্দশায় পরিণত হইয়াছে। আমরা এখন পুস্তকের শব্দ মাত্র পাঠ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করি—উহার অর্থ ও ভাবের দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে না। দুঃখের কথা এই যে, যাহারা পুস্তক পড়ে ও শুনে, কিংবা যাহারা ইহার ব্যাখ্যার ভার প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই পুস্তকের তত্ত্বসমূহ সম্যক বুঝেনা, সুতরাং বুঝাইতেও চেষ্টা করে না।

'সঙ্ঘে শক্তি' :—এই সিদ্ধান্ত ত সকলেই মানে। প্রত্যক্ষও দেখা যায়, যে-কাজ ব্যক্তি-বিশেষে করিতে অসমর্থ, তাহা সকলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে করিতে সমর্থ। কিন্তু চণ্ডীতে ইহার যে সুন্দর উদাহরণ ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইদিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। চণ্ডীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে—দেবাসুর-সংগ্রামে দেবসেনাদিগকে পরাজিত করিয়া মহিষাসুর ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেবগণ মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঐ সময় বিপৎ-সন্তপ্ত এবং নিঃশক্ত ক্রোধে জর্জ্জরীভূত দেবতাগণের আত্মা কাঁপিয়া উঠিল, তখন ব্রহ্মাদিদেবতাগণের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইল। ঐ সব তেজ একত্র হইয়া মহালক্ষ্মীর স্বরূপ ধারণ করিল এবং তদ্দ্বারা মহিষাসুর মর্দ্দিত হইল। অতএব দেখা গেল, যে-কাজ পৃথক পৃথক দেবতাগণ প্রথমতঃ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা স্ব স্ব শক্তি একীভূত করিয়া বিপদের শেষ সীমায় সেই কাজ করিতে সমর্থ হইলেন। সুতরাং চণ্ডীর এই উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও হিতকারী।

আজকাল ভারতে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন বিশেষভাবে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোকদিগের অন্তঃকরণকে দোলায়িত করিতেছে। কেহ কেহ হিংসার অর্থ করেন—শত্রুর মূলোচ্ছেদ, কেহ কেহ অহিংসার অর্থ করেন—শত্রুর হাতে সব কিছু সহ্য করিয়া লওয়া। একদিকে স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ—**'হন্যাদেব আততায়িনঃ,'** অন্যদিকে অহিংসার উপদেশ। এইরূপ অবস্থায় সাধারণ মানুষ কি করে? ব্যক্তিবিশেষের জন্য ত পূর্ণ অহিংসা যোগদর্শনের ভাষায় দেশকাল-সময়াদ্যনবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌম মহাব্রত। এইরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল সকল অবস্থায়, সব সময় তত্ত্বের সহিত পূর্ণ অহিংসা পালন করিবে। কিন্তু মধ্যম শ্রেণীর সাধারণ মানবদিগের পক্ষে এই উপদেশ কার্য্যকর নহে। তাহাদের পক্ষে এই উপদেশই শ্রেয়—পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ভালবাস (Hate the sin but love the sinner)। চণ্ডীতে ইহার অতি সুন্দর উদাহরণ রহিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মহিষাসুরের বধের পর দেবগণ বলিলেন—"হে ভগবতি! আপনি ত এই শত্রুদিগকে ইচ্ছামাত্রই বধ করিতে পারিতেন, ইহাদের উপর অস্ত্র-চালনার কি প্রয়োজন ছিল?" (৪।১৯)। ইহার উত্তর স্বয়ং দেবগণই দিয়াছেন—"এই দুষ্ট পাপকর্ম্মাগণ যদি মরিত, তবে ত তাহারা নরকে যাইত। কিন্তু আপনি চাহিয়াছেন যে, জগতের কল্যাণের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদেরও কল্যাণ হউক। এই জন্যই আপনি শস্ত্র চালাইয়াছেন, যাহাতে যুদ্ধ করিয়া এই দুষ্টগণ বীরগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে" (৪।১৮)। চণ্ডীর ভাষায় যাহাকে 'চিত্তে সমরনিষ্ঠুরতা' বলা হইয়াছে, তাহা ত সাধারণের জন্য সুন্দর ব্যবহারিক নীতি বলিয়া প্রতীত হয়—উহাকে হিংসাই বল বা অহিংসাই বল।

চণ্ডীতে অদ্বৈতবাদের অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। দশম অধ্যায়ে শুম্ভ বলিয়াছে—তুমি ত ইন্দ্রাণী-আদির সহায়তায় যুদ্ধ করিতেছ। শুম্ভের এই উক্তির পর ভগবতীর দেহে ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি সব শক্তি বিলীন হইয়া গেল, একলা এক মহাসরস্বতী মূর্ত্তি রহিয়া গেল। তখন দেবী বলিলেন "—**একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা**"—অর্থাৎ আমি জগতে ত একাকী, আমা ছাড়া আর কে আছে! যে দেবীর বর্ণনা চণ্ডীতে আছে, তিনি শাঙ্করবেদান্তের মায়া হইতে অভিন্ন। এই কথা সুমেধা ঋষি স্পষ্টভাবে প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভগবানের এই মায়া জগৎকে মোহিত করিতেছে। এই মায়া জ্ঞানীদিগের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক মোহেতে আকর্ষণ করিতেছে" (১।৫৫—৫৬)। যে কথা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র—**'জন্মাদ্যস্য যতঃ'** দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই ব্রহ্মা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"হে দেবি! তুমিই এই জগতের স্রষ্টা, পালক ও বিনাশক" (১।৭৫—৭৬)। ঋগ্‌বেদের নাসদীয়-সূক্ত দর্শনের পরাকাষ্ঠা। উহার বহু সুন্দর ব্যাখ্যা চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের ৮২।৮৩ শ্লোকদ্বয়ে বলা হইয়াছে—সৎ ও অসৎ দুই প্রকারের বস্তুর ভিতর যে শক্তি বা সত্তা রহিয়াছে, তাহা ভগবতীই।

সংসারে দেখা যায়, দুষ্ট ব্যক্তি সুখ পাইয়া থাকে, আর সৎ ব্যক্তি কষ্ট পায় (Truth for ever on the scaffold, wrong on the throne)। ইহা দেখিয়া মানুষের মনে ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে; আবার কেহ কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্রদ্ধা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের সহিত শয়তানের কল্পনা করেন। কিন্তু বৈদিকধর্ম্ম শয়তানকে মানে না। ইহার সুন্দর উত্তর চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে দেবগণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"যে শ্রী (মহালক্ষ্মী) স্বয়ং পুণ্যাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মী অর্থাৎ দারিদ্র্যরূপে, পাপী রাজসিক লোকদের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে, সৎপুরুষদের অন্তঃকরণে শ্রদ্ধারূপে এবং কুলীনদের হৃদয়ে লজ্জা (পুণ্যাপুণ্য বিবেক) রূপে নিবাস করিতেছেন, সেই তোমাকে প্রণাম করিতেছি।" সৎপুরুষের ঘরের লক্ষ্মী ও পুণ্যাত্মার মস্তিষ্কের বুদ্ধিকে ভগবতীর রূপ মানিয়া লওয়া ত সহজ, কিন্তু সুকৃতের ঘরের দারিদ্র্য এবং দুরাত্মার হৃদয়ের বুদ্ধিকেও এইরূপে দেখা বেদান্তের আদর্শ ও উপদেশ এবং চণ্ডীতে তদ্রূপ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে।

চণ্ডীগ্রন্থে যোগসম্বন্ধীয় কথাও বহু পাওয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ে ইহার চর্চ্চা অধিক এবং ইহা স্বাভাবিকও। খণ্ড প্রলয়ের পর সন্ধিকাল। তখন জলময়ী সৃষ্টি— ক্ষিতিতত্ত্ব তখনও প্রকট হয় নাই। জগৎপাতা বিষ্ণু যোগনিদ্রার বশীভূত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছেন। ব্রহ্মা তখন সমাধি হইতে উত্থিত। ব্রহ্মার ব্যুত্থান হইয়াছে বটে, তাঁহাকে সৃষ্টি ত করিতে হইবে। কিন্তু তিনি কি করেন? এমন অবস্থায় ব্রহ্মার সম্মুখে মধু ও কৈটভ উপস্থিত। সমাধি হইতে উত্থিত ব্রহ্মার অহিংসা-প্রবৃত্তি তখন প্রবল। নিজের রক্ষার জন্য বিষ্ণুর যোগনিদ্রা হইতে উত্থান আবশ্যক; কেননা, সৃষ্টি হইলেই রক্ষকের প্রয়োজন। তখন আদ্যাশক্তি তামসী বা মহাকালীরূপে রহিয়াছেন। এই প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া ও ব্রহ্মার চিন্তা অনুভব করিয়া মহাকালী বিষ্ণুর শরীর ত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহাতে রজোগুণের প্রাধান্য লক্ষিত হইল। ঐ সময় ব্রহ্মা ভগবতীর যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহা চণ্ডীর সকল স্তোত্রের মধ্যে সুন্দর, গম্ভীর ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। এবংবিধ স্তুতি এস্থলে হওয়াই সঙ্গত; কেন না, ব্রহ্মা তখন সমাধি হইতে উত্থিত। উদাহরণ-স্বরূপ তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিটি শব্দের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করা যাইতেছে :—

"সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে **ত্রিধা মাত্রাত্মিকা** স্থিতা"॥ ১.৭৩

"**অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা** নিত্যা যানুচ্চার্য্যাবিশেষতঃ।" ১।৭৪

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করা যায় :—এই জগতে পঞ্চীকৃত মহাভূত কাজ করিতেছে। ইহাদের এক এক অণুতে কম্পন এবং ঐ কম্পন হইতে এই জগৎ শব্দায়মান। যেখানে কম্পন, সেখানেই শব্দ। সূক্ষ্ম ভূত অপঞ্চীকৃত; উহাদের পরমাণুতেও কম্পন আছে এবং ঐ কম্পন হইতে এক সূক্ষ্ম শব্দরাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শব্দরাশির নাম 'অনাহত নাদ'। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অনাহত নাদ শুনা না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যোগাভ্যাসীর অভ্যাস কাঁচা থাকে। যখন অনাহত নাদ শুনা যায়, তখন বুঝিতে হইবে, যোগী ধীরে ধীরে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতেছেন এবং নিজের বিস্মৃত স্বরূপকে কিছু কিছু বুঝিতেছেন—অর্থাৎ তখন তিনি শক্তি, বৈভব ও জ্ঞানের ভাণ্ডার মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীকে কিছু কিছু উপলব্ধি করিতেছেন। যে যোগী উহাতেই তৃপ্ত, তিনি দুর্ভাগ্যবান। কিন্তু যিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন, তিনি ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধ উর্দ্ধলোকে প্রবেশ করেন এবং অন্তে তাঁহার এমন অবস্থা হয় যে, তখন তিনি আকাশের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন। তখন শব্দ অনাহত রূপে আর থাকেনা—'ওঁ' আকারে থাকে। নাম ও রূপের প্রথম রূপ 'অ'কার রূপে ব্যক্ত হয়, তাহাতেও সূক্ষ্ম 'উ'কার এবং সূক্ষ্ম 'ম্'কার থাকে। এই তিনটিকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'**ত্রিধামাত্রাত্মিকাস্থিতা**।' ইহার পর যোগীর এমন সূক্ষ্মধ্বন্যাভাসের অনুভব হয়, যাহা মনুষ্যের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইহাকে '৮' দ্বারা কখন কখন অঙ্কিত করা হয় এবং ইহাকেই **অর্দ্ধমাত্রা** বলা হয়। তৎপরে নাদ স্বীয় জনক আকাশে লীন হইয়া যায়। নাদের পশ্চাতে যে বিন্দু, উহাই অশব্দ, অনাদি পদ—ইহাই চণ্ডীর ভাষায়—'**অনুচ্চার্য্যাবিশেষতঃ**।' এই গতি যোগী ষট্‌চক্র অতিক্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া সহস্রদলকমলে প্রাপ্ত হন। ইহাকেই তন্ত্রে অন্যশব্দে **'সার্দ্ধত্রয়-বলয়াকৃতি'** অর্থাৎ সাড়ে তিন পেঁচ আকারে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি বলা হইয়াছে। যখন যোগী ঐ শক্তিকে জাগান, তখন ঐ শক্তি চক্রের পর চক্রে আরোহণ করিয়া সহস্রারে গিয়া পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া উহাতে লীন হইয়া যান। ইহারই নাম 'শিব-শক্তি-যোগ'। যোগী তথায় পৌঁছিলে, তাঁহার আর অধোগতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য ব্রহ্মা বলিয়াছেন—**'পরাপরাণাং পরমা'** এবং উহাই শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে বলা হইয়াছে, **'পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ।'**

এই ভাবে চণ্ডীর উত্তমতা ও গম্ভীরতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার পঠন-পাঠন আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও চণ্ডী

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের সহিত ব্রাহ্মণ-কুমার ক্রৌষ্টুকের সংবাদ উল্লিখিত হইয়াছে; এইজন্য এই পুরাণের নাম মার্কণ্ডেয় পুরাণ। পুরাণে বেদের কথাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই জন্য পুরাণের মহত্ত্ব। এতদ্ভিন্ন, পুরাণের স্বতন্ত্র প্রামাণ্যও রহিয়াছে। বেদের ন্যায় পুরাণও অনাদি; পুরাণের কোনও রচয়িতা নাই। ব্রহ্মার আবির্ভাবের সঙ্গে বেদের ন্যায় পুরাণও ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিত হইয়াছে। এই হিসাবে জগৎ-পিতা-ব্রহ্মাও পুরাণের রচয়িতা নহেন—তিনি প্রকাশক, আবিষ্কারক মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বৈপায়নাদি ত সময় সময় বেদের বিভাগের সঙ্গে পুরাণেরও সঙ্কলন, সংগ্রহ অথবা সম্পাদন মাত্র করেন। বলা হইয়া থাকে যে, পুরাণ প্রথম প্রথম ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হয়; তৎপরে ব্রহ্মার নিকট হইতে ভৃগু-আদি মহর্ষিগণ উহা গ্রহণ করেন। ভৃগুর নিকট হইতে চ্যবন এবং চ্যবন হইতে ব্রহ্মর্ষিগণ প্রাপ্ত হন। অনন্তর ব্রহ্মর্ষিগণ দক্ষকে উপদেশ দেন এবং দক্ষ মার্কণ্ডেয়কে বলেন। ঐ পুরাণ আবার মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকির নিকট বলেন। এই প্রকারে ইহার নাম মার্কণ্ডেয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের গণনায় সপ্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরাণের সংখ্যা এই প্রকার দেওয়া হইয়াছে—(১) ব্রহ্মপুরাণ, (২) পদ্মপুরাণ, (৩) বিষ্ণু পুরাণ, (৪) শিবপুরাণ, (৫) শ্রীমদ্‌ভাগবত, (৬) নারদীয় পুরাণ, (৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ, (৮) অগ্নিপুরাণ, (৯) ভবিষ্য পুরাণ, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (১১) নৃসিংহপুরাণ, (১২) বরাহপুরাণ, (১৩) স্কন্দপুরাণ, (১৪) বামনপুরাণ, (১৫) কূর্ম্মপুরাণ, (১৬) মৎস্যপুরাণ, (১৭) গরুড়পুরাণ, (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। বলা হইয়াছে যে, যে-ব্যক্তি প্রতিদিন তিনবার এই আঠার পুরাণের নাম জপ করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ-শ্রবণেরও মহাফল উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত পুরাণ-শ্রবণে বহুকল্পকৃত পাপসমূহ নষ্ট হইয়া যায় এবং পরমযোগ-প্রাপ্তি ঘটে। শ্রবণকারীর যমরাজের ও নরকের ভয় থাকে না এবং ইহলোকে তাহার বংশপরম্পরা স্থায়ী থাকে।

মার্কণ্ডেয় ঋষিকে মানবীয় অমরতার আদর্শ বলা যায়। পৌরাণিক জগতে এমন লোক দেখা যায় না, যিনি মানব-দেহে মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় জীবন-কাল পাইয়াছেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অষ্টমমনু সাবর্ণির উৎপত্তিপ্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। এই দেবীমাহাত্ম্যই 'দুর্গাসপ্তশতী' বা 'চণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ। যে প্রকারে বিষাদগ্রস্ত ও বন্ধুজনমুগ্ধ অর্জ্জুন যুদ্ধ-বিরত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন, সেই প্রকারে রাজ্যভ্রষ্ট ও পরিবার-চিন্তায় মগ্ন রাজা সুরথকে এবং স্ত্রী পুত্রাদি দ্বারা অপমানিত ও গৃহ হইতে বিতাড়িত এবং তৎপশ্চাৎ স্ত্রীপুত্রাদি-মায়ায় জর্জ্জরিত ও শোকমগ্ন সমাধি বৈশ্যকে মেধস্ মুনি দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদের উভয়ের শোক ও মোহ অপনোদন করেন এবং তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন।

চণ্ডীগ্রন্থ হিন্দুদের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছে। বৎসরে দুইবার—চৈত্র মাসে ও আশ্বিন মাসে—বাসন্তীপূজা ও দুর্গাপূজার সময় ত চণ্ডীপাঠ বিশেষভাবে করা হইয়া থাকেই। এতদ্ভিন্ন, সুখ-সন্ততি, সৌভাগ্য-বৃদ্ধি এবং বিপদ্-নিবৃত্তির জন্যও চণ্ডীপাঠ করা হইয়া থাকে এবং তৎপাঠে অভূতপূর্ব্ব সফলতাও পাওয়া যায়। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভগবতীর শীঘ্রাতিশীঘ্র প্রসন্নতা-লাভের জন্য স্বীয় মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'চণ্ডী'র সংযোজন করিয়াছেন। এই চণ্ডীর এক এক শ্লোক নহে, প্রত্যেক শ্লোকের এক এক অক্ষরও মন্ত্র এবং সেই মন্ত্রপাঠে যোগ্য উপাসক আশাতীত ফললাভে সমর্থ হন। বিপৎকালে ব্রহ্মাদিদেবগণ এবং সুরথাদি মানবগণ মহামায়ার প্রভাবে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'কলৌ চণ্ডী-বিনায়কৌ'—এতদনুসারে বর্ত্তমানকালেও অমিত সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, রিপু, রোগ ও রাজভয়াদি দূর করার জন্য, স্ত্রী-পুত্র ও সৌভাগ্যাদি পাইবার জন্য এবং বিজয়শ্রীলাভের জন্য চণ্ডীপাঠ করা হইয়া থাকে। হিন্দুগণ এই চণ্ডীকে মহামন্ত্র, মহৌষধি অথবা তৎফলদায়ী মহাশক্তি বলিয়া মানিয়া থাকেন এবং প্রায় প্রত্যেক প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চণ্ডী-পাঠের ব্যবস্থা করেন। যদিও চণ্ডীপাঠের প্রয়োগবিধি সামান্যরূপে একই প্রকার এবং উহাদ্বারা প্রায় সব মনোরথই সিদ্ধ হয়, তথাপি প্রয়োজনের লঘুতা, মহত্ত্ব বা কঠিনত্বাদি অনুসারে প্রয়োগের শাস্ত্রোক্ত বিধিও অনেক প্রকার হইয়া থাকে। এই সকল প্রয়োগবিধি সুযোগ্য পুরোহিতের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীতে মহামায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। মেধস্ ঋষি বলিয়াছেন—"সংসারের স্থিতি স্থায়ী রাখিবার জন্য ভগবতী মহামায়ার প্রভাবের দ্বারা জীব মমতাময় আবর্ত্তযুক্ত মোহের গভীর গর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। জগদীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর যোগনিদ্রা-স্বরূপা ভগবতী মহামায়া দ্বারা জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে। মহামায়া জ্ঞানীদিগেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহেতে নিপাতিত করেন। এই মহামায়াই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তিনি প্রসন্ন হইলে জীবগণের মুক্তি-বর প্রদান করেন। তিনিই পরাবিদ্যা, সংসারবন্ধন ও মোক্ষের হেতুভূতা সনাতনী-দেবী এবং সম্পূর্ণ ঈশ্বরেরও অধীশ্বরী। বস্তুতঃ দেবী নিত্য-স্বরূপা ; কেননা, ভগবানের শক্তি ভগবান হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন। মায়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া সম্পূর্ণ জগৎ তাঁহারই স্বরূপ এবং তিনি সমস্ত চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তথাপি ভগবানের ন্যায় যখন তিনি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সময় সময় অবতীর্ণ হন, তখন তিনি 'উৎপন্না' বলিয়া কথিত হন"। মেধস্ ঋষি দেবীর আবির্ভাবের তিন চরিত্র শুনাইয়াছেন। এই চরিত্র-ত্রয় প্রথম চরিত্র, মধ্যম চরিত্র ও উত্তর চরিত্র নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

মেধস্ ঋষি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের মোহ দূর হইয়া গেল। উভয়ে বিরক্ত হইয়া তখনই তপস্যার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন এবং জগদম্বার দর্শনার্থী হইয়া নদীতটে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে দেবীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি গঠন করিয়া পুষ্প, ধূপ ও হোম দ্বারা দেবীর আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা আহার ধীরে ধীরে কমাইয়া দিলেন এবং পরে সম্পূর্ণ নিরাহার থাকিয়া দেবীকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা সংযমপূর্ব্বক দেবীর আরাধনা করিতে থাকেন। অনন্তর প্রসন্ন হইয়া জগদ্ধাত্রী চণ্ডীকাদেবী তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন এবং অভীষ্ট বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সুরথ রাজা পরজন্মে নিষ্কণ্টকরাজ্য এবং ইহজন্মে হৃতরাজ্য প্রাপ্তির বর চাহিলেন। কিন্তু সমাধি বৈশ্যের মন সর্ব্ব প্রকার ভোগ হইতে মুক্ত হওয়ায় এবং সংসারের প্রতি বীতরাগ হওয়ায় তিনি অহংতা ও মমতারূপ দোষসমূহের নাশকারী জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। দেবী ভগবতী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই সুরথরাজাই অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণিনামক মনু হইবেন। এই প্রকারে ভগবতী মহামায়া ভোগাকাঙ্ক্ষী মানবকে ভোগ এবং মোক্ষার্থী মানবকে মোক্ষ প্রদান করেন।

এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, চণ্ডীগ্রন্থে নারীশক্তিকে সমগ্র বিশ্বের স্রোত, আধার, প্রাণস্বরূপা, পূজ্যা হইতেও পূজ্যা, মহতী হইতেও মহীয়সী বলা হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, অন্য কোনও ধর্ম্মে নারীর এতটা প্রতিষ্ঠা নাই। হিন্দুধর্ম্মানুসারে শিবের শক্তি উমা, বিষ্ণুর শক্তি রমা এবং এই প্রকারে প্রত্যেক দেবতার শক্তি নারীতেই বিদ্যমান।

চতুর্থ অধ্যায়

চণ্ডী ও গীতা

গীতা ও চণ্ডী উভয় গ্রন্থেরই শ্লোক ও মন্ত্র সংখ্যা সাতশত এবং উভয় গ্রন্থই ভগবান বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উভয়েরই মূলসূত্র নিহিত আছে উপনিষদের বাণীতে—**'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'**—অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহা কিছু চরাচর বস্তুজাত রহিয়াছে, তাহা পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য। বিশ্বের বীজ ও আধার যে অপ্রমেয় মহাশক্তি এবং এই শক্তির দুরত্যয়া গুণময়ী মায়া দ্বারাই যে জীব অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক নিয়োজিত **(অনিচ্ছন্নপি বলাদিব নিয়োজিতঃ)**, সেই শক্তির উদ্দেশে সর্ব্বস্ব-সমর্পণই যে মুক্তির একমাত্র উপায়, তাহা গীতা ও চণ্ডীর বাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার কতিপয় বিশিষ্ট বিশিষ্টভাব বা উপদেশ, যাহা চণ্ডীতে মূর্ত্ত হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই আংশিকভাবে এস্থলে আলোচ্য।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের 'বিষাদযোগ' বর্ণিত হইয়াছে। গীতোক্ত এই বিষাদযোগ চণ্ডীতেও অতি বিষাদযোগরূপে পরিস্ফুট। চণ্ডীতে প্রথম অধ্যায়ের ৪৪শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—**'এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্ত-দুঃখিতৌ'**—অর্থাৎ সমাধি এবং আমি (সুরথ) উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সাংখ্যযোগ' উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া ত্রিতাপতাপিত ভক্ত অর্জ্জুন বলিলেন—**'শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'**—আমি তোমার শিষ্য, শরণাগত—আমায় শিক্ষা দিন। তখন শ্রীভগবান শিষ্য-অর্জ্জুনকে প্রথমে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। চণ্ডীতেও ত্রিতাপদগ্ধ অতিদুঃখিত রাজা সুরথ মেধস্ মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক শরণাগত হইলে, জ্ঞানগুরু ঋষি প্রথমে ভক্ত-শিষ্যের জ্ঞানের অভিমান চূর্ণ করিয়া ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর গীতার এই অধ্যায়ে সাংখ্যযোগদ্বারা আত্মস্বরূপলাভের উপায়, দেহের অনিত্যতা ও আত্মার নিত্যতা প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীতেও যুদ্ধচ্ছলে অনিত্যদেহ ও আসুরিকভাবের নাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সত্যময় আত্মভাবের বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সাধককে আত্মরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে 'কর্ম্মযোগ' বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে যে মিথ্যাচারীর কথা বলা হইয়াছে, তাহা সুরথ ও সমাধির চরিত্রের প্রথমাংশে ব্যক্ত হইয়াছে ; কেননা, সুরথ ও সমাধি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া ঋষির প্রশান্তিময় আশ্রমে বাস করিলেও তাঁহাদের মনে বিষয়চিন্তা প্রবল ছিল। এতদ্ভিন্ন, গীতার এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে কামের দুষ্পূরণীয়তা ও তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বধের উপদেশ শুম্ভচরিত্রে বিভিন্ন ও বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে 'জ্ঞানযোগ' উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বীয়মায়া বশতঃ শ্রীভগবানের আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে—'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যা-ত্মমায়য়া'। এই আবির্ভাবের কথা ভগবতীর বিচিত্রাবস্থাযুক্ত তিনটি আবির্ভাব-লীলায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। গীতার অভয়-বাণী—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্', চণ্ডীতে জ্বলন্ত ও মূর্ত্ত হইয়া শরণাগত ভক্ত সাধককে সর্ব্ববিধ অনাত্মভাব হইতে রক্ষা করতঃ চতুর্বর্গ প্রদানে ধন্য করিয়াছে। অতঃপর গীতার এই অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে 'ব্রহ্মার্পণম্' প্রভৃতিদ্বারা সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভাবে ভগবদ্‌বুদ্ধি উদ্‌বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চণ্ডীতেও সেই ভাবটি 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্' প্রভৃতি উক্তিদ্বারা গীতার সেই ভাবটিকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া সরস ও আনন্দময় করা হইয়াছে। গীতার এই অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোকে 'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা চণ্ডীতে সুরথ-ঋষি-সংবাদে অভিব্যক্ত হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। অতঃপর গীতার এই অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকে 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান-প্রাপ্তি ও তাহার ফল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সমাধি-বৈশ্যের চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। সমাধিবৈশ্য বাহ্যপূজারূপ ভক্তিমূলক কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা মহাশক্তির সন্তোষবিধান করতঃ একমাত্র তাঁহার কৃপারূপ বরদ্বারাই জ্ঞান বা সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে 'কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ' উক্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ২য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকত্রয়ে বলা হইয়াছে—"সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে পৃথক করিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন না। সাংখ্যযোগী যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীও সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী।" চণ্ডীতেও রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি তীব্র বৈরাগ্যযোগে কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও ঋষি পুনরায় তাঁহাদিগকে কর্ম্মময় সাধনায় নিযুক্ত করিয়া কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর সমাধি বৈশ্য যে কর্ম্মযোগের সাহায্যে জ্ঞানময় সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেও কর্ম্মযোগের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'অভ্যাস যোগ' উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে বলিয়াছেন—"প্রশান্ত-চিত্ত, ভয়বর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্যশীল হইয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক মৎপরায়ণ ও মদ্‌গতচিত্ত হইয়া সমাধিস্থ হইবে।" আবার এই অধ্যায়ের ২৯শ ৩০শ শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইয়াছে—"যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে এবং আমাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।" চণ্ডীতে এইরূপ সাধনা সুরথ ও সমাধির চরিত্রে পরিলক্ষিত এবং গীতার আত্মময় ও পরমাত্মময় উপদেশ চণ্ডীতে নানাবিধ লীলানন্দের মধ্য দিয়া অনুস্যূত ও সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ' বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এইরূপে আমার প্রকৃতি অষ্টভাগে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর ৫ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"এই পূর্ব্বোক্তা অষ্টবিধা প্রকৃতি আমার অপরা প্রকৃতি। ইহা ছাড়া, জীবরূপা চৈতন্যাত্মিকাকে আমার অপরা প্রকৃতি বলিয়া জানিও। সেই পরা প্রকৃতি দ্বারা জগৎ বিধৃত রহিয়াছে।" চণ্ডীতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া এই পরা ও অপরা প্রকৃতি বিভিন্ন শক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া লীলানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিশেষে সমস্ত অপরা শক্তি পরা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া মহাশক্তির অদ্বিতীয় মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে আমি বুদ্ধি—'বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি' (গীঃ ৭।১০)—গীতার এই উক্তিটি চণ্ডীতেও 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা' এই মন্ত্রে ব্যাপকভাবে ঘোষিত হইয়াছে। গীতোক্ত 'দৈবী হ্যেষাগুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' (গীঃ ৭।১৪)—এই কথাটির প্রতিধ্বনি চণ্ডীতে দেবগণের স্তবে প্রাপ্ত হওয়া যায়—'গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।' গীতার এই অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'— অর্থাৎ আমি যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। গীতোক্ত যোগমায়ার আবরণশক্তি বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপে চণ্ডীতে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্বিষয় চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যে সবিস্তারে ব্যক্ত হইয়াছে।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ে 'অক্ষর ব্রহ্মযোগ' উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া চিরদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর আমি সুখলভ্য।" আবার এই অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"সমস্ত ভূত যাহাতে অবস্থান করিতেছে, যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই পরমপুরুষকে একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়।" চণ্ডীতেও এবংবিধ জ্ঞানভক্তিময় উক্তি পরিস্ফুট ও সুবিকশিত হইয়াছে। দেবগণ, ঋষিগণ, সুরথ, সমাধি প্রভৃতি সকলেই ভক্তিবলে দেবদর্শন করিয়া অভীষ্টপরিপূরণে সমর্থ হইয়াছেন।

গীতার নবম অধ্যায়ে 'রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ' উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া স্বীয় স্বীয় প্রাক্তনকর্ম্ম-নিমিত্ত স্বভাববশে জন্মমৃত্যুপরবশ ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি।" আবার এই অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে বলা হইয়াছে— "বিবেকহীনব্যক্তি বুদ্ধিভ্রংশকারী তামসী ও রাজসী প্রকৃতির বশে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।" অতঃপর ২৭শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাকে অর্পণ করিও।" গীতার প্রকৃতিরূপিণী মহামায়ার এই সকল তত্ত্ব চণ্ডীতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং আসুরী প্রকৃতির আশ্রিতগণের বিচিত্রক্রিয়াশীলতা চণ্ডীতে যুদ্ধরূপে সুচিত্রিত হইয়াছে ; আর সমর্পণ-রহস্য চণ্ডীতে দেবগণের অস্ত্র-সমর্পণ-রহস্যে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সমর্পণ বা শরণাগতির ভাবে চণ্ডীগ্রন্থ নানাপ্রকারে সমলঙ্কৃত।

গীতার দশম অধ্যায়ে 'বিভূতিযোগ' উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ৪১শ, ৪২শ শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন অথবা অতিশয়শক্তিযুক্ত, তাহা আমার শক্তির অংশভূত বলিয়া জানিবে। অথবা হে অর্জ্জুন. আমার এত বহু বিভূতির বিস্তার জানিয়া তোমার প্রয়োজন কি ? এক কথায় বলিতেছি, আমি এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছি।" গীতার এই ভাব চণ্ডীতে আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকন্তু, গীতার জ্ঞানময় বিভূতির সহিত ভক্তিময় শরণাগতি ও স্তবস্তুতির মন্দাকিনীধারা সংযুক্ত হইয়া চণ্ডীতে প্রেমানন্দময় অমৃতপ্রস্রবণের সৃষ্টি হইয়াছে।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে 'বিশ্বরূপদর্শনযোগ' বিবৃত করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে বিভূতি দেখিবার জন্য দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেও অর্জ্জুন ভীত হইয়া উহা সংহরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করতঃ শ্রীভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করেন। কিন্তু চণ্ডীতে সাধক ভক্তগণ অধিকতর উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষিভাবে ভগবতীর বীর্য্যময় অপূর্ব্ব লীলা দর্শনে সমর্থ হন। গীতার এই অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ তোমার দংষ্ট্রা-করাল, ভয়ঙ্কর-দর্শন মুখবিবরে ধাবিত হইয়া প্রবেশ করিতেছে। কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার দন্ত-সন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।" গীতার এই ভীষণ অভিব্যক্তি চণ্ডীতে ভীষণতর হইয়া করালভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। চামুণ্ডার বিবরণে চণ্ডীর সপ্তম অধ্যায়ে দেখা যায়—তিনি মহাসুরগণকে বধ করিতে করিতে তথায় সুরশত্রুগণের সৈন্যমধ্যে বেগে অভিপতিত হইয়া সেই সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতেছেন এবং সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবনকারী, অঙ্কুশগ্রাহী ও যুদ্ধঘণ্টাসমন্বিত হস্তিগণকে একহস্তে গ্রহণ করিয়া মুখে ফেলিতেছেন। আবার তিনি অশ্বের সহিত যোদ্ধাকে এবং সারথির সহিত রথকে মুখমধ্যে ফেলিয়াই অতি ভৈরব দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিতেছেন। চণ্ডীতে বর্ণিত দেবী এতাদৃশ দারুণ ও সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর বলিয়া পরিলক্ষিত হইলেও, সাক্ষিরূপে অবস্থিত দেবগণ, মহর্ষিগণ ও ভক্তবৃন্দ অভয়া মায়ের অপূর্ব্ব শক্তি-লীলা দর্শনকরতঃ বিস্মিত, পুলকিত ও প্রেমভক্তিভরে অবনত। গীতার এই অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও, শত্রু জয় করিয়া যশ লাভ কর, নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে অর্জ্জুন, আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বেই নিহত করিয়াছি। তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।" এই 'নিমিত্ত মাত্র' হওয়ার উক্তিটি গীতার এক বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক স্তর। কিন্তু সাধনার এই স্তরে নিজ কর্তৃত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না। অন্যদিকে, চণ্ডীতে দেবীযুদ্ধ বা আধ্যাত্মিক সাধনার স্তর আরও উচ্চে অবস্থিত। তথায় সর্ব্ববিধ কর্তৃত্বাভিমান ভগবচ্চরণে সমর্পণ করতঃ ভক্ত সাধক সাক্ষিভাবে দর্শন করেন যে, মহাশক্তি পরমাত্মময়ী মা স্বয়ং ভক্তের হইয়া সর্ব্বাবস্থায় যুদ্ধ করেন। অতএব তথায় 'নিমিত্ত মাত্র' হওয়ার ভাবটির সম্পূর্ণ অভাব হয়। গীতার সহিত চণ্ডীর আধ্যাত্মিক স্তরের যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য, তাহা এস্থলে বোধগম্য।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে 'ভক্তিযোগ' বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অভ্যাসযোগদ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য এবং ভক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশপূর্ব্বক ১৩শ ও ১৪শ শ্লোকদ্বয়ে বলিয়াছেন—"যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়ালু, যিনি মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কারবর্জ্জিত, যিনি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, সদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতস্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী এবং যাঁহার মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পিত— ঈদৃশ মদ্‌ভক্ত আমার প্রিয়।" এই ভগবদুক্তির অন্তর্গত নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার ভাবই চণ্ডীতে 'অহং-মম' ইতি ভাবের বিনাশ দ্বারা আত্মভাব ও প্রেমভাবলাভে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই ভাব দুইটি লাভ হইলেই গীতার এই অধ্যায়ের ১৩শ ও ১৪শ শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত অন্যান্য ভাবগুলি আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ' উক্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে চতুর্বিংশতি-তত্ত্বময় দেহকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। আর যিনি ক্ষেত্রকে জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা)। এতৎ সম্বন্ধে চণ্ডীতে নানা প্রকার রহস্য ও সাধনতত্ত্ব বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গীতার এই অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোকে পুনরায় বলা হইয়াছে—"প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত কর্ম করেন এবং আত্মা অকর্ম্মা—ইহা যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী।" গীতার এই প্রকৃতি-তত্ত্ব এবং প্রকৃতির প্রাধান্যও ব্যাপকভাবে চণ্ডীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে 'গুণত্রয়বিভাগযোগ' উল্লিখিত হইয়াছে। এই গুণত্রয়ই চণ্ডীতে তিনটি চরিত্রে বিরাট্‌ভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ত্রিগুণের অভিব্যক্তিই—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, জীব-জগৎ।

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'পুরুষোত্তমযোগ' উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পাঁচ ইন্দ্রিয়কে সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকে।" পুনরায় ১৬শ, ১৭শ ও১৮শ শ্লোকত্রয়ে বলা হইয়াছে—"ক্ষর ও অক্ষর" এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বভূত ক্ষর-পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর-পুরুষ বলিয়া কথিত হন। ইহা ছাড়া, অন্য এক উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিহিত হন। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন; তিনি অব্যয়, তিনি ঈশ্বর। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই হেতু আমি লোক-ব্যবহার ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।" গীতায় বর্ণিত এই ভাবগুলি চণ্ডীতে মূর্ত্ত ও বিকশিত হইয়া পরিশেষে চতুর্ব্বর্গফলদায়ক বিরাট কল্পতরুরূপে পরিণত হইয়াছে।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে "দৈবাসুর সম্পদ্‌বিভাগযোগ" উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বিবৃত দৈবী সম্পদ্ ও আসুরী সম্পদ্‌গুলি চণ্ডীতে দেবাসুর সংগ্রামের মৌলিক উপাদান স্বরূপ। এই সম্পদ্‌গুলিই চণ্ডীর সর্ব্বত্র মূর্ত্তি-পরিগ্রহপূর্ব্বক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়া দেবীযুদ্ধরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে "মোক্ষ-যোগ" বিবৃত হইয়াছে। গীতার এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য—শরণাগত হওয়ার জন্য শ্রীভগবানের পুনঃ পুনঃ আদেশ ও উপদেশ। চণ্ডীতেও শরণাগতিই সর্ব্বতোভাবে উদ্ভাসিত।

মোটের উপর দেখা গেল, গীতার বহু শ্লোকের ভাব চণ্ডীতে অনন্ত উদাহরণের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী ও ভক্তগণের সাধন-পন্থা সুগম করতঃ তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি বা মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

সংক্ষেপে বলা যায়,—'করুণাময় ভগবানের অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতায় জন্ম-জন্মান্তরীণ কর্ম্মভোগের কৌশলরূপ কৃপা দ্বারা যখন জীবের আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ হয়, যখন জীব গীতার অমৃতময় উপদেশাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া উহা প্রতিপালন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, তখনই চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। গীতার সাহায্যে মানব-জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠিত হয়, আর চণ্ডী-সহায়ে তদুপরি সুদৃশ্য মন্দির-গঠনান্তে আত্মময় ও মাতৃময় ভগবৎ-পূজা দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। গীতাতে কুরুক্ষেত্ররূপী জীবনযুদ্ধের সূচনা বা উদ্যোগ, আর চণ্ডীতে সেই যুদ্ধের আরম্ভ, ক্রিয়াশীলতা, পরিণতি ও সিদ্ধি। গীতাতে যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কীর্ত্তন, আর চণ্ডীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহাদের প্রয়োগ-কৌশলাদির আচরণ দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ও সচ্চিদানন্দত্ব-লাভ। গীতাতে যাহা শিক্ষা ও শ্রবণ, চণ্ডীতে তাহার মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি-পূর্ব্বক আনন্দ-প্রাপ্তি। গীতাতে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্বিধ ভগবৎ-উপাসকের পর্য্যায় উল্লিখিত, কিন্তু চণ্ডীতে উহাদের বিস্তৃত ভাব বিশেষ উদাহরণসহ সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত। গীতার দৈবাসুর সম্পদ্-বিভাগ, গুণত্রয়-বিভাগ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ, শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ প্রভৃতি বেদ-বেদান্ত-সম্মত তত্ত্বসমূহ চণ্ডীতে সুবিস্তারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া সুবিন্যস্ত ও সুবিকশিত। মোটকথা, গীতার আঠার অধ্যায়ে যাহা উপদিষ্ট ও প্রবর্ত্তিত, উহারই বিস্তারিত প্রয়োগ-কৌশল, সাধনা ও সিদ্ধিদ্বারা সমগ্র চণ্ডী উজ্জ্বলীকৃত।'

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গীতা ও চণ্ডীর পরস্পর অপূর্ব্ব সম্বন্ধ ও ভাবের ক্রমবিবর্ত্তন বা বিকাশ উপলব্ধি করিতে পারিলে মানব-জীবন সার্থক হয়; মনে রাখিতে হইবে, গীতার ভগবৎ-উপদেশাবলীই ভাবময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক চণ্ডীতে সুপরিস্ফুট হইয়াছে,—অথবা চণ্ডীর ভাবময় মূর্ত্তিসকলকে বিশ্লেষণ করিয়াই মহাশক্তিময় শ্রীভগবান্ গীতারূপ অমৃতের সৃষ্টি করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও স্মর্ত্তব্য, গীতা ও চণ্ডীর ভিত্তি কবি-কল্পনা-প্রসূত নহে। ইহা একদিকে ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ সত্য-কাহিনী, আবার অন্যদিকে অপূর্ব্ব-তত্ত্ব-সংবলিত অধ্যাত্মশাস্ত্র। ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-লীলার চিরন্তন নিয়মে যখন ধর্ম্মের সঙ্কুচিত অবস্থা ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ধর্ম্মকে বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ একদিকে তদুপযোগী দেশ, কাল ও পাত্র নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সৃষ্টির কার্য্য করেন এবং স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া লীলানন্দ করতঃ জগতে আদর্শ-সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও সত্য ইতিহাস স্থাপন করেন; আবার অন্যদিকে সূক্ষ্মভাবে ঐ প্রকট লীলাই জীবের অধ্যাত্মজগতে চিদানন্দময় প্রেমধারারূপে প্রকাশিত করেন। সুতরাং ঐ সূক্ষ্মভাব ও তত্ত্বসমূহকে যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপক ও কল্পনা বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, সেইরূপ পৌরাণিক সত্য ইতিহাসকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করাও নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য। গীতার সপ্তশত মন্ত্রযুক্ত শ্লোকমালা এবং চণ্ডীর সপ্তশত মন্ত্রযুক্ত শ্লোকমালা ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক সত্য ঘটনা-সূত্রে মাল্যাকারে সুসজ্জিত ও সুগ্রথিত। এইরূপে গীতা ও চণ্ডী একদিকে যেমন সত্য ইতিহাস, আবার অন্যদিকে উভয়ই আধ্যাত্মিক অমৃতস্রাবী আনন্দের উৎস।

পঞ্চম অধ্যায়

চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভাগবত

জীবমাত্রই আনন্দের জন্য লালায়িত; সুতরাং জীবাত্মার অবিশুদ্ধ জীবভাবসমূহ-বিলয়পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মার সহিত মিলনই জীবের সাধ্য ও কাম্য। এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য গীতাগ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের বিভিন্ন উপদেশ দিয়াছেন। গীতোক্ত উপদেশসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব-লাভের অপূর্ব্ব কৌশল বা সঙ্কেত চণ্ডীতেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভাগবতে গোপীগণকে জীব-স্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; সুতরাং গোপী-রূপী জীবের সহিত আনন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণের মিলনের দ্বারা ভাগবতেও মানবজীবনের পরম লক্ষ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। জীবের সহিত পরমাত্মার মিলন শ্রীবৃন্দাবন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলায় প্রকটিত করিয়া শ্রীভগবান্ জীব-জগতের কল্যাণার্থ অত্যুজ্জ্বল প্রেমের চরম ও পরম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রজলীলার এই মিলনোৎসবই রাসলীলায় প্রকটিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া ব্রজবাসী মাত্রেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করতঃ তদীয় জীবভাব নানা প্রকারে বিশুদ্ধ করিতেছিলেন। অনন্তর বস্ত্র-হরণলীলা দ্বারা গোপীগণের নারীজনোচিত শ্রেষ্ঠ ভূষণরূপ লজ্জা বিদূরিত করিয়া তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি করতঃ পরমাত্মভাবে বিভাবিত করিলেন। তারপর হইতেই ভাবিনী গোপীগণ সাংসারিক সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য পালন করিয়াও অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। তাই রাসলীলাতে বংশীধ্বনি-শ্রবণমাত্রই তাঁহারা পতি, পুত্র. গোসেবা প্রভৃতি লৌকিক সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীরাসমণ্ডলে উপস্থিত হন। ব্রজের এই রাসলীলা শ্রীমদ্‌ভাগবতের "রাসপঞ্চাধ্যায়" নামক পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং রাসলীলার বিবরণসমূহ অনুধাবন করিলে ইহাই সুস্পষ্ট বোধগম্য হইবে যে, শ্রীভগবান্ ঐ লীলাদ্বারাই আত্মসমর্পণকারিণী গোপীগণের চিত্তের অশুদ্ধতা সম্পূর্ণ বিদূরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সচ্চিদানন্দরূপে বা পরমাত্ম-ময়ীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতঃ ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

চণ্ডীতে বর্ণিত চরিত্রসমূহের মুখ্য ঘটনাবলীর মধ্যেও ভাগবত-বর্ণিত ঘটনারাজির বিস্ময়জনক সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়গ্রন্থে বর্ণিত মুখ্যবিষয়সমূহ ও তৎসম্বন্ধীয় ভাবনিচয় পাশাপাশি রাখিয়া সংক্ষেপে তাহাদের সাম্য প্রদর্শন করাই এই স্থলে লক্ষ্য।

ব্রজলীলায় গোপীগণ ভগবৎ-লীলাদর্শনে ও আস্বাদনে সত্ত্বগুণান্বিত, সংসারে বাস করিয়াও তাঁহারা বিষয়ে অনাসক্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং শ্রীভগবানের শরণাগত। চণ্ডীতত্ত্বেও সুরথ ও সমাধি সত্ত্বগুণান্বিত, তীব্রবৈরাগ্যযুক্ত এবং মেধসঋষির শরণাগত। রাসলীলায় শ্রীভগবানের বংশীধ্বনি ও রাসমত্ত-গোপীস্তব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীতে ব্রহ্মার স্তবস্বরূপ। শ্রীভগবানের বংশীধ্বনির উদ্দেশ্য গোপীগণের চিত্তাকর্ষণ, ব্রহ্মাকৃত স্তবের উদ্দেশ্যও যোগনিদ্রারূপিণী মায়ের জাগরণ-জন্য আকর্ষণ।

গোপীগণ শ্রীভগবানকে পরমাত্মরূপে ভাবনা করিতেন এবং নিজ নিজ সম্বন্ধে দীনহীনভাব পোষণ করিতেন। গোপীগণের জীবভাবীয় এতাদৃশ দীনহীনতা বা মলিনতাই তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্রে মধুকৈটভের উৎপাতস্বরূপ এবং ইহাই তাঁহাদের অবিশুদ্ধ অহংভাব। গোপীগণের চিত্তে এই মলিনতা ও ভেদভাব থাকায়, তাঁহারা বংশীধ্বনি-শ্রবণে রাসক্ষেত্রে সমাগতা হইয়াও শ্রীভগবানের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ বা প্রেমে মিলিত হইতে পারিতেছেন না; শ্রীভগবান্ তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তৎপরে গোপীগণের পরীক্ষাচ্ছলে প্রবৃত্তি-পথের ভোগাসক্তিতে তাঁহাদের পুনঃ আত্মনিয়োগার্থ শ্রীভগবানের উপদেশ-প্রদান এবং শ্রীভগবানের এতাদৃশ কৃপাদৃষ্টিহীনতা-দর্শনে জীবভাবীয় দীনতা দ্বারা ভাবিত গোপীগণের ভগবৎ-প্রসাদ ও তৎ-প্রবোধন লাভের জন্য স্তব—ইহাই চণ্ডীতে নারায়ণের প্রবোধনার্থ ধর্ম্মভাব-সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার স্তবস্বরূপ।

স্তব করিবার সময় গোপীগণ নিজেদের দীনতা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের বদনমণ্ডল, অধর, হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের প্রশংসাকরতঃ দাসীত্ব প্রার্থনা করিলেন। শ্রীভগবান স্তবে তুষ্ট হইয়া গোপীগণের প্রতি সপ্রেম-নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিজশক্তি যোগমায়াদেবীকে আশ্রয় করিয়া যতজন গোপী ততজন কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণকরতঃ গোপীগণের সহিত নানা প্রকার আনন্দ বিলাস করিলেন। এই আনন্দ-বিলাসের সময় শ্রীভগবান্ গোপীগণের অঙ্গের নানাস্থানে স্বীয় করকমলের প্রেমময় স্পর্শদ্বারা লজ্জারূপ ভেদভাব বা জীবভাব অপসারিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত প্রেমানন্দের একান্ত মিলন সাধন করিলেন। গোপীগণের স্তবে শ্রীকৃষ্ণের সপ্রেম দৃষ্টিই চণ্ডীতে বর্ণিত বিষ্ণু-জাগরণ এবং জীবভাবের অপসারণই মধুকৈটভ-বধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎ-প্রদত্ত প্রেমানন্দ-সম্ভোগে গোপীগণ গর্ব্বিত হইয়া সংসারের অন্যান্য নারীগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিকতর সৌভাগ্যবতী মনে করিলেন ; তখন দর্পহারী ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব নাশ করিবার জন্য অন্তর্হিত হইলেন। এই অহঙ্কাররূপ গর্ব্বই চণ্ডীতে বর্ণিত মহিষাসুর। এই মহিষাসুরের আক্রমণে সাময়িক দেবরাজ্য-নাশের ন্যায় শ্রীভগবানের অন্তর্দ্ধানে গোপীজন-চিত্তের প্রেমানন্দময় দিব্যভাবের সাময়িক বিলয় সূচিত হইয়াছে। দিব্যভাবের সাময়িক বিলয়ে গোপীগণের চিত্ত জীবভাবীয় ভেদ ও মলিনতা দ্বারা অধিকৃত হইলে, তাঁহারা পুনরায় অতি দীনভাবে ভগবানের জন্য শোকাকুল হইলেন। এইরূপে গোপীগণের চিত্তে প্রথমে প্রেমভাব ও পরক্ষণে শোকভাব আশ্রয় করায়, রাসে আস্বাদিত তাঁহাদের পরমভাব সাময়িকভাবে পরাভূত হইল। ইহাই চণ্ডীতে মহিষাসুর কর্ত্তৃক দেবগণের সাময়িক পরাভব।

তৎপরে গোপীগণ পরস্পরে শ্রীকৃষ্ণের সুধাময় ব্রজলীলা এবং স্ব স্ব কৃত গর্ব্বাদি আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উদ্দীপিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে ব্যাকুল হইয়া 'হা গোবিন্দ হা গোবিন্দ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভগবান অপূর্ব্ব মদনমোহন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিলয়ের ন্যায় গোপীগণের বিষাদ-মেঘ অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তাঁহারা পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রসসুধা পান করিতে লাগিলেন। চণ্ডীতেও পরাজিত দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া অসুরগণের অত্যাচার-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করায়, তাঁহাদের চিত্ত রজোগুণে বিভাবিত হইল। তখন তাঁহাদের শরীর হইতে তেজোরাশি নির্গত হইয়া ঐক্যবদ্ধ হইল এবং তন্মধ্য হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তিরূপিণী দুর্গাদেবী আত্মপ্রকাশ করিলেন। তদীয় আত্ম-প্রকাশে দেবগণের বিষাদরূপ কালমেঘ অপসারিত হইয়া গেলে তাঁহারা পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া সিংহবাহিনী মাকে স্ব স্ব অস্ত্রাদি প্রদান করতঃ তাঁহার জয় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং ভাগবতের শ্রীরাসে গোপীগণের কৃষ্ণরূপ-দর্শন, আর চণ্ডীতে দেবগণের জ্যোতির্ম্ময়ী ভগবতীর রূপদর্শন—এই উভয় দর্শনের সাদৃশ্য পাওয়া গেল। শ্রীভগবানের আবির্ভাবে গোপীগণের দুঃখ-বিষাদরূপ মালিন্য ও শ্রীকৃষ্ণান্বেষণাদিজনিত চিত্ত-চাঞ্চল্যের অপসারণ চণ্ডীতে মহিষাসুরের সৈন্যবধ-স্বরূপ এবং তৎকালে শ্রীভগবানের মুখমণ্ডলে কুন্দপুষ্পবৎ দশন-শ্রেণীর হাস্য-বিকাশ চণ্ডীতে মহিষাসুর-বধে দেবগণের পুষ্পবৃষ্টিস্বরূপ।

অনন্তর ভগবদ্রূপদর্শনে বিমুগ্ধ গোপীগণ শ্রীভগবান্‌কে প্রেমাধীন করিবার জন্য আপন আপন ওষ্ঠপ্রান্ত দংশন করতঃ ভ্রূকুটি ও কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। এই ভ্রূকুটি ও কটাক্ষপাত মহিষাসুরের ক্রোধময় মূর্ত্তির প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট তাম্বুল ও যাচ্ঞাচ্ছলে দাসীত্ব প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, আবার কেহ কেহ বা বক্ষে পাদযুগল ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা বিভিন্নভেদাবলম্বী হইয়া শ্রীভগবানের সমীপস্থ হইলেন। গোপীগণের মধ্যে এবংবিধ অহংভাবের সূক্ষ্মমালিন্যের বিভিন্ন প্রকাশই চণ্ডীতে মহিষাসুরের বিভিন্ন রূপ-ধারণ ও যুদ্ধ। যাহা হউক, শ্রীভগবানের সহিত গোপীগণের প্রেমভাবময় আদান-প্রদানরূপ যুদ্ধে তাঁহাদের অহংভাবের সূক্ষ্মমালিন্য অনেক পরিমাণে নাশ-প্রাপ্ত হইল,—ইহাই চণ্ডীতে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্তাবস্থায় মহিষাসুর-বধ।

অতঃপর গোপীগণ প্রেমসেবাদ্বারা শ্রীভগবানের পরিতুষ্টি-বিধানপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রকারে আনন্দভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন—ইহাই মহিষাসুর-বধের পর গন্ধর্ব্বগণের গান ও অপ্সরাগণের নৃত্যস্বরূপ। তদনন্তর গোপীগণ প্রেমানুরাগে রঞ্জিত হইয়া ভাবাবেশে শ্রীভগবান্‌কে বিভিন্ন-ভাবে আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এই ইচ্ছার মধ্যে সকামভাব নিহিত ছিল; কেননা, তাঁহারা শ্রীভগবানের স্বকীয়ভাবে বিভাবিত না হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন আপন ভাবানুযায়ী নিজ নিজ কামনা-পূরণের (ভগবৎ-লাভের) জন্য অভিলাষী হইয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া ক্রোধময় ভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জীবভাবীয় কামক্রোধজাত ভাবের উদয়ে শ্রীভগবানের সহিত গোপীগণের একাত্মস্বরূপ ভাবপ্রাপ্তির অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। গোপীগণের কাম-ক্রোধাত্মক ভাবই চণ্ডীতে বর্ণিত শুম্ভ-নিশুম্ভ-স্বরূপ এবং তাঁহাদের একাত্মস্বরূপ ভাব-প্রাপ্তির অন্তরায়ই চণ্ডীতে উক্ত শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক অসুর-ভাবের দ্বারা দেবগণের পরাজয়।

অনন্তর গোপীগণ তথা হইতে রমণীয় যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া আপন আপন বক্ষঃস্থলের লজ্জা-নিবারক উত্তরীয়সমূহ একত্র করতঃ বালুকার উপর উচ্চ আসন রচনাপূর্ব্বক শ্রীভগবান্‌কে তদুপরি উপবেশন করাইলেন এবং নানাভাবে পরিতৃপ্ত করিয়া নানাপ্রকার আনন্দপ্রদ বাক্য-বিলাস করিতে লাগিলেন—ইহাই চণ্ডীতে হিমালয়ের সুশীতল-শৃঙ্গোপরি দেবগণের সমাগম এবং জাহ্নবী-সলিলে স্নানার্থিনী পার্ব্বতী দেবীর সহিত তাঁহাদের কথোপকথন ও স্তব।

কথোপকথন-প্রসঙ্গে গোপীগণ শ্রীভগবানের নিকট তিনটি সন্দেহমূলক প্রশ্ন উত্থাপন করেন,—(১) প্রত্যুপকার-স্বরূপ ভজনা (২) নিঃস্বার্থভাবে ভজনা, (৩) ভজনা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাব। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় গোপীগণের সন্দিগ্ধ চিত্তের ধূমায়িত ভাব অপসারিত হইয়াছিল। চণ্ডীতেও সত্ত্বগুণময় সুগ্রীবের সহিত চণ্ডী দেবীর অপূর্ব্ব বাক্যালাপ ও তৎ-প্রসঙ্গে দেবীর সুগ্রীবের নিকট নিজ প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে তিনটি ভাবময় বাক্য যথা—(১) সংগ্রামে জয়, (২) দর্পনাশ, (৩) প্রতিবল এবং তদনন্তর ধূম্রলোচন-বধ,—ইহা দ্বারা ভাগবতের উপরি-উক্ত বর্ণনামূলক ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

এই ভাবে গোপীগণের ভগবদ্‌-বিষয়ক সন্দেহ দূরীভূত হইলে গোপীগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে আপন আপন ভাবানুসারে পাইবার জন্য লুব্ধ ও মুগ্ধ হইলেন। এই লোভ ও মোহ ভাবই চণ্ডীতে চণ্ড ও মুণ্ড। তখন গোপীরা বিরহ-সন্তাপে তাপিত হইয়া আপন আপন ভাবে শ্রীভগবানের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিলেন, এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে গোপীদিগের লোভ ও মোহ বিলয়প্রাপ্ত হইল। এই বিলয়-প্রাপ্তিই চণ্ডীতে কালিকাদেবী কৃত চণ্ড-মুণ্ড-বধ।

অতঃপর ব্রজগোপীগণ বিশেষভাবে আনন্দোপভোগার্থ শ্রীভগবানকে মধ্যস্থলে রাখিয়া পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। চণ্ডীতে চণ্ডী-দেবীর ঘণ্টা ও জ্যা-নিঃস্বনের পর অসুরগণ তাঁহাকে ও কালিকা-দেবীকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল।

তৎকালে রাসক্ষেত্রে গোপীদিগকে বিশেষরূপ আনন্দপ্রদানের জন্য শ্রীভগবান যোগমায়া-শক্তির প্রভাবে যতজন গোপী, ততজন কৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং অপূর্ব্ব-রাসলীলা দর্শনার্থ দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। চণ্ডীতেও বিশেষভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মাণী-প্রমুখ দেবশক্তিগণ তথায় আত্মবিকাশ করিয়াছিলেন এবং দেবী-যুদ্ধ-দর্শনার্থ দেবগণ সমাগত হইয়াছিলেন।

অনন্তর রাসলীলায় গোপীগণের প্রেমানুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব-ভাবোচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হইয়াছিল— ইহাই চণ্ডীতে রজোগুণময় রক্তবীজের ভীষণ যুদ্ধ-মহোৎসবের সূচনা। রজোগুণাত্মক আনন্দের উচ্ছ্বাস অসীম; এইজন্য রক্তবীজজাতীয় অসুরও অসীম। ভাবের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসকে অসুরতুল্য বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাদৃশ অবস্থায় স্বরূপ-ভাব হইতে বিচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

তারপর ব্রজরাসে নৃত্য-গীতাদিযুক্ত গোপীগণ ভাবাবেশে পরিশ্রান্ত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় গণ্ডে নিজ নিজ গণ্ড লাগাইয়া বহির্ম্মুখ উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করেন। চণ্ডীতেও সর্ব্ববিলয়কারিণী কালিকার মুখমণ্ডলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্তবীজ বিলয়-প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর শ্রীভগবানের প্রেমময় স্পর্শে শুদ্ধ হইয়া এবং শক্তি লাভ করিয়া গোপীগণ পুনরায় নৃত্য-পরায়ণ হইলেন। চণ্ডীতেও রক্তবীজের বধের পর মাতৃ-শক্তিগণ রজোগুণময় রক্তরূপ মদ্য পান করতঃ নৃত্যপরায়ণা হইয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীভগবান্ গোপীগণের সহিত আত্মপ্রতিবিম্ববৎ নানারূপে প্রেম-বিলাস করিতে লাগিলেন। গোপীগণও প্রেমানুরাগে রঞ্জিত হইয়া সুমধুর বাদ্যসহ বিবিধ গুণানুকীর্ত্তন করতঃ নৃত্যপরায়ণা হইলেন। এতাদৃশ নৃত্য-পরায়ণতাই অন্তর্ম্মুখী ক্রোধরূপী বিশিষ্ট-প্রেমানুরাগী নিশুম্ভের যুদ্ধ। মনে রাখিতে হইবে, রজোগুণময় ক্রোধ অন্তর্ম্মুখী বা ভাবোন্মুখী হইয়া বিশুদ্ধ হইলেই উহা অনুরাগদীপ্তি বা প্রেমপূজার বিবিধ উপকরণরূপে অভিরঞ্জিত হয়।

অনন্তর ভগবৎ প্রেমানন্দ-সম্ভোগে গোপীগণের তন্ময়তা ও অপূর্ব্ব রাস-দর্শনে দেবগণের আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি এবং ভগবৎ-জয়গানে দিঙ্মণ্ডল-মুখরণ। এদিকে নিশুম্ভের মূর্চ্ছা ও তৎফলে শুম্ভের সমরক্ষেত্রে আগমন এবং তদ্দর্শনে দেবীর শঙ্খ-ঘণ্টা-জ্যা-শব্দে গগনমণ্ডল-নিনাদন। তৎপরে শ্রমক্লান্ত গোপীগণের বিশ্রাম এবং শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল ও সুকোমল পদ্মহস্তের সংস্পর্শে তাঁহাদের শান্তি, আনন্দ ও তন্ময়তা। এই তন্ময়তাই নিশুম্ভের মূর্চ্ছা।

তারপর গোপীগণের সহিত শ্রীভগবানের রজোগুণময় জলকেলি। এই জল-কেলিতে গোপীগণ শ্রীভগবানকে চতুর্দ্দিক হইতে জলরাশিদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। এদিকে চণ্ডীতেও নিশুম্ভ চেতনা লাভ করিয়া বৃষ্টিধারার মত শর বর্ষণ করিয়া দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। গোপীগণের জলকেলিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন শ্রীভগবানের প্রেমময় স্পর্শে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপূর্ব্ব ক্রোধ বশতঃ যে ওষ্ঠপুট-দংশনাদিভাব দেখা দিয়াছিল, তাহা চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীতেও দেবীর কৃপায় রজোগুণময় অন্তর্মুখী ক্রোধের বিঘ্নকর বাহ্যস্ফুরণাদি বিলয়প্রাপ্ত হইল—অর্থাৎ নিশুম্ভ ভগবৎ কৃপা লাভ করিল। এদিকে যেমন জল-কেলির অবসান ঘটিল, অন্যদিকে নিশুম্ভও নিহত হইল।

নিশুম্ভের নিধনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-শক্তিগণ অষ্টবিধ জীবজাতীয় অসুর-শ্রেণীকেও বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তখন কার্যাশেষহেতু মাতৃগণ বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রজরাসেও জলকেলির অবসানের পর গোপীগণ অষ্টপাশ হইতে বিমুক্ত হইলে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা শ্রীভগবানের পূজাকরতঃ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীগভগবান গোপীগণসহ কুঞ্জকাননে প্রবেশ করিয়া কুঞ্জ-কেলি করিতে লাগিলেন। তখন পত্র-পুষ্প-শোভিত-কুঞ্জের সৌরভের সহিত শ্রীভগবান ও গোপীগণের অঙ্গসৌরভ মিশিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। চণ্ডীতেও শ্রীমায়ের অঙ্গ-গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীভগবান গোপীগণের অবশিষ্ট জীব-ভাব লয় করিয়া তাঁহাদের শৃঙ্গার-রসাত্মক ভাবসমূহ নিজ মহাকারণ-দেহে সংহার করিলেন। চণ্ডীতেও অম্বিকা-দেবী নিজ-বিভূতি-স্বরূপ নয়টি শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া নিজ মহাকারণ-দেহে লয় করিয়াছিলেন।

শুম্ভ যুদ্ধ-যজ্ঞে আত্মীয়, বন্ধু এবং যথাসর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছেন—এখন সে একক। তথাপি তাহার দেবীলাভের কামনারূপ ভেদভাবটি বিনষ্ট হয় নাই, এখনও সে দেবীকে বলপূর্ব্বক পাইতে চাহে। এই জীবভাবীয় ভেদ-ভাবটি বিনষ্ট হইলেই কামরূপী শুম্ভের পরমাত্মময়ী দেবীর সহিত অভেদ মিলনের বাধা দূরীভূত হইবে। তাই এই অপূর্ব্ব যুদ্ধ-মহোৎসবে জগদম্বা মা বাহু-যুদ্ধরূপ ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা জীবভাবীয় ভেদটি অপসারিত করিলেন। শুম্ভ পরমাত্মময় মহামুক্তি লাভ করিল—জীবাত্মা-পরমাত্মার অবাধ-মিলন সংসাধিত হইল। ব্রজরাসেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান নিজ আনন্দ-শক্তিকে গোপীগণের অন্তরে মিশাইয়া তাঁহাদিগকে পরমাত্মময়ী করিয়া তুলিলেন। পরমাত্মময়ী বিশুদ্ধ গোপীগণের সহিত সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের একাত্ম-প্রেম-মিলন বা আত্ম-রমণ সাধিত হইল।

এইরূপে চণ্ডীতে বর্ণিত মহাশক্তির লীলা-বিলাসের সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত সর্ব্বশক্তিময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এবং এই অপূর্ব্ব যুগল-লীলা-বিলাসে শক্তি ও শক্তিমানের সর্ব্বপ্রকারে অভেদ-ভাব-ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এতৎ-প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, 'চণ্ডী'-র দেবী মহামায়াই 'ভাগবত' গ্রন্থের যোগমায়া। শুম্ভ-নিশুম্ভের দলনের পর দেবতাদিগকে বর প্রদান করিতে গিয়া দেবী বলিয়াছেন যে, তিনি বৈবস্বত মন্বন্তরে যশোদার গৃহে অবতরণ করিবেন—'নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা' (চণ্ডী ১১।৪২)।

এই প্রসঙ্গ ভাগবতে নিম্নলিখিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—

'অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি' ॥ (ভাগবত ১০।২।২৯)

যোগমায়াই শ্রীভগবান্ নারায়ণের মোহিনী শক্তি—

(ক) 'বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ' (ভাগবত ১০।১।২৫)।
(খ) 'মহামায়া হরেশ্চৈষা তথা সংমোহ্যতে জগৎ' (চণ্ডী ১।৫৪)।

এই মহামায়ার নিকটই ব্রজ-কুমারীগণ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

'কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥' (ভাগবত ১০।২২।৪)

আর ইহারই আশ্রয়ে শ্রীভগবান্ রাসলীলার আয়োজন করিয়াছিলেন।

চণ্ডীর তথা ভাগবতের বচনসমূহের একবাক্যতা দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, দেবী মহামায়া কেবল শাক্তদিগের নহে, বৈষ্ণবদিগেরও আরাধ্যা এবং তিনি আরাধিত হইয়া উপাসকদিগকে সাংসারিক ভোগ ও পারমার্থিক মোক্ষ প্রদান করতঃ কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চণ্ডীতে গায়ত্রী রহস্য।

প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রী-ধ্যান যথা :—

ওঁ কুমারীমৃগ্‌বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥

প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্‌বেদধারিণী, ব্রহ্মরূপা, হংসারূঢ়া, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা চিন্তা করিবে।

মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় গায়ত্রী-ধ্যান যথা :—

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে যুবতী যজুর্ব্বেদধারিণী, বিষ্ণুরূপা, গরুড়ারূঢ়া, পীতবসনা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা চিন্তা করিবে।

সায়ং-সন্ধ্যায় গায়ত্রী-ধ্যান যথা :—

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমযুতাম্॥

সায়াহ্নে গায়ত্রীকে বৃদ্ধা, সামবেদধারিণী, রুদ্ররূপা, বৃষারূঢ়া ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা চিন্তা করিবে। অর্থাৎ গায়ত্রী-সাধক প্রাতঃকালে—রজোগুণময় বালকরূপী ব্রহ্মা এবং কুমারীরূপিণী ব্রাহ্মীশক্তির ধ্যান করেন, মধ্যাহ্নে—সত্ত্বগুণময় যুবকরূপী বিষ্ণু এবং তৎশক্তি যুবতীরূপিণী বৈষ্ণবীশক্তির ধ্যান করেন, ও সায়াহ্নে—তমোগুণময় জ্ঞানবৃদ্ধ রুদ্র এবং তৎ-শক্তি সর্ব্বলয়াত্মিকা বৃদ্ধা রুদ্রাণীর ধ্যান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদের ঋক্ বা মন্ত্রাংশ সৃষ্টির আদিতে বীজরূপে উদ্ভূত হয়—'সসজ্জ বীজম্'— অর্থাৎ বেদ তখন বীজরূপে সৃষ্ট হইয়া বিকীর্ণ ছিল। তাই আদিতে ঋগ্‌বেদ—কুমারী গায়ত্রী-রূপা। চণ্ডীসাধকেরও প্রাথমিক ধর্ম্মভাবসমূহ ঐক্যভাবপূর্ণ বা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ থাকেনা; কেননা, উহা আদান-প্রদানরূপ বাহুযুদ্ধ বা প্রত্যাহারের বিশেষ অপেক্ষা করে। তাই চণ্ডীর প্রথম চরিত্রের স্বরূপ ঋগবেদ এবং উহার দেবতা মহাকালী। কিন্তু যজুর্ব্বেদে পাদ ও ছন্দ দ্বারা সুগ্রথিত মন্ত্রসমূহ বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পাদ ও ছন্দময়ী যজুর্ব্বেদরূপিণী যুবতী মূর্ত্তিই চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের দেবতা মহালক্ষ্মী। মধ্যম চরিত্রে সমষ্টি-ভাবে দেবগণের স্ব স্ব বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া মহাশক্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহাতেই মহিষাসুর বধ সম্ভবপর হইয়াছিল। তদ্রূপ ব্যষ্টিভাবেও চণ্ডী-সাধক যখন বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি ও শক্তিসমূহকে একত্রিত করিয়া মহাশক্তিতে পরিণত করিতে পারেন, তখন আসুরিক ভাবসমূহ বিলয়-প্রাপ্ত হয় এবং তখন তাঁহার পক্ষে প্রাণময় ও চৈতন্যময় অবস্থা লাভ করা সহজ ও সুলভ হয়। সাধনার এই স্তর মধ্যম চরিত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে; এই জন্য চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের স্বরূপ যজুর্ব্বেদ।

সামবেদে পাদ ও ছন্দময়ী সুগ্রথিত মন্ত্রসমূহ তান-মান-লয়-যুক্ত গীত দ্বারা যেমন ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত, সেইরূপ উত্তর চরিত্রে বর্ণিত মহাশক্তির সমষ্টি অনন্ত ও অপূর্ব্ব লীলাবিলাসসমূহও ঐক্যতানযুক্ত এবং সমন্বয়-ভাবপরিপূর্ণ অত্যুজ্জ্বল প্রেমানন্দের চিত্র-স্বরূপ। যখন চণ্ডী-সাধক তাঁহার চিত্তের কারণাংশে আসুরিক বৃত্তি বা বীজসমূহকে বিকাশ ও অবকাশ অবস্থায় নানা প্রকারে কতক বিলয় করিয়া এবং অবশিষ্ট বিচিত্র ও বিষম ভাবসমূহকে ঐক্যতানযুক্ত ও সমন্বয়পূর্ণ করিয়া দেবভাবে পরিবর্ত্তিত করেন, তখন তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে প্রেমানন্দের প্রতিষ্ঠা হয়—বিশুদ্ধ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কিংবা ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন সংসাধিত হইয়া সাধকের সংসিদ্ধি লাভ হয়। এইজন্য সর্ব্ববিলয়কারিণী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমানন্দদায়িনী, নৃত্য-গীত-বিনোদিনী, সামবেদরূপিণী, জ্ঞানবৃদ্ধা মাহেশ্বরীশক্তিই চণ্ডীর উত্তম চরিত্রের দেবতা মহাসরস্বতী। সাধনার গুহ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্বসমূহ-দ্বারা উত্তম চরিত্র উজ্জ্বলীকৃত বলিয়া ইহার স্বরূপ সামবেদ।

মোটের উপর দেখান হইল, প্রথম চরিত্রে মহাকালী মায়ের বিকাশ হইলেও তাঁহার সম্যক কার্য্যারম্ভ হয় নাই; তাই প্রথম চরিত্রের মহাকালী—কুমারী-রূপিণী গায়ত্রী। মধ্যম চরিত্রে মহাশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ; তাই মধ্যম চরিত্রের মহালক্ষ্মী—যুবতীরূপিণী গায়ত্রী। আর উত্তম চরিত্রে মহাশক্তির অনন্ত-ভাবে ও রূপে বিকাশ এবং একত্বে সম্মিলন; তাই উত্তম চরিত্রের মহাসরস্বতী—জ্ঞানময়ী বৃদ্ধা গায়ত্রীরূপিণী।

সাধকজীবনেও সাধনের প্রথমাবস্থায় (প্রাতঃ সময়ে বা বাল্যকালে) কুমারীর ন্যায় বীজধারণোপযোগী সামর্থ্য লাভ করিতে হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সাধককে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। সাধনের দ্বিতীয়াবস্থায় (মধ্যাহ্নে বা যৌবন কালে) যুবতির ন্যায় সাধককে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া ধর্ম্মভাবসমূহকে সম্যক পুষ্ট করতঃ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ করিতে হয়। সাধনের তৃতীয় অবস্থায় (সায়াহ্নে বা বৃদ্ধকালে) বানপ্রস্থীর ন্যায় বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সাধক ক্রমশঃ স্বরূপত্বের দিকে অগ্রসর হন এবং পরিশেষে আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় অমৃতময় ফল আস্বাদন করেন। এই ভাবে চণ্ডীর সমুজ্জল তিনটি চরিত্র বেদমাতাপ্রণবরূপিণী গায়ত্রীর অত্যুজ্জ্বল ত্রিধামূর্ত্তিরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্রেও আছে—ঋগ্‌বেদদ্বারা পরমাত্মাকে স্তব করা হয়, যজুর্ব্বেদ দ্বারা তাঁহার পূজা করা হয় এবং সামবেদদ্বারা তাঁহার গুণগানে তন্ময়ত্ব বা স্বরূপত্ব লাভ হয়—'**ঋগ্‌ভিঃ স্তুবন্তি যজুর্ভির্যজন্তি সামভি-র্গায়ন্তি।**' এইরূপে সাধনের প্রথম স্তরে কার্য্যারম্ভ, দ্বিতীয় স্তরে কর্ম্মের পূর্ণ পরিণতি বা জ্ঞানলাভ আর তৃতীয়স্তরে আত্মস্বরূপোপলব্ধি, মোক্ষ বা ভগবৎপ্রাপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়।

শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিসাধন।

'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ,
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা,
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্' ॥ চণ্ডী ৪।৫

যিনি সুকৃতিসম্পন্নগণের ভবন সমূহে স্বয়ং শ্রীরূপা, পাপাত্মগণের গৃহসমূহে অলক্ষ্মীরূপা, কৃতবুদ্ধিগণের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপা, সাধুগণের শ্রদ্ধা, সদ্বংশজাতের লজ্জা, সেই তোমাকে (আমরা) নমস্কার করিতেছি। হে দেবি! বিশ্ব পালন করুন।

যেমন বিষ্ণু ও শিব অভিন্ন, তেমনি শক্তি-ও উঁহাদের হইতে অভিন্ন। এই তিন একই পরম তত্ত্বের বিভিন্ন নাম। মুণ্ডমালা-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—

'যথা শিব স্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং সা নরো মূঢ়দুর্মতিঃ' ॥

যেমন শিব, তেমনই দুর্গা এবং যিনি দুর্গা, তিনিই বিষ্ণু। ইহাতে যে ভেদ স্বীকার করে, সেই দুর্বুদ্ধি মনুষ্য মূর্খ।

যেমন শিব ও বিষ্ণুকে বিভিন্ন শাস্ত্রে পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে, তেমনি শক্তিকেও বলা হইয়াছে। দেবতাগণ এক সময়ে ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করেন—"কাসি ত্বং মহাদেবি!"—মহাদেবি! আপনি কে? তখন ভগবতী উত্তর করেন—"অহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগদুৎপন্নম্"—আমি ব্রহ্মরূপিণী, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীদেবীভাগবতগ্রন্থে বলা হইয়াছে—

'সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥'

আমি ও ব্রহ্ম উভয়ের সদা একত্ব—কখনও ভেদ নাই। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আমি, যিনি আমি, তিনিই ব্রহ্ম। এই ভেদ ভ্রান্তি দ্বারা কল্পিত, বস্তুতঃ ভেদ নাই।

এই প্রকার বহু প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ভগবতী নির্গুণ পরব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহারই সগুণ সৃষ্টিকর্ত্রীস্বরূপ। এই ভগবতীই বিভিন্ন সাকার-রূপে লীলা করেন। ভগবতীর রূপ অসংখ্য; তন্মধ্যে নয় দুর্গা, দশ মহাবিদ্যা প্রসিদ্ধ।

নয় দুর্গা যথা:—শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী। দশ মহাবিদ্যা যথা:—কালী, তারা, ষোড়শী (ত্রিপুরাসুন্দরী) ভুবনেশ্বরী (রাজরাজেশ্বরী, শ্রীবিদ্যা, ললিতা), ছিন্নমস্তা, ভৈরবী (ত্রিপুরাভৈরবী) ধূমাবতী (অলক্ষ্মী) বগলা (বগলামুখী) মাতঙ্গী ও কমলা (লক্ষ্মী)। তন্মধ্যে কালীর শিব—মহাকাল, তারার শিব—অক্ষোভ্য, ষোড়শীর শিব—পঞ্চবক্ত্র, ভুবনেশ্বরীর শিব—ত্র্যম্বক, ছিন্নমস্তার শিব—কবন্ধ, ভৈরবীর শিব—দক্ষিণামূর্ত্তি, বগলার শিব—একমুখ মহারুদ্র, মাতঙ্গীর শিব—মতঙ্গ, এবং কমলার শিব—সদাশিব শ্রীবিষ্ণু। ধূমাবতীকে বিধবা বলা হইয়াছে। এই সকলের পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান, মন্ত্র যন্ত্র, কবচাদি আছে।

তিন মহাকালী প্রধান—মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। ইঁহাদের ধ্যান পৃথক্।

মহাকালীর ধ্যান যথা:—

'ওঁ খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘাঞ্ছুলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌৎ স্বপিতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্ ॥'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহালক্ষ্মীর ধ্যান যথা :—

'ওঁ অক্ষস্রক্‌পরশূ গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিং চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুধাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রসন্নাননাং
সেবে সৈরিভমর্দ্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥'

মহাসরস্বতীর ধ্যান যথা :—

'ওঁ ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিনয়নামাধারভূতাং মহা-
পূর্ব্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দ্দিনীম্॥'

ইহাদের মন্ত্র যথা :—'ওঁ, ঐঁ, হ্রীং, ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে'—ইহাই প্রসিদ্ধ নবার্ণ মন্ত্র।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের ১৩শ অধ্যায়ে 'চণ্ডী' বা 'শ্রীদুর্গাসপ্তশতী' উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে (চণ্ডীতে) ভগবতীশক্তির স্বরূপ, চরিত্র, উপাসনা ও সাধনের অতিসুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে। বিধিপূর্ব্বক 'চণ্ডী'র পাঠ, নবার্ণ মন্ত্রের জাপ পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণসহ করিলে সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ হয় এবং শ্রীভগবতীর কৃপায় অচলা ভক্তি ও পরমা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে ইহাও স্মর্তব্য যে, ভগবতীর আরাধনা অনুভবী পুরুষের নিকট হইতে জানিয়া করাই উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

সপ্তশ্লোকী চণ্ডী

ইহার যে কোনও শ্লোক চণ্ডীস্থ সাতশত মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্রের আদ্যন্তে উচ্চারণ করিয়া চণ্ডীপাঠ করাকে "পুটিত" চণ্ডীপাঠ বলে। পুটিত করিবার অন্যান্য মন্ত্রও আছে। তাহা পরে দেওয়া হইতেছে।

১ম শ্লোক :—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ ১।৫৫

সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন। (বিবেকহীনের কথা আর কি বলিব ?)

দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতনশীলা বা ক্রীড়াশীলা। বহুভাবে প্রকাশ হওয়াই অথবা বহুত্ব-ক্রীড়াই তাঁহার স্বভাব। মায়ের এমনই খেলা যে, জ্ঞানীদিগের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বিষয়াভিমুখী করেন। তিনি আবার ভগবতী — ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী।

তিনি জোর করিয়া টানিয়া আনেন বলিয়াই মহাপুরুষেরা নানাদেশে ধর্ম্ম-প্রচার, পতিতের উদ্ধার, ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন দ্বারা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁহারা সাধনার একটু উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন, তাঁহারা মায়ের এই সজোর আকর্ষণে ভীত বা দুঃখিত হননা। কিন্তু প্রথম প্রবিষ্ট সাধকগণের এই অবস্থা অতি যাতনাপ্রদ। দেখাও যায়, ধ্যান, পূজা সৎকার্য্য প্রভৃতি দ্বারা কিছুক্ষণ মাতৃযুক্ত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেও, তাহা পারা যায়না, বিষয়-চিন্তা আসিয়া বলপূর্ব্বক চিত্তকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়মুখী করিয়া দেয়। মনে রাখিতে হইবে, যতদিন দেহ আছে, ততদিন মহামায়া আছেন। বিদেহ-কৈবল্য এক দিনে হয় না। মায়ের ইচ্ছা না হইলে বিদেহ-কৈবল্য লাভ করা যায়না—পরমধামে যাইবার কাহারও উপায় বা অধিকার থাকেনা। তাই মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের খেলা দেখাই উচিত। কর্ত্তাগিরি পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের ধূলা-ময়লা হইতে দূরে থাকিয়া, মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের খেলায় যোগ দিলে আর আঘাত পাইতে হয় না, ধূলা কাদাও মাখিতে হয় না। ত্যাগ ত্যাগ করিয়া ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই।

২য় শ্লোক ঃ—

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতি-মতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥ ৪।১৭

হে দেবি, দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি সকলের ভয় হরণ করিয়া থাকেন। সুসময়ে বিবেকিগণ আপনার চিন্তা করিলে, আপনি শুভ মতি দিয়া থাকেন। হে দারিদ্র্য-হারিণি, হে দুঃখবিনাশিনি, হে ভয়নাশিনি! সর্ব্বজীবের এইরূপ কল্যাণকারিণী, সর্ব্বদা দয়ার্দ্রচিত্তা একমাত্র আপনি ভিন্ন আর কে আছে?

মায়ের প্রিয় সন্তান জীব যখন দুঃখ-সঙ্কটে পড়িয়া তাহা হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় দেখিতে পায়না, তখন সে তাহার একেবারে অবসন্ন অবস্থায় অজ্ঞেয় মহাশক্তি মায়ের শরণ লইতে বাধ্য হয়—মাকে স্মরণ করে। জীব বিপদে পড়িয়াই মাকে ডাকিতে অভ্যাস করে এবং সেই অভ্যাসের ফলে মায়ের অস্তিত্বে জীব বিশ্বাসবান্ হয়। বিশ্বাসবান্ হইলেই জীব স্বস্থ হয়। বস্তুতঃ স্ব-এর সন্ধান না পাইলে স্বস্থ হওয়া যায় না। স্ব-ই মা। স্বস্থ অবস্থায় মাকে স্মরণ করিলে তিনি অতীব শুভা মতি প্রদান করেন। এইরূপে শুভা মতি লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে তাহাতে চিদানন্দময়ী মায়ের প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। জীব তখন মায়ের স্বরূপের সন্ধান পাইয়া ধন্য হয়—জন্ম মরণ, মোহ, দুঃখ দারিদ্র্য, ভয় তাহার চিরতরে বিদূরিত হয়। এমনি করিয়া প্রতিজীবে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়া মা আমার অসীম দয়ার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই বলি, মাগো! সকল জীবের সকল রকমের উপকার করিবার জন্য সর্ব্বদা দয়ার্দ্র চিত্তা স্নেহবিগলিতহৃদয়া তুমি ছাড়া আর কে আছে ?

৩য় শ্লোক :—

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥ ১১।১০

আপনি সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা, আপনি মঙ্গলময়ী, আপনি সর্ব্বাভীষ্টসাধিকা, একমাত্র শরণযোগ্যা, ত্রিনয়না, গৌরী ও নারায়ণী ; আপনাকে প্রণাম।

এজগতে যত কিছু মঙ্গল আছে, তাহাদেরও তিনি মঙ্গল বিধান করেন। অথবা তিনি সর্ব্বেরও (শিবেরও) মঙ্গলবিধায়িনী। সর্ব্ব বা শিব যখন চিৎ-স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়, তখন সকলই মঙ্গলময় হয়। তখন আর অমঙ্গল বলিয়া কিছুই থাকেনা। আবার যখন তাঁহার মঙ্গলময় অনুপ্রবেশে সর্ব্বের মঙ্গলময় ভাব হয়, তখন তিনি সর্ব্বমঙ্গলবিধানীয়ি হইয়াও স্বয়ং শিবা—মঙ্গলময়ী। জীব যখন তাঁহাকে এইরূপে সর্ব্বাবস্থায় মঙ্গলময়ী মঙ্গলদায়িনী বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই সর্ব্বাভীষ্ট-সাধিকারূপে তাঁহার (মায়ের) প্রকাশ হয়, জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। জীব তখন পূর্ণকাম হইয়া মায়েতে মিলিয়া যায়। মা-ই জীবের শরণ্য—একান্ত আশ্রয়ণীয়। তিনি ত্রিনয়না। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নিরূপ ত্রিনয়ন লইয়া, বা স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই ত্রিবিধ প্রকাশ লইয়া, অথবা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান রূপ কালত্রয়দর্শী ত্রিনেত্রবিশিষ্ট হইয়া নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন। মা আমার গৌরী—অতি মনোহরা, অতি সুন্দরী। তিনি নারায়ণী। তাঁহাকে প্রণাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪র্থ শ্লোক :—

শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১।১২

হে দেবি নারায়ণি, আপনি শরণাগত, দীন ও আর্ত্তজনের পরিত্রাণ পরায়ণা (সর্ব্বাপৎ-নাশিনী) এবং সকলের জন্মমরণাদি দুঃখ-হরণকারিণী। আপনাকে প্রণাম।

যে দিন জীব মায়ের চরণে শরণাগত, মায়ের অভাবে দীন এবং মায়ের বিরহে আর্ত্ত হইতে পারে, সেই দিনই তাঁহার ত্রিগুণময়ী স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়; সেই দিন সত্যসত্যই তিনি পরিত্রাণপরায়ণা মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া জীবের সকল আর্ত্তি দূর করিয়া দেন। তখন জীবের জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-আর্ত্তি, অনন্ত জীবনের কাতর ক্রন্দন চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। হে মা, হে নারায়ণি, হে আর্ত্তিহারিণি, প্রথমে আমাদিগকে শরণাগত দীন ও আর্ত্ত করিয়া লও, তারপর আমাদিগকে সত্যে, প্রাণে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের প্রণাম সার্থক হউক।

৫ম শ্লোক :—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ১১।২৪

হে দেবি, আপনি সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্বশক্তিময়ী। আপনি আমাদিগকে সকল ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। হে দুর্গে দেবি, হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

মা সর্ব্বস্বরূপা। আমরা প্রতিনিয়ত যে সর্ব্বত্বের বা বহুত্বের অনুভব করি, এই সর্ব্বই মায়ের প্রথম স্বরূপ— ইহাই তাঁহার স্থূলদেহ। যখন জীব (সন্তান) মায়ের এই সর্ব্বস্বরূপ-মূর্ত্তিকে সত্যসত্যই তাঁহার স্থূলদেহরূপে পরিগ্রহ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, তখনই জীবের নিকট তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ সর্ব্বেশ্বরী মূর্ত্তিটি উদ্ভাসিত হয়—তখনই তিনি এই বহুত্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী ঈশ্বরীরূপে জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাই মায়ের সূক্ষ্ম শরীর। এইরূপে জীব মায়ের ঈশ্বরী মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবত্বের মোহ হইতে পরিত্রাণ পায়। তখন মা তাঁহার তৃতীয় মূর্ত্তি—সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত স্বরূপটি উদ্ভাসিত করেন। সর্ব্বরূপে যে শক্তি প্রকাশিত, সর্ব্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্রীরূপে অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরী-রূপে যে শক্তি প্রকাশিত, সে সমুদায় যেখানে সমন্বয় প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ যেখানে শক্তিরূপে কিছুরই বিকাশ নাই, অথচ সর্ব্বশক্তি যাহাতে সমন্বিত, তাহাই মায়ের তৃতীয় স্বরূপ—তাহাই মায়ের কারণ-শরীর। এই তিনটি স্বরূপই যুগপৎ সত্য। ভগবদ্গীতা-ও ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমরূপে এই ত্রিবিধ স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। মা, আপনি আমাদের সকল ভয় দূর করিয়া দিন। মা, আপনিই ত জন্ম-মৃত্যু-ক্লিষ্ট, অল্পজ্ঞ, সংসার-ভয়ে ভীত, নিরাশ্রয় জীবগণের (সন্তানগণের) ভয় হরণ করিতে একমাত্র সমর্থ। মা! আপনি ত দুর্গা—দুর্গতিহরা; আমাদিগের এই জীবত্বরূপ দুর্গতি হরণ করুন। আপনার চরণে প্রণাম।

৬ষ্ঠ শ্লোক :—

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বমাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিত্য হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥ ১১।২৯

হে দেবি, আপনি সন্তুষ্টা হইলে সকল প্রকার রোগ বিনাশ করেন, আবার অসন্তুষ্টা হইলে সকল অভীষ্ট বিনাশ করেন। আপনাকে আশ্রয় করিলে লোকের কোন বিপদ থাকিতে পারে না। যাঁহারা আপনার আশ্রিত, তাঁহারা অন্যেরও আশ্রয়ণীয় হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের তুষ্টি ও রুষ্টি উভয়ই মঙ্গলদায়ক। যখন মায়ের তুষ্ট ভাবটি আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তখনই আমরা অশেষ রোগ হইতে মুক্ত হই। স্থূল দেহের রোগ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভাবে ত্রিবিধ। সূক্ষ্ম দেহের রোগ—মানসিক, আর কারণ দেহের রোগ অজ্ঞানতা। মায়ের প্রসন্নতা-উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সর্ব্ববিধ রোগই বিনষ্ট হইতে থাকে। আবার মানুষ যখন মায়ের অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিতে থাকে, যখন মানুষ মায়ের রোষরক্ত নয়ন দেখিয়া ভীত হয়, তখনই তাহার যাবতীয় কাম্য ও অভীষ্ট বিনষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান কাম্য বস্তুকে কামনা এবং ভবিষ্যৎ কাম্য বস্তুকে অভীষ্ট বলা হয়। বস্তুতঃ কাম্য ও অভীষ্ট বস্তু বিনষ্ট হইলেই মানব যথার্থ কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়; নচেৎ মানব চিরদিনই জীবত্বের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। সুতরাং মায়ের রোষ ও তোষ উভয়ই জীবের পক্ষে যথার্থ মঙ্গলদায়ক। মায়ের শরণাগত হইলে, মাকে আশ্রয় করিলে, জীবের আর বিপদ বলিয়া ত কিছু থাকেইনা, অধিকন্তু মায়ের আশ্রিত জীব অপরের আশ্রয়দাতা হয়। শত শত জীব মায়ের আশ্রিত জীবের আশ্রয়ে থাকিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া লয়।

৭ম শ্লোক ঃ—

সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরি-বিনাশনম্॥ ১১।৩৯

দেবগণ প্রার্থনা করিলেন—হে অখিলেশ্বরি! আপনি এখন যেমন আমাদের শত্রুর বিনাশ দ্বারা ত্রিভুবনের সকল বাধার প্রশমন করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতেও করিবেন। অথবা, আপনি এখন যেমন আমাদের বৈরিকুলবিনাশ করিলেন, এইরূপ ত্রিলোকের সর্ব্ব-বাধা প্রশমিত করুন।

বস্তুতঃ সর্ব্বরূপে মা-ই বিরাজিত। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের সর্ব্বাতীত স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বই যে মা— জীব যতক্ষণ ইহা বুঝিতে না পারে, ততক্ষণই এই সর্ব্ব মাতৃ-লাভের বাধা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

সকলে সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, মায়ের সত্তায় বিশ্বাসবান্ হইলে, এই সর্ব্ববাধা প্রশমিত হইয়া যাইবে—জগতের যাবতীয় অভাব অভিযোগ বিদূরিত হইবে। তখনই জগৎ যথার্থ কল্যাণ লাভ করিবে।

ইতি—সপ্তশ্লোকী চণ্ডী সমাপ্তা।

নবম অধ্যায়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ও দুর্গাতত্ত্ব।

ঋগ্ বেদের দশমমণ্ডলের দেবীসূক্তে (যাহা চণ্ডী-পাঠান্তে অবশ্য পঠনীয়) দুর্গাদেবীর কোনও বিশেষ নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু ঋগ্ বেদের পরিশিষ্টে রাত্রিসূক্ত-পরিশিষ্টের দ্বাদশ ঋকে দুর্গানামের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে—

'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ সুতরসি তরসে নমঃ॥"

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম অনুবাকে 'দুর্গাগায়ত্রী' রহিয়াছে—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারিং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ'। সায়নাচার্য্যের মতে এই 'দুর্গি' শব্দই দুর্গানামের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কেন'-উপনিষদে 'হৈমবতী উমা'-র পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী এবং ইনি মোহান্ধ দেবতাগণকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। 'উমা' দুর্গারই নামান্তর মাত্র। 'শ্বেতাশ্বতর'-উপনিষদে—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (৬।৮)—ব্রহ্মের পরমা শক্তি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'মহানারায়ণ'-উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে—"দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে" (৬।৩)—আমি দুর্গা দেবীর শরণ লইতেছি।

মহাভারতের দুই স্থানে দুইটি দুর্গাস্তব রহিয়াছে—প্রথমটি বিরাট-পর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি ভীষ্ম-পর্ব্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে। দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের জন্য যখন পাণ্ডবেরা বিরাট-রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে যাইবেন, সেই সময় যুধিষ্ঠির ঋষিদিগের উপদেশে অজ্ঞাত বাসের সাফল্যের জন্য দুর্গাদেবীর স্তব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্তবটি মহাবীর অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত পাঠ করিয়াছিলেন।

মৎস্য-পুরাণ, কালিকা-পুরাণ, দেবী-পুরাণ, দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ, মহাভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও উপপুরাণে ভগবতী দুর্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণে দুর্গাপূজার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। শেষোক্ত পুরাণটা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য হইলেও বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতির অংশ পাওয়া যায়। প্রচলিত মৎস্য পুরাণে দুর্গাপূজা-পদ্ধতির অংশটি পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দুর্গাপূজার পদ্ধতি না থাকিলেও তাহাতে যে দেবী-মাহাত্ম্য বা সপ্তশতী-স্তব রহিয়াছে, তাহা দুর্গাপূজায় অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালীবিলাস-পুরাণে শারদীয় দুর্গাপূজার বিবরণ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব-বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু নিবন্ধ রচিত হয়। জিকন ও বালক নামক বঙ্গদেশীয় দুইজন নিবন্ধকারের দুর্গোৎসব-বিষয়ক নিবন্ধ ছিল। বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিবন্ধকার ভবদেবভট্ট জীকন্ ও বালকের বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শূলপাণি তাঁহার 'দুর্গোৎসব-বিবেক'-এ জীকন ও বালকের নিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের আবির্ভাব-কাল আনুমানিক দ্বাদশ শতকের পূর্ব্বে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীমূতবাহন 'কালী বিবেক' নামক গ্রন্থের একাংশে দুর্গোৎসব-নির্ণয়-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। শূলপাণির (১৩৭৫—১৪৬০) দুর্গোৎসব সম্বন্ধে তিনখানা নিবন্ধ পাওয়া যায়:— (১) 'দুর্গোৎসব বিবেক' (২) 'দুর্গোৎসব প্রয়োগ বিবেক' এবং (৩) 'বাসন্তী বিবেক'। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ 'দুর্গোৎসব বিবেক' নামক নিবন্ধ রচনা করেন। রঘুনন্দনের (১৫০০—১৫৭৫) 'তিথিতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব' নামক একটি প্রকরণ রহিয়াছে এবং তিনি 'দুর্গাপূজা তত্ত্ব' নামক একটি পৃথক্ নিবন্ধও লিখিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী নিবন্ধকার রামকৃষ্ণের রচিত নিবন্ধের নাম 'দুর্গার্চ্চনকৌমুদী'।

মৈথেলী নিবন্ধকার বিদ্যাপতির (১৩৭৫—১৪৫০) 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' নামক নিবন্ধ ও বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫—১৪৮০) লিখিত 'কৃত্যচিন্তামণি' ও 'বাসন্তী-পূজাপ্রকরণ' নামক নিবন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং উপরি-উক্ত প্রমাণ-সমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, প্রতিমায় দুর্গাপূজা বঙ্গদেশে দশম ও একাদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। অতএব যাঁহারা বলেন, প্রতিমায় দুর্গাপূজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারা আরব্ধ হয়, তাঁহাদের কথা প্রমাণ-সঙ্গত নহে।

কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীর উৎপত্তি নর্ম্মদা-অঞ্চলে বা উজ্জয়িনীতে, আবার কাহারও মতে বঙ্গদেশই চণ্ডীর উৎপত্তি-স্থান। ভারতবর্ষে প্রচলিত গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মীরী ও বিলাসী এই চারিপ্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয় মতের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পালরাজাদের সময়ে বাঙ্গলাদেশে তন্ত্রের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'—অর্থাৎ গৌড়ে বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গদেশে তন্ত্রবিদ্যার উদ্ভব হয়। বরদা-তন্ত্রের দশম পটলে বাঙ্গলা অক্ষরের বর্ণনা আছে। আবার, অধিক সংখ্যক প্রাচীন পীঠস্থানগুলি বাঙ্গলায়ই অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত, বাঙ্গলার অধিকাংশ ভূভাগ বহুকাল জঙ্গল-পরিপূর্ণ ছিল এবং তথাকার আদিম অধিবাসীদিগকে কিরাত বা শবর বলা হইত। কোন কোন পুরাণের মতে (যথা, কালিকাপুরাণ, ভবিষ্যোত্তরপুরাণ) চণ্ডী-বর্ণিত দেবতা কিরাত ও শবরগণের উপাস্য দেবী ছিলেন। সুতরাং কিরাতদেশেই অর্থাৎ বাঙ্গলায়ই চণ্ডীর আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। অধিকন্তু, পুরাণের অংশ হইলেও চণ্ডী তন্ত্র-শাস্ত্ররূপে গৃহীত; কারণ সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সারতত্ত্ব চণ্ডীর মধ্যে নিহিত আছে। যখন প্রধান প্রধান তন্ত্রগুলি বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন বাঙ্গলায় চণ্ডীর উৎপত্তি সম্ভবপর।

গীতার ন্যায় 'চণ্ডী'-ও হিন্দুর নিত্যপাঠ্য। ভারতের একান্নটি পীঠস্থানে চণ্ডী নিয়মিতভাবে পঠিত হয়। চণ্ডীপাঠ দেবীপূজার প্রধান অঙ্গ। চণ্ডী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণেরও প্রিয় ছিল। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্ত-লিখিত একখানি চণ্ডী নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়।

আনন্দের বিষয়, পাশ্চাত্য দেশেও ইদানীং চণ্ডীর সমাদর দিন দিন বাড়িতেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক 'এফ্ ইডেন পার্জিটার' সমগ্র মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ও তদন্তর্গত চণ্ডীর অনুবাদ ইংরাজী ভাষায় করিয়াছেন।

গীতা যেমন মহাভারতের অংশ, চণ্ডীও তেমনি মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অংশ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের ৮১শ হইতে ৯৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নামই 'চণ্ডী'। 'দেবী মাহাত্ম্য' ও 'দুর্গা সপ্তশতী' চণ্ডীর অপর দুইটি নাম। ইহাতে ৭০০ মন্ত্র বা ৫৭৮টি শ্লোক আছে। 'রুদ্রযামল' তন্ত্রের 'রুদ্রচণ্ডী' এবং বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' দেবী-মাহাত্ম্য-অবলম্বনেই লিখিত। চণ্ডী যে মার্কণ্ডেয় পুরাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রক্ষিপ্ত নহে—উহা যে উক্ত পুরাণের প্রকৃত অংশ, তাহা অধ্যাপক ভাণ্ডারকর নানা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

চণ্ডী সম্ভবতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনেকের ধারণা। তাঁহারা বলেন,—বারাহী-তন্ত্র, স্কন্দ-পুরাণ ও দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাগবত প্রভৃতিতে যখন চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং দণ্ডী, ভবভূতি ও বাণভট্ট তাঁহাদের গ্রন্থে যখন চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন চণ্ডী সম্ভবতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে রচিত হইয়াছিল। উপর্যুক্ত পার্জিটার সাহেবের মতেও চণ্ডী খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত হইয়াছিল।

'চণ্ডী-গ্রন্থের উপর ত্রিশটির অধিক টীকা বা ভাষ্য আছে। বাঙ্গলার বিখ্যাত শাস্ত্রানুবাদক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের 'দেবীভাষ্য' নামক টীকা রহিয়াছে। বাঙ্গালী পণ্ডিত শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক টীকাও বেশ মনোরম। এতদ্ব্যতীত, ভাস্কর রায়ের গুপ্তবতী টীকা, নাগোজী ভট্টের টীকা, জগচ্চন্দ্রিকা টীকা, দংশোদ্ধার টীকা, শান্তনবী-টীকা ও চতুর্ধরী-টীকা—এই ছয়টি টীকা-সংবলিত চণ্ডীর একটি সংস্করণ বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বরিশালের ৺সত্যদেব ঠাকুর (বরাহনগর সাধন-সমরাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা) 'সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্য' নামে এবং মৈমনসিংহ গারো-হিল যোগাশ্রমের স্বামী যোগানন্দ 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব ও সাধন রহস্য' নামে চণ্ডীর বাঙ্গলাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। উভয়ের ভাষ্যই অতি চমৎকার ও উপাদেয়।

তন্ত্রশাস্ত্রের সারস্বরূপিণী 'চণ্ডী'র প্রতিপাদ্য বিষয়ও মহামায়াতত্ত্ব। মহামায়া-তত্ত্বটি চণ্ডীতে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। চণ্ডীতে 'যোগমায়া' শব্দটির উল্লেখ নাই; কিন্তু 'মহামায়া' শব্দের পরিবর্ত্তে 'যোগনিদ্রা' ও 'বিষ্ণুমায়া' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার কয়েকবার পাওয়া যায়। অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে মহামায়া, যোগমায়া, যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া—এই চারিটি শব্দ একার্থ-বোধক। গীতাতে যোগমায়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দটি মাত্র একবার আছে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, অবতার-পুরুষ যোগমায়া-সমাবৃত হইয়াই লীলাদি কার্য্য করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়া শব্দের বহুবার উল্লেখ আছে। মহামায়া কাত্যায়নাশ্রমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে তিনি কাত্যায়নী নামেও অভিহিতা। এই কাত্যায়নীই ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রজগোপীগণ মনোমত পতিলাভের জন্য কাত্যায়নীর আরাধনা করিতেন। ভাগবতে কাত্যায়নী দেবীকে চণ্ডিকা, ভদ্রকালী, নারায়ণী প্রভৃতি নামে অভিহিতা করা হইয়াছে। ভাগবতে 'বৈষ্ণব-তোষিণী' টীকা মতে যোগনিদ্রাই যোগমায়া, কিন্তু ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে মহামায়া ও যোগমায়া পৃথক্।

বেদান্তের মায়া ও চণ্ডীর মহামায়া সমানার্থক নহে। বেদান্তের মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই ; ইহার কেবল ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু চণ্ডীর মহামায়া ত্রিকালাবাধিতা সত্তারূপিণী ব্রহ্মময়ী। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীরামপ্রসাদ উভয়ের মতেই ব্রহ্মই কালী এবং কালীই ব্রহ্ম। সুতরাং বেদান্তের ব্রহ্ম ও চণ্ডীর মহামায়া একই।

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই আশ্বিনের শুক্লাপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত দুর্গাপূজা প্রচলিত আছে। পশ্চিম ভারতে ইহা 'নবরাত্রি ব্রত' নামে পরিচিত। দক্ষিণ-ভারতের দেবমন্দিরসমূহেও দুর্গাপূজা ও সপ্তশতী স্তবের পাঠ হইয়া থাকে। গুজরাট্ ও কাথিয়াবাড়েও নবরাত্রি-উৎসব হয়। দুর্গাপূজা শরৎকাল ও বসন্ত-কালে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব্বত্রই দশমীতে বিসর্জ্জন-ব্যাপার সম্পন্ন হয়।

সুরথ ও সমাধি মহামায়ার যে মহীময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়া-ছিলেন, সেই মহীময়ী বা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি বঙ্গদেশে, বিহারে ও আসামে প্রচলিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ধাতু, কাষ্ঠ বা প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে বা ঘটে দুর্গাদেবীর পূজা সমধিক প্রচলিত।

বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের 'দুর্গোৎসবতত্ত্বে' উল্লিখিত পৌরাণিক পদ্ধতি-অনুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ক্বচিৎ কোথাও কোথাও তান্ত্রিকমতে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। রঘুনন্দনের মতে শারদীয় দুর্গাপূজার সাতটি কল্প বা বিধি আছে। শক্তি-অনুসারে যে কোন একটি কল্পের অবলম্বনে শারদীয় দুর্গাপূজা বিধেয়। সাতটি কল্প নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে :—

(১) কৃষ্ণ-নবম্যাদি কল্প :—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমীতে দেবীর বোধন করিতে হয় এবং তদবধি আশ্বিনের শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত ষোলদিন পূজা করিতে হয়।

(২) প্রতিপদাদি কল্প :—আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত এই নয়দিন পূজার বিধি।

(৩) ষষ্ঠ্যাদি কল্প :—ষষ্ঠীদিন সন্ধ্যাকালে বিল্বশাখায় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। এস্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত তিন কল্পেই ষষ্ঠী পর্য্যন্ত ঘটে এবং সপ্তমী হইতে তিনদিন মৃন্ময়ী প্রতিমায় পূজা করিতে হয়।

(৪) সপ্তম্যাদি কল্প :—সপ্তমীদিন পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিমার পাশে নবপত্রিকা স্থাপন এবং সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত তিন দিবস পূজা।

(৫) মহাষ্টম্যাদি কল্প :—অষ্টমী ও নবমী এই দুই দিন পূজা করিতে হয়।

(৬) মহাষ্টমী কল্প :—কেবল অষ্টমীতেই পূজা ও সেই দিবসেই বিসর্জ্জন।

(৭) মহানবমী কল্প :—কেবল সেই দিনই পূজা ও বিসর্জ্জন।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, মহাষ্টম্যাদি কল্প, মহাষ্টমী কল্প ও মহানবমী কল্পে ঘট স্থাপন পূর্ব্বক পূজার বিধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

শ্রীশ্রীভগবতী-তত্ত্ব

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাত্মক প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানভূতা, সচ্চিদানন্দরূপা ভগবতীই সম্পূর্ণ বিশ্বের সত্তা, স্ফূর্ত্তি ও সরসতা-প্রদায়িনী। বিশ্ব-প্রপঞ্চও উহা হইতেই উৎপন্ন হয়, উঁহাদ্বারাই স্থির হয় এবং অন্তে উঁহাতেই বিলীন হয়।

ভগবতীই আত্মা। যদিও আত্মা স্ত্রী, পুমান্, বা নপুংসক কিছুই নহেন, তথাপি তিনি চিতি, ভগবতী প্রভৃতি স্ত্রীবাচক শব্দসমূহ দ্বারা, আত্মা-পুরুষাদি পুংবোধক শব্দরাজি দ্বারা এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানাদি নপুংসক শব্দনিচয় দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্ত্রী, পুমান্, নপুংসক—এই সব পৃথক্ হইলেও তাদৃক্ তাদৃক্ শরীর-সম্বন্ধ দ্বারা অথবা বস্তু-সম্বন্ধ দ্বারা অচিন্ত্য, অব্যক্ত, স্বপ্রকাশস্বরূপা সচ্চিদানন্দময়ী মহাচিতি ভগবতীই আত্মা, পুরুষ, ব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দে ব্যবহৃত হন। মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ভগবতীই ত্রিপুরাসুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, গণপতি, সূর্য্য প্রভৃতি রূপে প্রকট হইয়া থাকেন। যদ্যপি ভগবতী নিত্যা, তথাপি দেবতাদিগের কার্য্যার্থ তিনি সময় সময় নানা-রূপে ব্যক্ত হন। এই জগন্মূর্ত্তি ভগবতী নিত্য বিরাজমানা এবং উঁহাদ্বারাই চরাচর প্রপঞ্চ ব্যাপ্ত হইলেও তাঁহার উৎপত্তি নানাভাবে হইয়া থাকে। দেবতা-দিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, তখন তিনি নিত্যা হইলেও উৎপন্না বলিয়া কথিতা হন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্॥ (চণ্ডী ১।৬৪)
তথাপি তৎ-সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ (চণ্ডী ১।৬৫)
দেবানাং কার্য্য-সিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি যা সদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ (চণ্ডী ১।৬৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবতীর স্বরূপের বর্ণনা মায়ারূপেও হইয়া থাকে—'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'—অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি এবং মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে। এই প্রকৃতি বা মায়াকেই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 'অজা' শব্দে নিরূপণ করা হইয়াছে। অজা যেমন আপনার অনুরূপ বহু শাবক উৎপন্ন করে, তেমনি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণযুক্ত প্রকৃতি নিজ অনুরূপ ত্রিগুণ-মহদাদি প্রপঞ্চের সৃষ্টি করে—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

আবরণাত্মক বলিয়া তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ, প্রকাশাত্মক বলিয়া সত্ত্বগুণ শুক্লবর্ণ এবং রঞ্জনাত্মক বলিয়া রজোগুণ লোহিতবর্ণ। যেমন কোনও অজ নানা সন্তানবতী অজাকে উপভোগের জন্য তাহার অনুগমন করে, আবার অন্য অজ ভোগপ্রাপ্তি বশতঃ বিরক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ কোন জীব মহদাদি-প্রপঞ্চবতী ত্রিগুণা প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার জন্য তাহার অনুগমন করে এবং অন্যে তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই অজাই মায়া—প্রকৃতি। যে-কোন কার্য্য করিবার জন্য ঈশ্বর প্রকৃতির অপেক্ষা করেন,—প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া (গীতা ৪।৬)—অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে—'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্' (গীতা ৯।১০)। গীতার ১৪।৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে—প্রকৃতি আমার যোনি, আমি উহাতে গর্ভাধান করিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করি। আবার গীতার ১৪।৪ শ্লোকে আছে—সমস্ত প্রাণি-জগতে যে সমস্ত মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, তৎ-সমুদয়ের জননী প্রকৃতি, আর আমি বীজপ্রদ পিতা।

গুণময়ী প্রকৃতির অতিক্রমণ বড়ই কঠিন! অধিষ্ঠান-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেই প্রকৃতিকে অতিক্রম করা যায়, অন্যথা নহে—'দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' (গীতা ৭।১৪)। ভূত-প্রকৃতিকে বাধিত করিতে পারিলেই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে—'ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্' (গীতা ১৩।৩৪)।

কেহ কেহ ভগবতীকে পর-ব্রহ্মের মহিষী বলিয়াও কীর্ত্তন করেন—'ত্বমসি পরম-ব্রহ্ম-মহিষী'। তন্মতে ভগবতীর নাম চণ্ডি।'চণ্ডি কোপে' ইতি 'চণ্ড্' ধাতু হইতে চণ্ড-শব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছে। উগ্রক্রোধ-পুরুষকে চণ্ড বলা হয়। মহাভয়জনক কোপই চণ্ড এবং ঐ ভয়জনক কোপও পরমেশ্বর। এই জন্য 'নমস্তে রুদ্রমন্যবে' বলিয়া রুদ্রের মন্যু বা কোপকে প্রণাম করা হইয়াছে। সংসারে চণ্ড হইতে সকলেই ভয় পায়। স্পষ্টতঃ দেখাও যায়, যাহার চণ্ড প্রবল, তাহারই শাসন চলে। সর্ব্বসংহার মৃত্যু হইতে সকলেই ভীত; সুতরাং মৃত্যুও চণ্ড।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ (কঠোপনিষদ্)

অর্থাৎ, পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয়, অগ্নিও ইন্দ্র আপন আপন কার্য্য করে এবং সর্ব্বভয়-কারণ মৃত্যুও তাঁহা হইতে ভীত হয়। এই পরমেশ্বর বা পরমাত্মাকে কালেরও কাল বা মহাকাল কিংবা চণ্ড বলা হয়। তিনিই সর্ব্বসংহারক; তদ্ভিন্ন অন্য সবই সংহার-কোটিতে আসিয়া যায়। 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' যে-পরমেশ্বরকে বলা হইয়াছে, তিনিই চণ্ড। সেই চণ্ডের স্বরূপভূতা শক্তি চণ্ডিকা। যেমন পরমেশ্বরের ঘোর রূপ ভিন্ন তাঁহার শান্তরূপও আছে, তেমনি ভগবতীরও উগ্র ও শান্ত দুইরূপ আছে—'ঘোরাণ্যা চ শিবান্যা'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ কেহ বলেন—একই পরব্রহ্ম মায়া দ্বারা ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম উভয় রূপেই প্রকট হন। 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়,' 'সোহকাময়ত,' 'তত্তপোহকুরুত,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে যে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শ্রুত হয়, সেই তিনই ব্রহ্মের ধর্ম্ম। এই সব ধর্ম্ম ধর্ম্মিরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; কেননা, শ্রুতিই ইহাদিগকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন—'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ'। 'বল' এখানে 'ইচ্ছা' অর্থেপ্রযুক্ত হইয়াছে। সমষ্টি জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়ারূপা ব্রহ্মধর্ম্মস্বরূপিণী শক্তিই চণ্ডী। এই চণ্ডীই মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। কার্য্যবশতঃ ইনিই বহুশক্তিরূপে প্রকাশিত হন। বস্তুতঃ এই চণ্ডরূপ পরমাত্মাতেই ভক্তের ভজনানুসারে পুংস্ত্ব, স্ত্রীত্ব প্রভৃতি কল্পিত হয়। পুংস্ত্ববিবক্ষা দ্বারা ইনিই মহারুদ্রাদিরূপে এবং স্ত্রীত্ব-বিবক্ষা দ্বারা ইনিই আবার চণ্ডী-দুর্গাদি-রূপে ব্যবহৃত হন।

'চণ্ডী'তে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ভগবতীর কৃপায়ই সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তত্ত্বজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নহে; কেননা, শব্দাদি বিষয়-সমূহের জ্ঞান ত প্রাণিমাত্রেরই হইয়া থাকে। পেচক দিবাভাগে অন্ধ, রাত্রিতে নয়; কাক রাত্রিতে অন্ধ, দিবাভাগে নয়। লতাদি দিবারাত্র অন্ধ; আবার মার্জারাদি দিনরাত সমান-চাক্ষুষজ্ঞান-সম্পন্ন। মানুষের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান দেখা যায়; কিন্তু অজ্ঞানও মানুষে আছে। ব্যবহারিক জ্ঞান মানুষে যেমন, পশুপক্ষীতেও তেমনি দেখা যায়। পাখীরা স্বয়ং অনাহারে থাকিয়াও চারিদিক হইতে খাদ্যকণা আনিয়া আপন আপন শাবক-দিগের ভরণ পোষণে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু এই সব জ্ঞান সামান্য জ্ঞান; ইহার দ্বারা সংসারের মূল অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। তত্ত্বজ্ঞানই সংসারের মূলীভূত অজ্ঞানকে নাশ করে।

মহামায়াই চরাচর প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্রী। তাঁহার প্রভাবেই সর্ব্বাধিষ্ঠান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়না,—পক্ষান্তরে অজ্ঞানও নাশ হয় না। আবার তিনিই প্রসন্না হইয়া মুক্তি প্রদান করেন। তিনি বিদ্যারূপে মুক্তিদায়িনী এবং অবিদ্যারূপে সংসার-বন্ধনের হেতু। চণ্ডীতে তিনিই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর যোগনিদ্রা বলিয়া অভিহিতা।

'দেবীসূক্ত' হইতে জানা যায়, পরব্রহ্মই দেবী প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত। স্বয়ং দেবীই বলিয়াছেন—

"ওঁঅহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥"—১॥

আমি একাদশ রুদ্ররূপে পরিভ্রমণ করি, আমিই নিখিল বসুরূপে অধিষ্ঠান করিয়া থাকি, আমিই দ্বাদশ আদিত্যরূপে বিচরণ করি, আমিই অখিল সুরবৃন্দ-রূপে অধিষ্ঠান করিয়া থাকি, আমি আত্মরূপে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক মিত্র-বরুণকে, ইন্দ্র-বহ্নিকে এবং অশ্বিনীকুমার-যুগলকে ধারণ করি। কেননা, আমাতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত এবং আমার সত্তাতেই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা। বহ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্রী মায়া আমাতেই অধিষ্ঠিত।

'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব॥' ৮॥

আমি যে-কোন কার্য্য করিনা কেন, তাহাতে আমার অন্য কাহারও সহায়তার প্রয়োজন হয় না; সুতরাং আমি স্বাধীনা। আমি স্বয়ং এই লোকত্রয় উৎপাদন পূর্ব্বক ইহার অন্তরে ও বাহিরে বায়ুবৎ অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। আমি পৃথিব্যাদি সকল লোকেই স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। কিন্তু আমি নিজে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত, আমাতে কোনও প্রকার অবিদ্যা-মালিন্য পরিলক্ষিত হয় না।

'রাত্রিসূক্ত'-এ বলা হইয়াছে—ওঁকারময়ী সর্ব্বব্যাপিনী ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদেশে তাঁহার চক্ষুঃস্থানীয় মহদাদি-তত্ত্বদ্বারা সর্ব্ববস্তুর প্রকাশিকা হইয়া স্বোৎপাদিত সদসৎ-কর্ম্ম-পরিপূর্ণ জগৎ-জাল বিশেষরূপে দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি সকল জীবের স্বস্ব কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিলেন—

"ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত" ॥ ১ ॥

ঐ রাত্রি-দেবতা সহোদর-স্থানীয়া প্রকাশময়ী উষার (অবিদ্যার) আবরণী শক্তি বিনাশ করেন। উষার সেইরূপ অবস্থায় (প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ে বিক্ষেপশক্তি নষ্ট হওয়ায়) মূলাজ্ঞান অপসৃত হয়।

'নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেদুহসতে তমঃ ॥ ৩ ॥

রাত্রিসূক্তে রাত্রিদেবতা দ্বিবিধরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে ;—এক জীব-সম্বন্ধিনী, অন্য ঈশ্বর-সম্বন্ধিনী। জীব-রাত্রিরূপ সুষুপ্তিতে প্রতিদিন জীবগণের ব্যবহার লুপ্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর-রাত্রিরূপ প্রলয়কালে ঈশ্বরের ব্যবহারও লুপ্ত হইয়া যায় ; উহাকেই মহাপ্রলয়-কাল-স্বরূপ বলা হয়। ঐ সময়ে অন্য কোনও বস্তু থাকেনা, কেবল মায়ামুক্ত ব্রহ্মই থাকেন ; উহাকে অব্যক্তও বলা হয়।

কালী।

দশ মহাবিদ্যা ভগবতীরই দশবিধ বিকাশ। তন্মধ্যে প্রথম বিকাশ কালী-রূপে। মহাপ্রলয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ কালী কৃষ্ণবর্ণা। তিনি শবারূঢ়া অর্থাৎ শক্তিবিহীনা, মৃত বিশ্বের উপর বিরাজমানা। শত্রু-সংহার-শক্তি অতি ভয়াবহ ; এই জন্য তিনি মহাভীমা। শত্রু-সংহারের পর যোদ্ধার অট্টহাস্য ভীষণতাপ্রদ ; এই হেতু কালীর অট্টহাস্যও মহাভীতিজনক। দুর্ব্বলের আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া, তাহার দুর্ব্বলতাকে লক্ষ্য করিয়াই সবল জেতা হাস্য করে। কালীও দুর্ব্বল বিশ্বের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া হাস্য করেন ; এইজন্য তিনি হসন্মুখী। পূর্ণতত্ত্বকে চতুরস্র বলা হয় ; এই জন্য উহাকে চতুর্ভুজের

পুরাতত্ত্ব-৭৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই নিমিত্ত কালী চতুর্ভুজা। কালী নির্ভয়া; তাঁহার আশ্রিত জনও তাঁহার প্রসাদে নির্ভয় হইয়া থাকে। এই জন্য তিনি বরাভয়করা। সাংসারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর। কালী পরম-সুখ-স্বরূপা—শিবা; সন্তানগণের পরম সুখের জন্য তিনি সদা জাগ্রতা। জীবিত বিশ্ব ও মৃত বিশ্বের একমাত্র আধার তিনিই। মৃতপ্রাণীর একমাত্র আশ্রয় বলিয়া তিনি মুণ্ডমালাধারিণী। বিশ্বই ব্রহ্মরূপা ভগবতী কালীর আবরণ বা বস্ত্র স্বরূপ। প্রলয়কালে বিশ্ব লীন হইলে তিনি দিগম্বরা হন। আবার প্রলয়কালে সারা বিশ্ব শ্মশানে পরিণত হইলে তমোময়ী কালীর বিকাশ হয়; এই জন্য তিনি শ্মশানালয়-বাসিনী। কালীর ধ্যান-মন্ত্রে এই সব ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

'শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং হসন্মুখীম্।
চতুর্ভুজাং খড়্গমুণ্ডবরাভয়করাং শিবাম্॥
মুণ্ডমালাধারিণীং দেবীং ললজ্জিহ্বাং দিগম্বরাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়-বাসিনীম্॥

দশবিধ প্রকৃতি-শক্তিই দশমহাবিদ্যা, আর দশমহাবিদ্যার সমষ্টিরূপই দশ-দিগ্ ব্যাপিনী দশভুজা চণ্ডিকা। ইনিই সর্ব্ব-দেবময়ী ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীভগবতী দুর্গা।

কোন কোন স্থলে ভগবতীকে পরমাত্মার ভোগদা ভার্য্যা বলা হইয়াছে—

নির্গুণঃ পরমাত্মা তু ত্বদাশ্রয়তয়া স্থিতঃ।
তস্য ভট্টারিকাসি ত্বং ভুবনেশ্বরি ভোগদা॥

নির্গুণ পরমাত্মাই ভগবতীর আশ্রয়রূপে স্থিত এবং ভগবতী পরমাত্মার ভোগদা ভট্টারিকা; অতএব তিনিই ভুবনেশ্বরী। জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত বস্তুই ভগবতীর সন্তান—'মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।' যেমন বহ্নি ও উহার দাহিকা শক্তির নিত্য তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ, সেইরূপ পরমাত্মা ও উহার শক্তির তাদাত্ম্যসম্বন্ধ—'তাদাত্ম্যমনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহকয়োরিব।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল শক্তিরূপে নয়, ব্রহ্মরূপেও অনেক স্থলে ভগবতীকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে—

অচিন্ত্যামিতাকারা শক্তিস্বরূপা প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্ত্বৈকমূর্ত্তিঃ।
গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ব-বোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥

অচিন্ত্য, অমিত আকার সমূহের মূলভূতা শক্তিও তিনি; আবার প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যক্তির অধিষ্ঠানভূতা সত্ত্বস্বরূপাও তিনি এবং গুণাতীতও তিনি। নির্ব্বিকল্পবোধের দ্বারাই স্বপ্রকাশ-স্বরূপা ভগবতীকে জানা যায়। অতএব অদ্বিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপে ভগবতী নিত্যই প্রসিদ্ধা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলিয়াছেন :—

'ত্বমেব সর্ব্বজননী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ত্বমেবাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ স্বেচ্ছয়া ত্রিগুণাত্মিকা॥
কার্য্যার্থে সগুণা ত্বংচ বস্তুতঃ নির্গুণা স্বয়ম্।
পরব্রহ্মস্বরূপা ত্বং সত্যা নিত্যা সনাতনী॥'

উক্ত ব্রহ্মরূপ চেতন-শক্তির দ্বিবিধ স্বরূপ—এক নির্গুণ, অপর সগুণ। সগুণেরও দুই ভেদ—এক নিরাকার এবং অন্য সাকার। ইহা হইতে সারা সংসারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বহ্বৃচোপনিষদে ইহাকে পরাশক্তিনামে অভিহিত করা হইয়াছে।—'তস্যা এব ব্রহ্মা অজীজনৎ। বিষ্ণুরজীজনৎ। রুদ্রোঽজীজনৎ। সর্ব্বে মরুদ্‌গণা অজীজনন। গন্ধর্বাপ্সরসঃ কিন্নরা বাদিত্র-বাদিনঃ সমন্তাদজীজনন্। ভোগ্যমজীজনৎ। সর্ব্বমজীজনৎ।.........সৈষা পরা-শক্তিঃ'। এই পরাশক্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মরুদ্‌গণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর, সমস্ত ভোগ্য পদার্থ এবং স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্থাবর, জঙ্গম মনুষ্যাদি সকলই উৎপন্ন হইয়াছে।

কেনোপনিষদে বিদ্যাস্বরূপিণী ভগবতীর বর্ণনা আছে। তাঁহারই প্রসাদে ইন্দ্রাদির ব্রহ্মস্বরূপের বোধ হইয়াছিল। যখন ইন্দ্রের সম্মুখ হইতে ব্রহ্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্দ্ধান হইল, তখন ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া আকাশে থাকিয়াই তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের দীর্ঘকাল তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী ভগবতী তৎ সমীপে আবির্ভূতা হইলেন। ইন্দ্র আকাশে বহুশোভমানা, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ভগবতীকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহারই কৃপায় তিনি ব্রহ্মকে অবগত হইলেন। ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে—'সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ'। ঐ পরাশক্তি সর্ব্বশক্তিযুক্তা; কেননা, ইহা প্রত্যক্ষ। এখানেও ব্রহ্মের বাচক স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দ পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মের ব্যাখ্যা শাস্ত্রসমূহে স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গাদি সব লিঙ্গেই করা হইয়াছে। এইজন্য মহাশক্তিরূপেও ব্রহ্মের উপাসনা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মা, ভগবতী, শক্তিরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছেন। তিনি পরমেশ্বরকে মা, তারা, কালী প্রভৃতি নামে ডাকিতেন। এইরূপে বহু মহাত্মা স্ত্রীবাচক নামে বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছেন! শ্রদ্ধা, প্রেম ও নিষ্কামভাবে পরমেশ্বরের মহাশক্তিরূপে উপাসনা করিলেও পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শক্তির উপাসকগণের নিকট শক্তি ত সর্ব্বস্বই। কিন্তু অন্যান্য দেবোপাসকগণকেও শক্তির আরাধনা করিতে হয়। সংমোহন-তন্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, গৌরতেজ রাধিকাকে উপাসনা না করিয়া যিনি কেবল শ্যাম-তেজ কৃষ্ণের উপাসনা করেন, তিনি পাতকী।

'গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ।
জপেদ্ বা ধ্যায়েত বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে॥'

মোটের উপর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, শক্তি, গৌরী, লক্ষ্মী, সীতা, রাধা, করুণা, দয়া প্রভৃতি রূপে ভগবতীর আরাধনা হইয়া থাকে। যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রসাদে জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যাও ভগবতী। যে-ভক্তির আকর্ষণে ভক্ত ভগবানকে বশীভূত করেন, সেই ভক্তিও ভগবতী। শক্তি, ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার অতিরিক্ত পরমানন্দ-সুধা-সমুদ্র-পরব্রহ্মের মধুরিমাও তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

ভৌতিক বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ

ভৌতিক বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণের পূর্ব্বেকার ধারণা—সৃষ্টির বা উৎপত্তির কারণ দ্রব্য এবং ইহারই পরিণাম এই বিশাল দৃশ্যমান জগৎ। দ্রব্যের লাক্ষণিকতার বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত বহুদিন যাবৎ এই ছিল যে, দ্রব্য পরিচ্ছিন্ন, সসীম, বহু-জাতিক, আণবিক, সাকার, গুরুত্বাকর্ষক, ঘার্ষণিক, বহুরূপী, রাসায়নিক, নির্ব্বাচিত, পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত, শক্তিময়, শক্তি-পরিবর্ত্তনশীল, স্থিতিস্থাপকগুণোপেত, ঘনত্ব-যুক্ত, উষ্ণতাগ্রাহক, নিষ্ক্রিয়, চৌম্বিক, দশাপরিবর্ত্তনশীল, ঘাতক-চাপাধীন, গৌণগুণযুক্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের দৃষ্টি পরমাণুবাদের উপর পতিত হইলে তাঁহারা সৃষ্টির কারণকে কয়েকটি পরিমিত পদার্থের পরমাণুসমূহের যোগাযোগ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। কালান্তরে পরমাণু-সমূহের ভিন্নতার বিবাদও মিটিয়া গেল এবং সকল পদার্থ একই 'প্রোটাইল' (protyle) নামক পদার্থের বিকার বলিয়া স্বীকৃত হইল ও এই পদার্থই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইল। অতঃপর বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি শক্তির দিকে আকৃষ্ট হইল এবং দীর্ঘকালব্যাপী বিচারের পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আসলে শক্তিই সৃষ্টির মূল কারণ এবং ধীরে ধীরে তাঁহারা শক্তির ছয়রূপ মানিতে লাগিলেন—গতি, তাপ, প্রকাশ, বিদ্যুৎ, চুম্বক ও রসায়ন।

বৈজ্ঞানিকগণ উক্ত ছয়প্রকার শক্তির আলোচনায় আরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন; কিন্তু মূলশক্তি ও উহার প্রকারভেদ বিষয়ে আলোচনা ক্ষান্ত থাকে নাই। 'উইলিয়ম্ পোপ' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, পূর্ব্বোক্ত ছয়প্রকার শক্তি বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে—একই বস্তু; উহারা পরস্পর রূপান্তরিতও হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। শক্তিসমূহের এইপ্রকার আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহাদের উৎপত্তি ও নাশ হয় না। কিন্তু ক্রমশঃ এমন এক সময় আসিল, যখন বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণ ও জীবনামক আরও দুই শক্তি মানিতে লাগিলেন। কাহারও কাহারও মতে শক্তি-সমাবর্ত্তনের সিদ্ধান্তও স্বীকৃত হইল। অনন্তর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সব শক্তিই কোনও এক নিত্য, অজ্ঞেয়, অপরিচ্ছিন্ন মূলশক্তির পরিণাম। স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ একবার এই অজ্ঞেয় শক্তির উপর স্বীয় বিশ্বাস প্রকট করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, জড়বস্তু ও জড়শক্তির মূলে এক সূক্ষ্মতম চেতনাশক্তি বিদ্যমান।

এই শক্তি-সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক রহস্য ভারতবাসীরা বহু পূর্ব্বেই জানিতেন। স্বামী শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে শক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শক্তি হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং শক্তিতেই ইহার বিলয় হয়—জগৎ শক্তিরই পরিণতি।' যোগবাশিষ্ট-রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে—"পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন সব প্রকারের সত্তাই শক্তি।" প্রাচীন দার্শনিকগণ শক্তিকে আটপ্রকার মূল পদার্থে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু শিবাদিত্য 'সপ্তপদার্থ সংহিতা'-য় দ্রব্যগুণ-কর্ম্মাদির স্বরূপকেই শক্তি বলিয়াছেন। ন্যায়, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনসমূহেও বিভিন্নপ্রকারে শক্তিকেই স্থাপন করা হইয়াছে। বেদ পাঠেও শক্তির একত্বেই নিশ্চিত ধারণা জন্মে।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতগণের উপর্যুক্ত মতসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শক্তিরই কার্য্য। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের ধারণা জন্মিতেছে যে, প্রত্যেক বস্তুতে প্রকৃতি ও বাসনা বিদ্যমান। পরমাণুর মধ্যেও চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে। মিষ্টার টিণ্ডেলের মতে পরমাণু-সমুদয়ে জীবনেচ্ছা (Desire of life) আছে। অনেক বিদ্বান মূলশক্তিকে ইচ্ছাশক্তি এবং প্রাণশক্তিও বলেন। কোন কোন পণ্ডিত স্পষ্টতঃ ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিচারে এই দ্রব্যাত্মক জগতের মধ্যে এক সঞ্চালক প্রাণশক্তি এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পশ্চাতে এক সর্ব্বব্যাপিনী ইচ্ছাশক্তি আছে। আবার কেহ কেহ এই শক্তিকে বুদ্ধিও (Intelligence) বলেন। তাঁহাদের ধারণা—প্রত্যেক বস্তুতে বুদ্ধির অনুভব আছে। কোন কোন বিদ্বান আরও অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন—"ক্রিষ্টালের উৎপত্তি, স্থিতি, সাধারণ-ধর্ম্ম, সংঘটন ও অন্যান্য ঘটনার আলোচনা করিতে গিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সম্পূর্ণ জড়জগতের উপর একমাত্র শক্তিরই আধিপত্য। এই শক্তিকে জীবন বলা যাইতে পারে। তাপ, প্রকাশ, রসায়ন, বিদ্যুৎ, যোগাকর্ষণাদি শক্তিসমূহ এই জীবনী শক্তিরই প্রকাশ।"

এই প্রকারে আমরা জানিতে পাই, অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দ্রব্য ও শক্তির স্থানে প্রকারান্তরে সচ্চিদানন্দরূপিণী শক্তির কল্পনা করিতেছেন। এদিকে আর্য্য মহর্ষিগণ বহু পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, এই সংসারের কারণ এক চিন্ময়ী, প্রাণস্বরূপিণী, সংসারব্যাপিনী শক্তি। এই শক্তিকে ভারতের আর্য্যজাতি আজ পর্য্যন্ত এইভাবে নমস্কার করিয়া থাকেন—

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥' (চণ্ডী ৫।৩২)

বিষ্ণুপুরাণে শক্তির মুখ্য তিনরূপ স্বীকৃত হইয়াছে—এক পরা (বিষ্ণুশক্তি), দ্বিতীয় অপরা (ক্ষেত্রজ্ঞাত্মা), তৃতীয় অবিদ্যা (কর্ম্মসংজ্ঞাখ্যা):—

'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞাখ্যা তৃতীয়া শক্তিরুচ্যতে॥'

প্রথম পরাশক্তিই মহামায়া। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—ইহার রূপ, ইহার পরিণতি। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই, সমগ্র সংসার শক্তিময় এবং শক্তির এই তিনরূপ দ্বারা আর্য্যগ্রন্থ ভরপূর। 'চণ্ডী'তে শক্তি-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্‌বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥' (১।৮২)

—অর্থাৎ হে দেবি! সর্ব্বত্র জড়-চেতন জগতে যাহা কিছু আত্মস্থ শক্তি, তাহা তুমিই। তন্ত্র-গ্রন্থ-সমূহেও এইমহাশক্তির এবংবিধ গুণ গান করা হইয়াছে—

'ত্বমাদ্যা পরমাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী।
তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টি-স্থিতি লয়াদিষু॥'

মহর্ষি বেদব্যাস এই মহামায়া শক্তিকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন—

'যা মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা জগদাদ্যা সনাতনী।
সৈব সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সাস্মাকং দেবতাপি চ॥'

শক্তিকে যাঁহারা সংসারের মূলতত্ত্ব বলিয়া মানেন. তাঁহারা চেতন ইচ্ছাশক্তি-কেও সংসারের মূল তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। ডাক্তার মার্টিন প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন—"প্রকৃতিতে যাহা কিছু হয়, অবশ্য তাহার কিছু কারণ আছে এবং ঐ কারণ আমাদের ইচ্ছা-শক্তির তুল্য। এই দৃষ্টিতে এই সৃষ্টি মহান্ পুরুষের কার্য্য।" লর্ড কালভিন্ মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করিয়াছেন—"সৃষ্টির মূলে অবশ্যই কোন সজ্ঞান চেতন-শক্তি আছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"বিজ্ঞান ইহাই সিদ্ধ করিয়াছে যে, বিশ্বের কোন কর্ত্তা আছে। ইহাতে বিশ্বাস হয় যে, ঈশ্বরীয় রচনার মূলে কোন নিয়ামক ও সঞ্চালক শক্তি আছে, যাহা ভৌতিক বিদ্যুৎ-শক্তি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম"।

উপর্য্যুক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, ভৌতিক বিজ্ঞান ও ভারতীয় শক্তিবাদের দৃষ্টিতে শক্তিই সৃষ্টির আদি কারণ। কিন্তু ব্রহ্মবাদ ও জগতের অন্যান্য দার্শনিক সিদ্ধান্তের দিক হইতে এক ঈশ্বরই সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া স্বীকৃত। এই অবস্থায় শক্তিবাদ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া দাঁড়ায় না। শক্তিবাদের দৃষ্টিতে ইহার এই উত্তর যে, শক্তিকে ব্রহ্মময়ী এবং ব্রহ্মকে শক্তিমান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া মানিয়া লইলে সৃষ্টিতত্ত্বে বস্তুতঃ কোনও বিবাদ থাকেনা। জড়প্রকৃতি ঈশ্বরের সহযোগে চেতনা লাভ করুক, অথবা দেবী নির্জীব মূল পুরুষে চেতনা উৎপাদন করুন—উভয়ই ফলতঃ এক। শক্তিও তত্ত্ব, পরমাত্মাও তত্ত্ব। একটিকে গৌণ, অপরটিকে মুখ্য বলিয়া মানিয়া লইলে ব্রহ্মবাদের প্রশ্নের সহজ সমাধান হয়। ব্রহ্মবাদে ব্রহ্মের ইচ্ছাপ্রকৃতি, আর শক্তিবাদে দেবীর ইচ্ছা প্রকৃতি। ব্রহ্মবাদে যেমন ব্রহ্ম ও শক্তির বর্ণনা আছে, তেমনি শক্তিবাদে উভয়ের স্থানে মূলশক্তি ও মূলশক্তির রূপান্তরসমূহের বর্ণনা আছে। আধুনিক ভৌতিক-শাস্ত্রবিদ্‌গণের সিদ্ধান্তও এইরূপ এবং দেবী-সম্প্রদায়-পক্ষীয়গণের বিচার-পরম্পরাও এতাদৃশী। শাস্ত্রেও ইহাই বলা হইয়াছে—

'তৎ সদ্ ব্রহ্মেতি যচ্ছ্রুত্বা সদেকং প্রতিপাদ্যতে।
স্থিতা প্রকৃতিরেকা সা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহা॥'

এবংবিধ দৃষ্টিতে অনেক শক্তিবাদী ব্রহ্মাণ্ডের কারণ মায়া, মায়ার কারণ পুরুষ এবং পুরুষের কারণ শক্তি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন—

'শক্তি র্ব্রহ্মা শিবঃ শক্তিঃ শক্তি র্বিষ্ণুশ্চ বাসবঃ।
অন্যে চ বহবো দেবাঃ শক্তিমূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'

ইহা ছাড়া গীতোক্ত **'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** —গীতার এই উক্তির বদলে শক্তিবাদিগণ মহাভাগবতকারের ভাষায় ইহাও বলিতে পারেন—

'দদামি চক্ষুস্তে দিব্যং পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্।
ছিন্ধি হৃৎসংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেবময়ীং পিতঃ॥'

'শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব' গ্রন্থে শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন—"ভগবতী-শক্তির যোগে আমি সর্ব্বকামফলপ্রদ শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি"। তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—**'সর্ব্বশক্তিময়ং জগৎ'**।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামায়া মূলশক্তি দুর্গা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—'সমস্ত কারণের কারণ, মায়ার অধিষ্ঠান, সর্ব্বসাক্ষী, নিরাময় ব্রহ্মতত্ত্ব আমারই স্বরূপ। আমার একভাগ সচ্চিদানন্দ-প্রকৃতি ও অন্য ভাগ মায়া-প্রকৃতি। ইহাদের দ্বারাই আমি সংসার সৃষ্টি করি।' এই সব শাস্ত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, শক্তি-ভগবতী সংসারের আদি কারণ।

কেহ কেহ ভগবতী শক্তিকে ব্রহ্মের শক্তি, কেহ কেহ বা ব্রহ্ম-স্বরূপিণী বলিয়া থাকেন। আবার অন্য কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম ও শক্তি আসলে একই—ইহাদের ভেদ বস্তুতঃ নাই। যোগবাশিষ্টের ভাষ্যে বলা হইয়াছে—'বিকল্পনাদ্ ভিন্না ন তু বস্তুতঃ'। এতদ্‌ভিন্ন, শক্তি ও ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্যপ্রতিপাদক শাস্ত্রোক্তিও রহিয়াছে—

'শক্তির্মহেশ্বরো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ।
স্ত্রী-পুং-নপুংসকো ভেদঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ ॥'

অর্থাৎ শক্তি, মহেশ্বর ও ব্রহ্ম একই অর্থের বাচক। ইহাদের মধ্যে যে লিঙ্গ-ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা শব্দাত্মক,—পরমার্থতঃ কোনও ভেদ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উপাস্য শক্তিদেবী কেবল জড় প্রকৃতি বা মায়া নহেন। উঁহাকে চেতনাশক্তিযুক্ত প্রকৃতি বা কেবল চেতনাশক্তি বুঝিতে হইবে। এই অচিন্ত্য-শক্তি সর্ব্বরূপে সকলের মধ্যে বিরাজমান। চণ্ডীতেও বলা হইয়াছে—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা'—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে'—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ' —ইত্যাদি বচন-সমূহ হইতে বুঝা যায় যে, একই শক্তি বিবিধরূপে সংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এই শক্তিকে কেহ দেবী, কেহ কালী, কেহ শক্তি, কেহ ঈশ্বর, কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানিগণ উপাস্য শক্তিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলের মধ্যে দেখেন এবং সংসারে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়কেই তাঁহার বিভূতি বলিয়া অনুভব করেন। যে সময় নিশুম্ভ-দৈত্যকে দেবী বধ করিয়াছিলেন, তখন তাহার ভাই শুম্ভ দেবীকে বহুরূপে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার ত অনেক সহায়ক রহিয়াছে, তাই তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছ। তদুত্তরে দেবী বলিয়াছিলেন —**'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'** (চণ্ডী ১০।৫)—অর্থাৎ এই জগতে আমি ত একাকী ও অদ্বিতীয়, আর অন্য কে আছে? যাহা কিছু তোমাতে অন্য বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা ত আমারই বিভূতি। মোটের উপর, মনে রাখিতে হইবে, সর্ব্বব্যাপী চেতনা-শক্তিকে মাতৃরূপে, পিতৃরূপে, স্বামিরূপে, বা যে কোনও রূপে উপাসনা করা যাইতে পারে। তবে উপাসকের ভাব পূর্ণ ও অনন্য হওয়া চাই। পূর্ণের উপাসনা দ্বারা পূর্ণকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়—**পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'** (বৃহদারণ্যক ৫।১।১)। কল্যাণ-কামী সাধক এই ভাবেই শক্তির উপাসনা করেন। শক্তির এই ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করাই প্রকৃত শক্তির উপাসনা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

চরিত্রত্রয়ের ঋষি ও দেবতা

১। প্রথম চরিত্রের ঋষি—ব্রহ্মা :— নিবৃত্তি-পরায়ণ সাধকের সত্ত্বগুণময় বুদ্ধিক্ষেত্রে ধর্ম্মরূপী মনোময় ব্রহ্মা ধর্ম্মভাব সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে, অবিশুদ্ধ রজঃ ও তমোগুণ মলিনতা ও চঞ্চলতা উপস্থিত করে; তখন সাধকের প্রাণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্য বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া ঐ আসুরিক ভাবসমূহ বিলয় করেন— ইহাই প্রথম চরিত্রের সাধনা। সুতরাং প্রথম চরিত্রের ঋষি—ব্রহ্মা।

দেবতা—মহাকালী :— নিবৃত্তি-পরায়ণ সাধকের তমোগুণ বিলোমগতি-প্রাপ্ত হওয়ায় উহা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে রজঃ ও তমোগুণাত্মক আসুরিক ভাবসমূহ বিলয় করিয়া থাকে। প্রথম চরিত্রে এই প্রকার বিলয়-ভাবের সাদৃশ্য থাকা হেতু প্রথম চরিত্রের দেবতা—মহাকালী।

ছন্দঃ—গায়ত্রী :— ব্রহ্মশক্তি-গায়ত্রীর সহায়তায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, আর বেদমাতা গায়ত্রী সমস্ত ছন্দের কারণরূপা ; এজন্য সপ্তশতী মন্ত্র-জপের প্রারম্ভে গায়ত্রী ছন্দরূপে আবির্ভূতা। অধিকন্তু, গায়ত্রীচ্ছন্দে মন্ত্রপাঠ করিলে পাঠকের তেজস্বিতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার ব্রহ্মতেজ লাভ হয়।

শক্তি—নন্দা :— সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়াই সাধকের ধর্ম্মভাব আরম্ভ হয়, এজন্য সত্ত্বগুণময়ী আনন্দদায়িনী নন্দাই প্রথম চরিত্রে সাধকের শক্তি।

বীজ—রক্তদন্তিকা :— রজোগুণময় শক্তি যখন পরমাত্মাভিমুখী হয়, তখন তিনি পরবৈরাগ্য ও প্রেমানুরাগরূপে প্রকাশিত হন—ইনিই রক্তদন্তিকা। একদিকে ভোগময় আসক্তি লয় করিয়া ইনি পরবৈরাগ্যরূপে প্রকাশিত হন, আবার অপর দিকে সাধকের চিত্তে রজোগুণময় প্রেমানুরাগরূপে প্রতিভাত হন। সুতরাং রক্তদন্তিকাই ধর্ম্মভাব-আরম্ভের কারণ-স্বরূপা।

তত্ত্ব—অগ্নি :— শ্রুতিতে অগ্নি দেবতাগণের মুখরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সাধক যখন সত্ত্বগুণান্বিত হইয়া সাধনা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে তেজস্বী হইয়া সাধনায় অগ্রসর হইতে হয়, এজন্য প্রথম চরিত্রের সাধনায় অগ্নিই তত্ত্ব।

স্বরূপ—ঋগ্‌বেদ :— ঋগ্‌বেদে ঋক্ বা মন্ত্রসমূহ ছড়ান আছে ; এজন্য সাধনার প্রথম অভিব্যক্তি বা প্রথম চরিত্র ঋগ্‌বেদ-স্বরূপ। ব্যষ্টিভাবে যোগনিদ্রারূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য এবং সমষ্টিভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাকারণরূপিণী মহাকালীর প্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত প্রথম চরিত্রের ব্যবস্থা।

২। মধ্যম চরিত্রের ঋষি—বিষ্ণু :— প্রথম চরিত্রে সাধকের প্রাণ-চৈতন্য জাগ্রত হওয়ায়, এক্ষণে তাঁহার ধর্ম্মভাব-সমূহকে আসুরিক প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া যথাসাধ্য পুষ্ট ও সম্পদ্‌ময় করিতে হয়। এই পুষ্টি ও বিকাশব্যাপারে ধর্ম্মভাবপালনকারী বিষ্ণুই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম দ্রষ্টা; এইজন্য মধ্যম চরিত্রের ঋষি—বিষ্ণু।

দেবতা—মহালক্ষ্মী :— আধ্যাত্মিক জগতে সম্পদ্‌সমূহ সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়া যাহাতে সাধক মানবজীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে পারেন, এজন্য মধ্যম চরিত্রে প্রাণের ও জ্ঞানের সম্যক বিকাশ ও সমন্বয় হইয়াছে; এইজন্য মধ্যম চরিত্রের দেবতা—ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ভগবতী মহালক্ষ্মী।

ছন্দঃ—উষ্ণিক্ :—ঋগ্‌বেদমতে উষ্ণিক ছন্দে মন্ত্র পাঠ করিলে পাঠকের "আয়ু" বৃদ্ধি হইয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়; এজন্য বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারক বিচিত্রভাবযুক্ত মধ্যম চরিত্রের ছন্দ—উষ্ণিক্।

শক্তি—শাকম্ভরী :— সাধকের ধর্ম্মভাবসমূহকে ঐক্যবদ্ধ ও বিশুদ্ধ করিয়া যথাযোগ্য ভাব ও রস প্রদানে পুষ্টি করিতে হইবে; এইজন্য এই চরিত্রের শক্তি-সত্ত্বগুণময়ী পালনকারিণী শাকম্ভরী।

বীজ—দুর্গা :— দুর্গম সাধনার পথ ভক্তগণের দুর্গতিনাশিনী ও অসুরদলনী দুর্গামায়ের কৃপাতে সুগম হয়। এজন্য এই চরিত্রের বীজ—দুর্গা। দুর্গাই সমস্ত দেবশক্তি একত্র করিয়া প্রকাশিত হন।

তত্ত্ব—বায়ু :— বায়ুই সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে জীবদেহকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকে এবং বায়ু স্থির করিতে পারিলেই চঞ্চল মন স্থির হয়। আবার আধ্যাত্মিক জগতে মহাপ্রাণ জাগ্রত হইলেই সাধকের আসুরিক ভাবসমূহ বিলয়-প্রাপ্ত হয়। এইজন্য সাধনার প্রাণময় ও জ্ঞানময় দ্বিতীয় স্তরের তত্ত্ব—বায়ু।

স্বরূপ—যজুর্ব্বেদ :— যজুর্ব্বেদে ঋগ্‌বেদের ছড়ান পুরাণমন্ত্রসমূহ ছন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত মিল করিয়া সাজান গোছান হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত মন্ত্রসমূহকে একত্র করিয়া উহাদিগকে পাদপূরণাদিরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত করাই যজুর্বেদের লক্ষণ। প্রথম চরিত্রে সাধক যে সকল আধ্যাত্মিকশক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাই তিনি মধ্যম চরিত্রে একত্র করতঃ অসুরদলনী মহাশক্তিরূপে পরিণত করিয়া আধ্যাত্মিক সম্পদ্ রূপ দিব্য অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করেন। এইজন্য মধ্যম চরিত্রের স্বরূপ যজুর্ব্বেদ। প্রাণময়ী ও জ্ঞানময়ী মহালক্ষ্মী জগন্মাতাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে ; এইজন্য তাঁহার প্রীতির জন্য মধ্যম চরিত্রজপের ব্যবস্থা।

৩। উত্তর বা উত্তম চরিত্রের ঋষি—রুদ্র :—প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সাধক যখন সত্য ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহাকে চিত্তক্ষেত্রে কারণাংশে লুক্কায়িত আসুরিকভাবসমূহকে খুঁজিয়া বাহির করতঃ বিলীন করিতে হয়। জ্ঞানময় রুদ্রদেব এ বিষয়ে উত্তম দ্রষ্টা ও সহায়ক ; এজন্য তমোগুণাত্মক মঙ্গলময় রুদ্র এই চরিত্রের ঋষি বা দ্রষ্টা।

দেবতা—মহাসরস্বতী :—নিবৃত্তিপরায়ণ সাধকের চিত্তের কারণাংশে অবস্থিত মালিন্য ও চাঞ্চল্য কোন কারণে ফুটিয়া উঠিলে, তিনি রুদ্রতেজে উহা বিলীন করিতে উদ্যত হন। এজন্য তিনি বাহ্যতঃ সত্ত্বগুণময় হইলেও অন্তরে তমোগুণান্বিত এবং লয়কারিরূপে বিরাজ করেন। মহাসরস্বতীর প্রভাব ও স্বভাব লয়কারী ; এইজন্য মধ্যম চরিত্রের দেবতা জ্ঞানবৃদ্ধা মহাসরস্বতী।

ছন্দ—অনুষ্টুপ্ :—ঋগ্বেদমতে অনুষ্টুপ্ ছন্দে মন্ত্র-পাঠে পাঠকের পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য রাজা সুরথের ঐহিক ও পারলৌকিক সুখলাভ ও সমাধি বৈশ্যের মোক্ষ বা পরমানন্দ লাভ প্রভৃতি ব্যাপারে মহাশক্তির অনন্ত আনন্দের অভিব্যক্তিযুক্ত উত্তম চরিত্রের ছন্দ—অনুষ্টুপ্।

শক্তি—ভীমা :—অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস কর্ত্তব্য-পালনে বাধা জন্মায়, আর স্বরূপত্ব-লাভে বিরোধ ঘটায়। এজন্য সদসদ্ভাব প্রলয়-কারিণী তামসী কালিকা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তিরূপিণী ভীমা সাধকের সত্ত্বগুণজাত রক্তবীজরূপী ভাবোচ্ছ্বাস ও চাঞ্চল্য বিলয় করিতে সহায়িকা হন বলিয়া উত্তম চরিত্রের শক্তি—ভীমা।

বীজ—ভ্রামরী :—ভ্রমর বা মধুকরের ন্যায় খণ্ড খণ্ড আনন্দরূপী মধু-বিন্দুসমূহ আহরণ পূর্ব্বক একত্র করতঃ প্রেমানন্দের অমৃতময় মধুচক্র সাধককে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহাই ভ্রামরী শক্তির কার্য্য। উত্তম চরিত্রে এই সকল ভাব অভিব্যক্ত ; এজন্য উত্তম চরিত্রের বীজ—ভ্রামরী।

তত্ত্ব—সূর্য্য :—সূর্য্যই জগন্মঙ্গলময় সর্ব্ববিধ কার্য্যে দেবগণের সহায়ক। সূর্য্যই সকলের শক্তি সমষ্টি বা আত্মা এবং ব্রাহ্মণগণেরও অন্যতম উপাস্য। কেহ বা সূর্য্যকে মূলতত্ত্বরূপে গণ্য করেন। আবার সূর্য্য সকলের বন্ধুস্বরূপ। সূর্য্যের ত্রিগুণময় শক্তি দ্বারাই জীবাত্মার জীবভাব অপসারিত হইয়া আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয় ; তখন সাধক পরমাত্মরূপী সূর্য্যের তনয় সাবর্ণিরূপে প্রতিভাত হন। মধ্যম চরিত্রে সাধক সর্ব্বতোমুখী তেজ বা শক্তিসমূহ সংহরণ করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন। তৃতীয় চরিত্রে বা সাধনার তৃতীয় স্তরে সাধকের প্রয়োজন জগৎ-প্রবাহের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অন্যতম কারণ-স্বরূপ সূর্য্যদেবের অসীম প্রভাব জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বত্র আনন্দ প্রতিষ্ঠা করা। এই সব কারণে উত্তম চরিত্রের তত্ত্ব—সূর্য্য।

স্বরূপ—সামবেদ :—এই চরিত্রে জ্ঞান ও শক্তির প্রেমময় অনন্ত আনন্দ-বিলাস দ্বারা সাধকের তন্ময়ত্ব লাভ হয়। সামবেদেও সুগ্রথিত এবং ছন্দের সহিত সুসজ্জিত মন্ত্রসমূহ তাল-মান-লয়ে গীত হইলে তন্ময়ত্ব প্রদান করে ; এইজন্য উত্তম চরিত্রের স্বরূপ—সামবেদ। সত্ত্বগুণময়ী মহাসরস্বতী শরণাগত সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রের বীজাংশে অবস্থিত আসুরিক ভাবসমূহ বিলয় করতঃ সাধককে মোক্ষফল প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করেন। এই জন্য তাঁহার প্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত উত্তম চরিত্র-জপের ব্যবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চণ্ডী পাঠের নিয়ম

পূর্ব্ব ও উত্তরমুখে শুদ্ধ আসনে বসিয়া নিজ নিজ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে তর্জ্জনীতে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ-পূর্ব্বক আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন ও সংকল্প করিবে। তৎপরে ক্রমান্বয়ে সংকল্পসূক্ত-পাঠ, সামান্যার্ঘ্য-দান, আসন-শুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি করিয়া শালগ্রামশিলায় বা ঘটে বা শ্রীশ্রীচণ্ডী-পুস্তকের উপর গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর তিনবার প্রাণায়ামান্তে ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস পূর্ব্বক কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প লইয়া দেবীকে ধ্যান করিবে। ধ্যানান্তে সেই পুষ্প মস্তকে ধারণ করিয়া দেবীকে মানসোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর বিশেষার্ঘ্য-স্থাপন, পুনরায় গণেশ, শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু ও নবগ্রহের পূজা, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও দেবীকে ধ্যান করিয়া মস্তকস্থ পুষ্পটি পূজার আধারে রাখিবে ও দেবীর আবাহনাদি করিয়া যথাশক্তি দেবীর মূলমন্ত্র জপ করিবে ও জপ সমাপন করিয়া আসনাদি-দ্বারা দেবীর পূজান্তে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা শ্রীশ্রীচণ্ডী-পুস্তকের পূজা ও চণ্ডীর গায়ত্রী পাঠ করিয়া তাহাতে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তৎপরে "ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ" অথবা "ঐঁ, হ্রীঁ, ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে" এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিবে। অনন্তর অর্গলা, কীলক, চণ্ডীকবচ, দেবীসূক্ত ও ঋষিচ্ছন্দত্রয় পাঠ করিয়া একাগ্র মনে ভক্তি-ভাবে নির্ভুল করিয়া সাতশত শ্লোকপূর্ণ চণ্ডী (দেবীমাহাত্ম্য) পাঠ করিবে। চণ্ডী-পাঠান্তে পাঠাপরাধক্ষমাপণ-স্তোত্র পাঠ এবং পুনরায় ১০৮ বার পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর আরতি ও দক্ষিণান্ত করিয়া দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আসন ত্যাগ করিবে।

চণ্ডীপাঠের সংকল্প যথা :—বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুক-কামঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রীতিকামঃ গণপত্যাদি-পূজাপূর্ব্বকং শ্রীচণ্ডী-পূজাপূর্ব্বকঞ্চ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত-সাবর্ণিক-মন্বন্তরীয় "মার্কণ্ডেয় উবাচ, ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ" ইত্যাদি "সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ" ইত্যন্তদেবীমাহাত্ম্য-প্রকাশক-স্তোত্রস্য একাবৃত্তি-পাঠমহং করিষ্যে"। (পরার্থে অমুক গোত্রস্য অমুকস্য করিষ্যামি ইতি বিশেষঃ। পরার্থে দক্ষিণামন্ত্রও এইপ্রকারে রচনা করিতে হইবে)।

পুটিত করিতে হইলে যে কার্য্যের জন্য পুটিত করিতে হইবে, প্রথমে সেই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া চণ্ডীর এক একটি শ্লোক পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু সম্পুটিত করিতে হইলে প্রথমে মন্ত্রটি, তৎপরে শ্লোকটি এবং তৎপরে আবার মন্ত্রটি পাঠ করিতে হইবে। এই ভাবে চণ্ডীর সাতশত শ্লোক পাঠ করিতে হইবে। নিম্নে কয়েকটি নির্ব্বাচিত মন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে, যাহাদের সম্পুট দিয়া বিধিবৎ পারায়ণ করিলে ব্যক্তিগতভাবে ও সামূহিকরূপে পুরুষার্থসমূহের সিদ্ধিলাভ করা যায়।

পুটিত চণ্ডী-পাঠের সংকল্প :—বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি, অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে, অমুকে পক্ষে, অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ "সর্ব্ববাধা-বিনির্মুক্তত্ব-ধনধান্যসুতান্বিতত্ব-কামঃ" "ওঁ সর্ব্ববাধাবিনির্মুক্তো ধন-ধান্য-সুতান্বিতঃ। মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥" —ইতি মন্ত্র-সম্পুটিত-প্রতিশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত-সাবর্ণিক-মন্বন্তরীয়—"ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্য-তনয়ঃ" ইত্যাদি "ওঁ সাবর্ণির্ভবিতা-মনুঃ" ইত্যন্ত-দেবী মাহাত্ম্যস্য একাবৃত্তি-পাঠমহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামিতি বিশেষঃ)।

দ্রষ্টব্য—কামনা অন্যরূপ হইলে তাহা উল্লেখ্য এবং "ওঁ সর্ব্ববাধা" ইত্যাদি শ্লোকের পরিবর্ত্তে যে শ্লোক পঠিত হইবে, তাহাও উল্লেখ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীর সিদ্ধ সম্পুট মন্ত্র যথা :—

১। সামূহিক কল্যাণের জন্য "দেব্যা যয়া ততমিদং" ইত্যাদি (৪।৩)
২। বিশ্বের অশুভ ও ভয়নাশের জন্য "যস্যাঃ প্রভাবমতুলং" ইত্যাদি ৪।৪
৩। বিশ্বরক্ষার জন্য "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং" ইত্যাদি ৪।৫
৪। বিশ্ব-অভ্যুদয়ের জন্য "বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি" ইত্যাদি ১১।৩৩
৫। বিশ্বব্যাপি-বিপত্তি-নাশার্থ "দেবী প্রপন্নার্ত্তিহরে" ইত্যাদি ১১।৩
৬। বিপত্তি-নাশের জন্য "শরণাগত-দীনার্ত্ত ইত্যাদি ১১।১২
৭। ভয়-নাশের জন্য "সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে" ইত্যাদি ১১।২৪
৮। পাপনাশের জন্য "হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি" ইত্যাদি ১১।২৭
৯। রোগনাশের জন্য "রোগানশেষান্" ইত্যাদি ১১।২৯
১০। সংসারোপদ্রব-শান্তির জন্য "দেবি প্রসীদ" ইত্যাদি ১১।৩৪
১১। বাধা-শান্তির জন্য "সর্ব্ববাধা-প্রশমনম্" ইত্যাদি ১১।৩৯
১২। সর্ব্ববিধ অভ্যুদয়ের জন্য "তে সম্মতা" ইত্যাদি ৪।১৫
১৩। দারিদ্র্যাদিনাশার্থ "দুর্গে স্মৃতা হরসি" ইত্যাদি ৪।১৭
১৪। রক্ষা পাইবার জন্য "শূলেন পাহি"ইত্যাদি ৪,২৪
১৫। সমস্ত বিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য "সমস্তা বিদ্যাঃ" ইত্যাদি ১১।৬
১৬। সমস্ত স্ত্রীতে মাতৃভাব-প্রাপ্তির জন্য ১৫ নং শ্লোকটি ১১।৬
১৭। সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য "সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে" ইত্যাদি ১১।১০
১৮। শক্তি-প্রাপ্তির জন্য 'সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশানাং' ইত্যাদি ১১।১১
১৯। বিবিধোপদ্রব-ত্রাণার্থ "রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ" ইত্যাদি ১১।৩২
২০। প্রসন্নতা-প্রাপ্তির জন্য "প্রণতানাং প্রসীদ" ইত্যাদি ১১।৩৫
২১। ধনপুত্রাদি-প্রাপ্তির জন্য "সর্ব্ববাধা-বিনির্মুক্তো ইত্যাদি ১২।১৩
২২। স্বর্গ-মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য "সর্ব্বভূতা যদা" ইত্যাদি ১১।৭
২৩। মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ" ইত্যাদি ১১।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদ্ভিন্ন, ভয়নাশের জন্য চণ্ডীগ্রন্থের ১১।২৪ শ্লোক ব্যতীত ১১।২৫ ও ১১।২৬ শ্লোকদ্বয় পাঠ করা যাইতে পারে। আর স্বর্গ ও মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য চণ্ডীর ১১।৭ শ্লোকের পরিবর্ত্তে ১১।৮ শ্লোকটি পঠিত হইতে পারে।

এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে মূল চণ্ডী-পাঠের পূর্ব্বে অর্গলাস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবীকবচ ও দেবী-সূক্ত অবশ্য পঠনীয়। এই সকল পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এই সকল তত্ত্বময়, শক্তিময় এবং মাতৃময় মহিমা পাঠ করতঃ ক্রমে মাতৃ-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণান্বিত ও একাগ্র-চিত্ত হওয়ার পর সাধক দেবী-মাহাত্ম্যের বা চণ্ডীর মহামন্ত্রসমূহের জপ দ্বারা মাতৃ-কৃপায় অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সকলকেই নিজ নিজ হিতার্থ চণ্ডী পাঠ করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। এতৎ সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ চণ্ডী হইতেই কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করা হইতেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেবগণের বর-প্রার্থনা-কালে বলা হইয়াছে—**'যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং তোষ্যতি'**—অর্থাৎ যে কোন মর্ত্ত্যবাসী এই সকল স্তব দ্বারা তোমার পরিতোষ সম্পাদন করেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে মা স্বয়ং বলিয়াছেন—১। **'এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ'**—যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই সকল স্তব দ্বারা নিত্য আমার আরাধনা করে; ২। **'স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যতে সঙ্কটাৎ'**—অর্থাৎ যে কোন মানব আমার এই চরিত্র-স্মরণ দ্বারা সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে। সুতরাং সাধকদিগের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গীতার ন্যায় চণ্ডীও নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত, সংকল্প ও বিধি পূর্ব্বক চণ্ডীপাঠ এবং চণ্ডী-মন্ত্রে বলি ও হোমাদি করিতে হইলে অভিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা তাহা সম্পাদন করা উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অর্গলা স্তোত্রাদি।

(১) অর্গলা স্তোত্র :—অজ্ঞানতা বা পাপ সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধকহেতু অর্গল-সদৃশ। এই 'অর্গলাস্তোত্র' অর্গলরূপ বাধাকে সম্যক্‌রূপে নাশ করিয়া থাকে। অর্গল শব্দের অন্য অর্থ—দ্বারের খিল। মনোময় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ মন স্থির করতঃ শুদ্ধচিত্ত হইয়া সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ না করিলে সম্যক্ ফল লাভ হয় না। প্রণাম ও প্রার্থনা-মূলক এই অর্গলাস্তোত্রটিতে "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষোজহি"—এই বাক্যগুলি চব্বিশবার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া মহামায়া মায়ের স্তব করা হইয়াছে। ইহাতে ছাব্বিশটি শ্লোক রহিয়াছে। এইরূপ চব্বিশবার প্রার্থনার উল্লেখ করিয়া ছাব্বিশটি শ্লোকের সাহায্যে সাংখ্য-দর্শন ও পাতঞ্জল-দর্শনের সাধনস্তরের আত্মাভিমুখী ক্রম-বিকাশের ন্যায় চব্বিশ-তত্ত্বময় জীবদেহের এক একটি তত্ত্ব লয় করিয়া আত্মময় স্বরূপত্ব লাভের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে এই স্তোত্রে চব্বিশ-তত্ত্বময় সাংখ্যদর্শন ও ছাব্বিশ-তত্ত্বময় পাতঞ্জল-দর্শনের সহিত চণ্ডীর সামঞ্জস্য বিহিত হইয়াছে।

এই স্তোত্রের অন্তর্গত "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি"—ইহা সকাম সাধকের স্থূল প্রার্থনা। আর নিষ্কাম সাধকের পক্ষে 'রূপং দেহি'—স্বরূপ প্রদানকর, 'জয়ং দেহি'—একাদশ ইন্দ্রিয়ের উপর বিজয় প্রদান কর, যশো দেহি'—আমিত্বের চরম প্রসার কর (কেননা, যশ দূর দূরান্তরে বিস্তৃত হয়), 'দ্বিষোজহি'—কাম-ক্রোধাদি রিপুদিগকে নাশ কর—ইহাই নিষ্কাম সাধকের প্রার্থনা। নিম্ন অধিকারিগণ সকাম ফললাভের আশায়ও যদি মাতৃমুখী হইয়া জগন্মাতাকে ভক্তি অর্পণ করে, তবে বিধিমার্গের অনুষ্ঠান ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-চিন্তাহেতু তাহাদেরও তন্ময়ত্ব লাভ হয়। ক্রমে পরমাত্মরূপিণী মা তাহাদের ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক ভক্তগণকে নিষ্কাম ও প্রেমভাবাপন্ন করেন অধিকন্তু, অর্গলা-স্তোত্রটি সপ্তশত-শব্দাঙ্গময় আর দেবী মাহাত্ম্যও সপ্তশতমন্ত্রযুক্ত। এই জন্য সপ্তশতী বা দেবী-মাহাত্ম্যের সপ্তশতমন্ত্রযুক্ত বিবরণের সূক্ষ্ম অবস্থা বা কারণ-স্বরূপ সপ্তশত-শব্দাঙ্গময় অর্গলাস্তোত্রটি পাঠ করার পর উহারই বিস্তারভাবযুক্ত দেবীমাহাত্ম্যরূপ মহাস্তোত্রটী পাঠ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) কীলক স্তব :—কীলক-শব্দের অর্থ অভিশাপ বা দোষ— উহা অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধক বা বেষ্টনী-স্বরূপ : সুতরাং অগ্রে এই কীলক-মন্ত্র পাঠ করিয়া সপ্তশতী মন্ত্রকে শাপ বা বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া পরে চণ্ডী-পাঠের ব্যবস্থা। দুর্জ্জন ব্যক্তিগণ যাহাতে সর্ব্বাভীষ্ট-দায়ক সপ্তশতী মন্ত্র জপ দ্বারা অপরের অনিষ্ট করিতে না পারে, এজন্য মহাদেব চণ্ডীর মহামন্ত্রসমূহকে কীলকরূপ বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ করিয়া গোপনীয় রাখিয়াছেন। এই গোপনীয় তত্ত্ব অবগত হইয়া সপ্তশতীকে শাপমুক্ত করতঃ জপ করিলে সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, নতুবা জপ নিষ্ফল হইবে—'যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ স সিদ্ধঃ।'

এই কীলক-স্তুতির আর একটি প্রয়োজন—ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান। 'এই কার্য্য দ্বারা আমার এই ইষ্ট ফল সংসিদ্ধ হইবে'—এইরূপ জ্ঞানই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূল। উক্ত ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানাংশে ভ্রম বা অজ্ঞানতা থাকিলে কর্ম্মসিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়। তাই চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিলে কি লাভ হইবে, তাহাও এই স্তোত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই স্তোত্রের শেষভাগে উক্ত হইয়াছে—শত্রুহানিঃ পরমোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ।' এক কথায়, চণ্ডী যে ভোগ এবং অপবর্গ উভয়েরই সাধন—কীলক-স্তোত্রে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং কীলক-স্তোত্রে যাহা বলা হইয়াছে, সেইরূপ নিষ্কীল করিয়া সমাহিত হইয়া চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই ভোগ এবং মোক্ষ—এতদুভয় ফল লাভ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) দেবী কবচ :— কবচ বা বর্ম্মের বাহিক উদ্দেশ্য—শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা, আর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য— দেহের অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বদিকে, সর্ব্বত্র মাতৃশক্তিগণের স্মরণ ও মনন দ্বারা মাতৃময় ও শক্তিময় হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়াদির উপর বিজয় আনয়ন-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ হওয়া ও তৎপরে সপ্তশতী মন্ত্র-জপ দ্বারা শিবত্বলাভ করা। অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতির ন্যায় এ স্থলেও কবচ-জপ দ্বারা সাধকের দেহেন্দ্রিয়গুলিকে সত্ত্বগুণময় করিয়া শক্তি সঞ্চারিত করা হয়। এইরূপে অন্তরে ও বাহিরে শক্তিময় ও মাতৃময় হইলে, সাধকের আসুরিক ভাবসমূহ ক্রমে স্বতঃই ধ্বংস হইতে থাকে। সুতরাং সাধন-জীবনে প্রবিষ্ট সাধকের এই কবচ দ্বারা আবৃত হইয়াই অগ্রসর হইতে হয়। তাই উক্ত হইয়াছে—"জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা। নির্ব্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপসমুদ্ভবা।" অর্থাৎ সপ্তশতী চণ্ডী পাঠের পূর্ব্বে এই কবচ পাঠ করিতে হয়; যাঁহারা এই কবচ দ্বারা আবৃত হইতে পারেন, তাঁহারাই নির্ব্বিঘ্নে চণ্ডী-জপ-জন্য সফলতা বা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন।

(৪) দেবীসূক্ত :— অম্ভৃণ মহর্ষির বাক্‌নাম্নী কন্যা ব্রহ্মবিদুষী হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও ঋষি। তিনি সম্যকরূপে আত্মদর্শন করিয়া মহাশক্তিরূপিণী পরমাত্মময়ী ভগবতী মহামায়ার সহিত অভেদাত্মক অনুভূতিতে দেবীমাহাত্ম্যের বীজ-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানময় আটটি মন্ত্র বা শ্লোক ঋগ্‌বেদে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই 'দেবীসূক্ত' নামে অভিহিত। এই দেবী-সূক্তই চণ্ডীর মৌলিক উপাদান। চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্য ইহারই বিশ্লেষণ মাত্র। দেবীসূক্ত বেদ, সুতরাং উহা অপৌরুষেয়— আপ্তকাম, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ঋষির সম্বেদন। চণ্ডীতে যে শব্দরাশি আছে, তাহা কোনও ঋষির মুখে উচ্চারিত হইলেও উক্ত শব্দরাশি যে জ্ঞান ও ভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিত্য ও অপৌরুষেয়।

দেবী সূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা। দেবীমাহাত্ম্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পরমাত্মাই মহামায়ারূপে উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মা ও মহামায়া অভিন্ন। শাস্ত্রীয় তর্কমূলক বিচারে বা মৌখিক আলোচনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক বলা হইলেও, সাধকের বা ব্রহ্মবিদের নিকট আত্মা ও মায়া সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ বলিয়া পরিজ্ঞাত। যতক্ষণ সাধনা আছে, দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়ারূপেই অভিব্যক্ত। যখন পরমাত্মা, তখন সাধ্য, সাধনা, সাধক নাই—শাস্ত্র, চিন্তা বা ভাষাও নাই। ভাষা, চিন্তা বা সাধনার মধ্যে আসিলেই আত্মা মায়ারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাই পরমাত্মা দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও চণ্ডীতে উহা মহামায়ারূপেই বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডী-সাধকের মুখ্য উদ্দেশ্য—অবিশুদ্ধ 'আমি' ও 'আমার' ভাব নষ্ট করিয়া 'আমি'-কে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাধি-বৈশ্যও মায়ের নিকট **'অহংমমেতি'** ('আমি'—'আমার') ভাবনাশক ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 'আমি'-র এইরূপ বিশুদ্ধ ও প্রেমভাবযুক্ত অবস্থাই দেবীসূক্তে প্রকটিত।

সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরই প্রধান লক্ষ্য পরমাত্মজ্ঞান। 'আমি'-কে?—ইহা যথার্থরূপে জানার নাম আত্মজ্ঞান। যতদিন জীব ইহা বুঝিতে না পারে, ততদিন সে সাধারণ জীবমাত্র। যখন জীব এই আত্মানুসন্ধানটি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তখনই সে 'সাধক,' 'ভক্ত' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ সাধক বা ভক্তের বাহ্যিক যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহাই নিবৃত্তিমার্গ বা সাধনা নামে কথিত হয়। এই লক্ষণগুলিই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধি-নিষেধরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্মমাত্রই সাধনা, জীবমাত্রই সাধক এবং আত্মস্বরূপের অনুভূতিই সাধ্য। আত্মভাবশূন্য সকল সাধনাই অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত, আবার আত্মানুসন্ধানযুক্ত যাবতীয় জাগতিক কর্ম্মগুলিই সাধনপদবাচ্য। আত্মাই—আমি—মা। আমাকে চেনা—মাকে পাওয়া—আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা, এইসব একই কথা। দেবীসূক্তে 'অহং'-রূপে যে তত্ত্ব প্রকাশিত, চণ্ডীতে তাহাই মহামায়ারূপে বর্ণিত; দেবীসূক্তে যাহা আত্মা, চণ্ডীতে তাহাই মা। এইজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমে মায়ের স্বরূপ কথঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইবার জন্য দেবীসূক্তের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

জীবাত্মা বা 'আমি' নিঃসঙ্গ ও নির্ব্বিকার হইলেও, মহামায়া মায়ের প্রভাবে দেহের সহিত জীবাত্মরূপী 'আমি'র ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত হওয়ায়, 'আমি'র নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার ভাবটি উপলব্ধি হয়না। এইজন্য সাধারণ জীব দেহের সুখকেই সুখ, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকেই আত্ম-পরিতৃপ্তি বা সন্তোষপ্রাপ্তি বলিয়া অনুভব করে এবং সর্ব্বতোভাবে সতত পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য দেহটির উৎকর্ষসাধনে এবং পরিতোষ-সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করে। এইপ্রকার দেহাত্মাভিমান এবং তৎসম্পর্কিত স্বার্থময় 'আমার' 'আমার' ভাব নষ্ট করিয়া 'আমি'-কে সচ্চিদানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই দেবীসূক্ত এবং দেবী মাহাত্ম্যের উদ্দেশ্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মূর্ত্তিপূজা-রহস্য

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা॥"

—আবার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

যিনি চিন্ময়, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি ভেদশূন্য, যাঁহার কোনরূপ অংশাংশী ভাব নাই, যিনি অশরীরী, এইরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি বিভিন্ন দেবদেবীরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকেন। কেন এইরূপ পরিকল্পনা করা হয়, কেন নামরূপবর্জ্জিত ব্রহ্ম বিভিন্ন নামরূপ-বিশিষ্ট দেব-দেবী-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে গিয়া ঋষিগণ বলিলেন—সাধকদিগের হিতের জন্য অথবা উপাসকগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। যাঁহারা উপাসক হইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরের সমীপে আসন লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই উপাসনারূপ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্যই অমূর্ত্তের মূর্ত্তি পরিকল্পিত হয়। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা যথার্থই সাধন রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের হিতের জন্যই বিভিন্ন দেব-দেবীরূপে অরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা উপাসক নহেন, যাঁহারা সাধক নহেন, তাঁহাদের জন্য মূর্ত্তি-কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, তাঁহারা অমূর্ত্তের মূর্ত্তি-পরিগ্রহের যে কি রহস্য, তাহা অবধারণ করিতে পারিবেন না। তাই শাস্ত্রকারগণ 'উপাসক' ও 'সাধক,' এই শব্দদ্বয় প্রয়োগ করিয়া মূর্ত্তিরহস্য-উপলব্ধির অধিকার সূচনা করিয়াছেন।

এই মূর্ত্তি-কল্পনা ব্রহ্মের—**'ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'**। যিনি সত্যসংকল্প, যাঁহার কল্পনা কখনও ব্যর্থ হয়না, তিনিই বিভিন্ন নামরূপ-বিশিষ্ট দেব-দেবী-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। এই জগৎ যেরূপ ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেই স্থিত, আবার ব্রহ্মেই বিলীন হয়, ঠিক সেইরূপ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তিও ব্রহ্ম হইতেই জাত, ব্রহ্মেই স্থিত, আবার ব্রহ্মেতেই বিলীন হইয়া থাকে। ব্রহ্ম যেরূপ এই দৃশ্যমান জীবজগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই, সেইরূপ সমস্ত দেবদেবী-মূর্ত্তিরও নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্মই।

প্রত্যেক দেবমূর্ত্তিই অনন্ত-শক্তি-সমন্বিত পরব্রহ্মের বিশিষ্ট শক্তির ঘনীভূত বিকাশ। যদি কেহ ঐ বিশিষ্ট শক্তি-কেন্দ্রকে অর্থাৎ বিভিন্ন দেবমূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া অমূর্ত্ত, অখণ্ড বা পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাও সম্যক্ সার্থক হইবে; যেহেতু ঐ সকল বিশিষ্ট দেবমূর্ত্তিরূপেও যিনি, অখণ্ড অমূর্ত্ত বা পূর্ণ ব্রহ্মরূপেও তিনিই। বরফখণ্ড ধরিয়া যদি কেহ জলের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার সেই ইচ্ছা যেমন নিষ্ফল হয়না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন মূর্ত্তির অবলম্বনে যদি কেহ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জানিতে চান, তবে তাহাও সেইরূপ নিষ্ফল হয়না। বস্তুতঃ ব্যষ্টিকে ধরিয়াই ত সমষ্টিতে উপনীত হইতে হয়।

মূর্ত্তি-কল্পনার আর একটা দিক আছে। যিনি বাক্যমনের অতীত, কেবল বোধস্বরূপ, তাঁহাকে যতক্ষণ অন্ততঃ কতক অংশে আমাদের মত স্থূলে নিয়া না আসিতে পারি, ততক্ষণ মানুষ আমরা,—আমাদের প্রাণের পরিতৃপ্তি হয়না। আমরা চাই—যিনি আমাদের প্রাণপ্রিয়, তাঁহাকে স্থূলে আনিয়া স্থূলদ্রব্য ভোগ করাইয়া একটু আদর করি; অন্ততঃ আদরের একটু ভাণও করিতে না পারিলে জীবনটা যেন নিতান্তই অকৃতজ্ঞতার শুষ্কভাবে শুষ্ক ও মলিন থাকিয়া যায়। দেবদেবী-মূর্ত্তিসকল ত আত্মপ্রেমেরই ঘনীভূত বিকাশ। সুতরাং প্রাণের দেবতাকে ভালবাসার প্রবল আকর্ষণে ঘন করিয়া—স্থূল মূর্ত্তিরূপে পরিণত করিয়া আহার বিহারাদি ব্যবহারিক জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতে পারিলে প্রাণে কতই না তৃপ্তি—কতই না শান্তি হয়! বস্তুতঃ আমাদের জন্য যদি তিনি ভোগ্য জগদ্রূপে প্রকাশিত হইতে পারেন, আমাদের রক্ষার জন্য যদি তিনি অগ্নি, জল বায়ু, খাদ্য প্রভৃতিরূপে স্থূলে প্রকাশিত হইতে পারেন, আমাদের জীবনরক্ষার্থ যদি তিনি জগতে নানাদ্রব্যের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে আমাদের ভক্তিদত্ত স্থূলদ্রব্য-গ্রহণের জন্য তিনি যে স্থূল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ বা বিচারের বিষয় কি থাকিতে পারে?

যাঁহারা বলেন, মূর্ত্তিপূজা কেবল অজ্ঞানীর জন্যই বিহিত, তাঁহাদের সে কথা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত নহে। মূর্ত্তিপূজা জ্ঞানীর পক্ষেও নিষিদ্ধ নহে। জ্ঞানী কে? যাঁহার জ্ঞান সর্ব্বতঃ প্রসার লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র একমাত্র ঈশ্বরের সত্তা-দর্শনে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনিই জ্ঞানী। এইরূপ জ্ঞানী যে-কোনও বস্তু অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মসত্তার উদ্বোধন করিতে পারেন। সুতরাং জ্ঞানীর পক্ষে মূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ নহে। তবে জ্ঞানীদিগের মধ্যে যিনি কৈবল্য-অবস্থায় নিয়ত অবস্থান করিবার সামর্থ্য লাভ করেন, কেবল তাঁহারই পক্ষে মূর্ত্তিপূজা অসম্ভব;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেহেতু, তৎকালে তাঁহার স্থূলদেহ-বিষয়ক জ্ঞানই থাকেনা। বস্তুতঃ সে অবস্থা সুদুর্লভ। যতদিন স্থূলদেহ আছে, ততদিন অল্পই হউক, আর বেশীই হউক, স্থূলের অবলম্বন রাখিতেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে, প্রারব্ধ কর্ম্মের সম্যক্ ক্ষয় ব্যতীত নিয়ত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান কদাপি সম্ভবপর নহে। অতএব যতদিন দেহরক্ষার জন্য স্থূল অন্নজলের প্রয়োজন আছে, ততদিন স্থূলমূর্ত্তি-অবলম্বনে পূজারও প্রয়োজন আছে। যাঁহারা মানুষ, যাঁহাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতারূপ অপূর্ব্ব ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কোনও না কোন রকমে স্থূলের পূজা করিবেনই।

তবে সাধারণের পূজায় আর তত্ত্বজ্ঞানীর পূজায় অনেক প্রভেদ আছে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমানশূন্য হইয়া পূজা করিয়া থাকেন, আর সাধারণ লোক বাসনার পীড়নে বাধ্য হইয়া পূজা করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা কেবল প্রেমেরই পূজা। তত্ত্বজ্ঞানী পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় থাকিয়া অকৈতব প্রেমের উপভোগ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন, আর যাঁহারা কাম্য-কর্ম্মে রত, তাঁহারা সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন।

আবার অনেকে বলেন, বাহ্যপূজা অধমেরও অধম। কথাটা একেবারে অসত্য নহে। যিনি সকলের অন্তরে নিত্য বিরাজমান, তিনিই যে স্থূলমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন,—এইরূপ জ্ঞান, এইরূপ অনুভব, এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যাহার না হয়, তাহার পূজাই বাহ্যপূজা, তাহার পূজাই অধমাধম পূজা হইয়া থাকে। তবে কথা এই যে, এইরূপ অধমাধম পূজা করিতে করিতেও মানুষ একদিন উত্তম পূজায় অধিকারী হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মসদ্ভাবযুক্ত পূজা করিতে সমর্থ হয়। যে পূজক দেখিতে পান—যিনি অন্তরে, কেবল আমার নহে, সকলেরই অন্তরে, আবার তিনিই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অবস্থিত, সেইরূপ পূজকের পূজা কখনই অধম হইতে পারেনা। তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পূজক বিশিষ্টমূর্ত্তি-দর্শনে প্রিয়তম পরমাত্মারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন ; তখন তাঁহার হৃদয়ে আত্মপ্রেমেরই উদ্বেলন হইতে থাকে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, মৃৎ, শিলা, ধাতু, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তি কখনই ঈশ্বর হইতে পারেনা ; সুতরাং মূর্ত্তিপূজা নিষ্ফল। তাহার উত্তরে বলিতে হয়, সত্যই মৃৎ, শিলা প্রভৃতি নির্ম্মিত মূর্ত্তিমাত্রই ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর ইহা ছাড়া আরও অনেক কিছু। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্। কেবল মূর্ত্তি কখনও সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেনা। কিন্তু যিনি ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি যে মূর্ত্তিতে নাই, ইহা ত কোন প্রকারেই বলা যায় না। 'ঘটই মাটী' এরূপ কথা বলা যায় না বটে, কিন্তু 'ঘট মাটীই' একথা খুবই সত্য। ঘটকে অবলম্বন করিয়া সকল মাটিরই জ্ঞান হইতে পারে। ঘটকে স্পর্শ করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যায়—আমি মাটি স্পর্শ করিলাম। ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, যতক্ষণ বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তাদি ঈশ্বরধর্ম্ম বা মহিমা প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন মানুষ ত উপাসক বা সাধকপদ-বাচ্যই হয় না ; সুতরাং তাহার নিকট মূর্ত্তি-রহস্য সম্যক্ অজ্ঞাত, তাহার নিকট মৃৎ-শিলাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি পুতুলরূপেই প্রতীত হয়। কিন্তু যিনি সাধক, যিনি সর্ব্বশক্তিমত্তাদি মহিম-সমন্বিতরূপে মূর্ত্তি-দর্শনে অভ্যস্ত, তিনি ঐ বিশিষ্ট মূর্ত্তির মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হন। সহজ কথায় বলা যায়—মূর্ত্তিকে মূর্ত্তিমাত্র মনে করিলেই তাহা ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, আবার ঈশ্বরস্বরূপ মহিম-মণ্ডিত করিয়া দর্শন করিলে ঐ জড়মূর্ত্তিই ঈশ্বররূপে—অভীষ্ট দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সাধকের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার এবং মাটি ঘটের উপাদান কারণ পৃথক্ ভাবে হইলেও এস্থলে বুঝিতে হইবে, উভয়বিধ কারণ ব্রহ্মই। সুতরাং স্থূল মূর্ত্তিরূপে যিনি প্রকাশিত, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকট তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। কিন্তু সাধারণ জীব জড়ত্বের মোহে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া কোনক্রমেই এই সত্য সম্যক্ ধারণা করিতে পারে না। এই জড়ত্বের মোহ দূর করিবার জন্যই আর্য্যঋষিগণ মূর্ত্তিপূজার বিধান করিয়াছেন।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, যদি ঈশ্বরের অভিন্ন নিমিত্তোপাদন কারণ বশতঃ মূর্ত্তিপূজায় ঈশ্বরেরই পূজা নিষ্পন্ন হয়, তবে আর বিশিষ্ট মূর্ত্তির কল্পনা কেন? কাষ্ঠ, প্রস্তর, মৃত্তিকাদি যে কোন বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া পূজা করিলেই ত হয়? এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়, যে-কোনও স্থলে, যে-কোনও পদার্থে পূজা করিলেই ঈশ্বরের পূজা হয়—ইহা স্বীকার্য্য বটে, তথাপি মূর্ত্তিগঠনের আবশ্যকতা আছে। আর হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট মূর্ত্তির পূজারও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর যে একটি তত্ত্বমাত্র নহেন, আকাশের ন্যায় জড়পদার্থ নহেন, তিনি যে চৈতন্যময়, তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি যে নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, তিনি যে করুণাময়, তিনি যে অশেষগুণের আকর, তাহা অনায়াসে অনুভবগম্য করিবার জন্যই হস্তপদাদি-অবয়ববিশিষ্ট তত্ত্বাবোদ্দীপক মূর্ত্তি বা বিগ্রহের পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত দেখিয়া উক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণকে বহুঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক বলিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি যদি অনন্ত হয়, তবে দেবদেবী-মূর্ত্তিও অসংখ্য হইতে পারে। একই ব্যক্তি যদি পিতা, শিক্ষক, গায়ক, পাঠক হইতে পারেন, তবে একই ব্রহ্ম বিভিন্ন শক্তিরূপ উপাধি-সহযোগে বিভিন্ন দেবদেবী-মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইতে বাধা কি? অধিকন্তু, অদ্বৈত দর্শন যখন সনাতন ধর্ম্মেরই নিজস্ব, এবং তন্মতে অদ্বয় ব্রহ্মই যখন দৃশ্য বস্তুমাত্রেরই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তখন সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ বহুর পূজা করিয়াও বহু-ঈশ্বরবাদী বা পৌত্তলিক হইতে পারেন না। পুতুল পূজা করিয়া পুতুলের অন্তরে বাহিরে যদি কেবল চৈতন্য-সত্তারই দর্শন হয়, স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী চিৎ-সত্তারই যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন ; তখন তাঁহার হৃদয়ে আত্মপ্রেমেরই উদ্বেলন হইতে থাকে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, মৃৎ, শিলা, ধাতু, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তি কখনই ঈশ্বর হইতে পারেনা ; সুতরাং মূর্ত্তিপূজা নিষ্ফল। তাহার উত্তরে বলিতে হয়, সত্যই মৃৎ, শিলা প্রভৃতি নির্ম্মিত মূর্ত্তিমাত্রই ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর ইহা ছাড়া আরও অনেক কিছু। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্। কেবল মূর্ত্তি কখনও সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেনা। কিন্তু যিনি ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি যে মূর্ত্তিতে নাই, ইহা ত কোন প্রকারেই বলা যায় না। 'ঘটই মাটী' এরূপ কথা বলা যায় না বটে, কিন্তু 'ঘট মাটীই' একথা খুবই সত্য। ঘটকে অবলম্বন করিয়া সকল মাটিরই জ্ঞান হইতে পারে। ঘটকে স্পর্শ করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যায়—আমি মাটি স্পর্শ করিলাম। ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, যতক্ষণ বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তাদি ঈশ্বরধর্ম্ম বা মহিমা প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন মানুষ ত উপাসক বা সাধকপদ-বাচ্যই হয় না ; সুতরাং তাহার নিকট মূর্ত্তি-রহস্য সম্যক্ অজ্ঞাত, তাহার নিকট মৃৎ-শিলাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি পুতুলরূপেই প্রতীত হয়। কিন্তু যিনি সাধক, যিনি সর্ব্বশক্তিমত্তাদি মহিম-সমন্বিতরূপে মূর্ত্তি-দর্শনে অভ্যস্ত, তিনি ঐ বিশিষ্ট মূর্ত্তির মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হন। সহজ কথায় বলা যায়—মূর্ত্তিকে মূর্ত্তিমাত্র মনে করিলেই তাহা ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, আবার ঈশ্বরত্বরূপ মহিম-মণ্ডিত করিয়া দর্শন করিলে ঐ জড়মূর্ত্তিই ঈশ্বররূপে—অভীষ্ট দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সাধকের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার এবং মাটি ঘটের উপাদান কারণ পৃথক্ ভাবে হইলেও এস্থলে বুঝিতে হইবে, উভয়বিধ কারণ ব্রহ্মই। সুতরাং স্থূল মূর্ত্তিরূপে যিনি প্রকাশিত, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকট তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। কিন্তু সাধারণ জীব জড়ত্বের মোহে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া কোনক্রমেই এই সত্য সম্যক্ ধারণা করিতে পারে না। এই জড়ত্বের মোহ দূর করিবার জন্যই আর্য্যঋষিগণ মূর্ত্তিপূজার বিধান করিয়াছেন।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, যদি ঈশ্বরের অভিন্ন নিমিত্তোপাদন কারণ বশতঃ মূর্ত্তিপূজায় ঈশ্বরেরই পূজা নিষ্পন্ন হয়, তবে আর বিশিষ্ট মূর্ত্তির কল্পনা কেন? কাষ্ঠ, প্রস্তর, মৃত্তিকাদি যে কোন বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া পূজা করিলেই ত হয়? এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়, যে-কোনও স্থলে, যে-কোনও পদার্থে পূজা করিলেই ঈশ্বরের পূজা হয়—ইহা স্বীকার্য্য বটে, তথাপি মূর্ত্তিগঠনের আবশ্যকতা আছে। আর হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট মূর্ত্তির পূজারও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর যে একটি তত্ত্বমাত্র নহেন, আকাশের ন্যায় জড়পদার্থ নহেন, তিনি যে চৈতন্যময়, তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি যে নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, তিনি যে করুণাময়, তিনি যে অশেষগুণের আকর, তাহা অনায়াসে অনুভবগম্য করিবার জন্যই হস্তপদাদি-অবয়ববিশিষ্ট তদ্ভাবোদ্দীপক মূর্ত্তি বা বিগ্রহের পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত দেখিয়া উক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণকে বহুঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক বলিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি যদি অনন্ত হয়, তবে দেবদেবী-মূর্ত্তিও অসংখ্য হইতে পারে। একই ব্যক্তি যদি পিতা, শিক্ষক, গায়ক, পাঠক হইতে পারেন, তবে একই ব্রহ্ম বিভিন্ন শক্তিরূপ উপাধি-সহযোগে বিভিন্ন দেবদেবী-মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইতে বাধা কি? অধিকন্তু, অদ্বৈত দর্শন যখন সনাতন ধর্ম্মেরই নিজস্ব, এবং তন্মতে অদ্বয় ব্রহ্মই যখন দৃশ্য বস্তুমাত্রেরই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তখন সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ বহুর পূজা করিয়াও বহু-ঈশ্বরবাদী বা পৌত্তলিক হইতে পারেন না। পুতুল পূজা করিয়া পুতুলের অন্তরে বাহিরে যদি কেবল চৈতন্য-সত্তারই দর্শন হয়, স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী চিৎ-সত্তারই যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্বোধন হয়, তবে আর পৌত্তলিকতার অথবা বহু ঈশ্বরত্বের স্থান কোথায় থাকে ? তাঁহারাই যথার্থ পৌত্তলিক, যাঁহারা ঈশ্বরকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রূপে, মাত্র জগৎ-কর্ত্তারূপে দেখিয়া থাকেন। যেরূপ গৃহের কর্ত্তা গৃহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, সেইরূপ যিনি জগৎকর্ত্তা, তিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক,—এইরূপ অস্ফুট জ্ঞানের সংস্কার-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই পৌত্তলিক। কারণ, যাহা জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, যিনি স্বয়ংই জগৎ-রূপে প্রকাশিত হন নাই, তিনি কোন বিশিষ্ট পদার্থই হইবেন। বিশিষ্ট পদার্থ এবং পুতুল একই কথা। কিন্তু সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীরা ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যময় বলিয়া মনে করিয়া সর্ব্ব বিশেষের মধ্য দিয়াও নির্ব্বিশেষ স্বরূপটি উপলব্ধি করিবার সুযোগ ও সামর্থ্য লাভ করেন; তাই তাঁহারা পৌত্তলিক ও বহু ঈশ্বরবাদী নহেন।

অনেকে বলিতে পারেন, পুরাণাদি শাস্ত্রে বিভিন্ন ঈশ্বরের বর্ণনা রহিয়াছে এবং এক এক শাস্ত্রে এক একজনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যান্য দেবতার ন্যূনতা বর্ণিত হইয়াছে; তবে ত ঈশ্বর বহু-ই। তদুত্তরে বলা যায়, যে-শাস্ত্রে যে-দেবতার প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রে সেই দেবতাকে কারণ-ব্রহ্মরূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র একমাত্র কারণ-ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রধানরূপে, উপাস্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে; পক্ষান্তরে, কার্য্যব্রহ্ম তদপেক্ষা ন্যূনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই তত্ত্বটির প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিলেই হিন্দুদিগের বিভিন্ন শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধি-বাক্যসমূহের সুমীমাংসা হইয়া যায় এবং বহু-ঈশ্বরবাদেরও একেশ্বরবাদিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে কষ্ট হয় না। স্থূল কথা এই যে, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত, যাঁহাতে স্থিত এবং পুনরায় যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই জগৎকারণ বা কারণ-ব্রহ্ম; সুতরাং তিনিই উপাস্য। অন্য সকলই তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়; সুতরাং তাঁহারা তদপেক্ষা ন্যূন। অতএব শিব, বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণেশ প্রভৃতি দেবতাবর্গের মধ্যে তত্ত্বদৃষ্টিতে কেহই বড় বা ছোট নহেন; সকলেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বিলাস। তন্মধ্যে যে কোন একটিকে পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ ধরিয়া লইলেই অপর দেবতাগণ তাঁহার শক্তিবিশেষ বা তদপেক্ষা ন্যূন হইয়া পড়েন। মনে রাখিতে হইবে, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি নাম এবং বিভিন্ন রূপমাত্রই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নহে; ঐ সকল নাম ও রূপ ব্রহ্ম লাভের উপায় মাত্র। অতএব যাঁহারা বলেন, হিন্দুরা জড়ের অর্থাৎ কাঠ মাটি পাথরের পূজা করে, তাহারা ভ্রান্ত।

আবার এক শ্রেণীর লোক বলেন, হিন্দুরা জড়ের পূজা করিয়াই জড়, অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; তাহাও সত্য নহে। বর্ত্তমানকালে এই হিন্দু জাতির মধ্যে যে জড়তা পরিলক্ষিত হয়, উহা মূর্ত্তিপূজার ফল নহে,—মূর্ত্তিতে চৈতন্য-দর্শনের অভাবের ফল। পূর্ব্বকালে এ দেশের ঋষিগণ এই পরিদৃশ্যমান অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী প্রভৃতি স্থূল-পদার্থ-অবলম্বনেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন; কিন্তু কেহই ত তাঁহাদিগকে অলস, অকর্ম্মণ্য বলিয়া তিরস্কার করিতে সাহস করেন না। এ জগৎ যে প্রাণময়, চৈতন্যময় এবং চৈতন্যই যে জড়রূপে প্রতীয়মান—এ শিক্ষা হিন্দুজাতি যেদিন হইতে হারাইতে বসিয়াছে, সেই দিন হইতেই জড়ত্ব, অলসতা, অকর্ম্মণ্যতা এই জাতির উপর ক্রমে ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। সুতরাং শিশুস্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট ঋষিগণের বিধি-বিধানগুলির সার্থকতা উপলব্ধ হয় না বলিয়াই তাহারা ঋষিপ্রণীত বিধানগুলির নিন্দা করিয়া ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়া থাকে,। কিন্তু এতদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কি শুনিতে পায়না যে, এই ভীষণ জড়তার যুগেও, ঘন-অজ্ঞান-অন্ধকারের যুগেও, এমন অনেক মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করিয়াও জড়ত্ব-সর্ব্বস্ব সমাজকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছেন। গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—যে পর্য্যন্ত সর্ব্বব্যাপী জলপ্লাবন উপস্থিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত কূপ, সরোবর প্রভৃতি হইতে জল গ্রহণ করিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নানপানাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। অতএব, যতক্ষণ ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবে বা কৈবল্যাবস্থায় উপনীত হওয়া না যায়, ততক্ষণ জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই নিষ্কাম বা সকামভাবে শাস্ত্র-বিহিত মূর্ত্তি-পূজাদি কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যেরূপ গাভীর দুগ্ধ গাভীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইলেও কেবল স্তন-মুখ হইতেই দুগ্ধ-ক্ষরণ হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও প্রতিমা বা মূর্ত্তির মধ্য দিয়াই তাঁহার বিশিষ্ট প্রকাশ হইয়া থাকে। আমরা প্রতি নিয়ত বায়ু-সমুদ্রে বাস করিলেও গ্রীষ্ম সন্তাপ নিবৃত্তির জন্য যেমন এই বায়ু-সমুদ্রেই পাখার সাহায্যে একটা বিশিষ্ট বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করি, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহাকে বিশিষ্টভাবে অনুভব করিতে হইলে প্রতিমাদি মূর্ত্তির অবলম্বনে পূজা-উপাসনাদি করা একান্ত আবশ্যক। যতক্ষণ কৈবল্য-অবস্থায় উপনীত হওয়া না যায়, ততক্ষণ শাস্ত্রাদির সাহায্যে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের বিশেষ অভিব্যক্তি সম্ভোগ করিতে হয়। সুতরাং জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই শাস্ত্র-বিহিত মূর্ত্তিপূজাদি-কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

পূজার প্রতিমা সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক। দুর্গাপূজার প্রতিমার কথাই ধরা যাউক। নন্দীকেশ্বর-পুরাণে দেবীর যে মহিষমর্দ্দিনীর রূপ ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত আছে, এতকাল সেই রূপের প্রতিমা গড়িয়া পূজা করা হইত। অধুনা অভিনব-রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সেই রূপে অরুচি হওয়ায় তাঁহাদের সুরুচির বিচারে দেবীর পৌরাণিক রূপ পুরাতন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দেবীকে আধুনিক রণরঙ্গিণীরূপে প্রকটিত করিতেছেন। দেবীর ধ্যানে আছে—দেবী রুধিরবমনকারী সিংহের উপরে দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া বামপদ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি স্থাপন করিয়াছেন। এখন আর দেবীর বামাঙ্গুষ্ঠস্পর্শ মহিষাসুরের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতেছেনা। আধুনিক শিল্পিগণ দেখাইতেছেন, মহিষাসুর দেবীর সমীপে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে। অথচ ধ্যানে আছে—দেবী নাগপাশে মহিষাসুরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেষ্টিত করিয়া সেই নাগের পুচ্ছসহ অসুরের কেশ বাম হস্তে ধারণ করিতেছেন। কিন্তু এখনকার শিল্পীদের প্রতিমায় দেবীর বামহস্তে অসুরের কেশ নাই। অসুর এমন ভাবে যুদ্ধ করিতেছে যে, দেবী যেন তাহার কেশ ধরিতেই পারিতেছেন না—অসুর এমনি পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছে, যেন দেবী একা তাহার সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া গণেশ গদা তুলিয়া অগ্রসর হইতেছেন, কার্ত্তিক ময়ূর হইতে নামিয়া ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া অসুরকে আক্রমণ করিতেছেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পদ্ম, বীণা প্রভৃতি অস্ত্র হস্তে লইয়া মহিষাসুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। তদুপরি, শিবও ত্রিশূলহস্তে মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকারে যে সব শিল্পী যতপ্রকার কলাকৌশল দেখাইতে পারিতেছেন, তাঁহাদের খ্যাতি ততই বাড়িতেছে। সরস্বতী-পূজায়ও সরস্বতীর প্রতিমায় এই ধরণের কলাকৌশল চলিয়াছে।

উপাস্য দেবীকে লইয়া এই প্রকার খামখেয়ালী করা উচিত নহে। তন্ত্র-পুরাণ-চণ্ডী প্রভৃতিতে বর্ণিত ধ্যানমূর্ত্তির অন্যথা করা মোটেই সমীচীন নহে। তাহাতে শুধু অপরাধ হয়না, হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস উপহাসের বিষয় হয়। দেবীর ধ্যানমন্ত্রে দেবীর মহিষাসুর-বধলীলা-বর্ণনায় বলা হইয়াছে—অদ্বিতীয়া সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী দেবী নিজ বাহন সিংহের উপরে দক্ষিণপদ সংস্থাপন করিয়া বাম-পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মহিষাসুরকে নিপীড়িত করিয়া বামহস্তে উহার কেশপাশ ধারণ করতঃ দক্ষিণ-হস্তস্থিত ত্রিশূলের দ্বারা অসুরের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তাহাকে সংহার করিতেছেন। সেই যুদ্ধে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, কাহারও সহযোগিতার বর্ণনা নাই। দেবীর মহিষাসুর-বধলীলার প্রতিমা-নির্ম্মাণে দশভুজা শ্রীদুর্গাদেবী, তাঁহার বাহন সিংহ এবং মহিষাসুর—এই তিন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহাই তাঁহার মহিষাসুর-বধ-লীলার স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এই স্বরূপেরই পূজা করিয়াছিলেন। পুরাকালে ঘরে ঘরে উক্তরূপ প্রতিমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা হইত। মাত্র চারিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিতগণের নির্দ্দেশে প্রথমে সাত-পুতুল-যুক্ত প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। তাহাতে দেবীর দক্ষিণে ঐশ্বর্য্যশালিনী শ্রীলক্ষ্মী, এবং সিদ্ধিদাতা শ্রীগণপতি, আর বামে জ্ঞান-শক্তি-শ্রীসরস্বতী ও শৌর্য্যস্বরূপ শ্রীকার্ত্তিকেয়কে স্থাপিত করা হয়। কিন্তু দেবীর মহিষাসুর-বধ-লীলার সঙ্গে এই সকল স্বরূপের কোন সম্বন্ধ নাই। দেবীর পূজার পর ঐ সকল মূর্ত্তির পৃথক্ পৃথক্ পূজার ব্যবস্থা পুরাণে আছে। সুতরাং দেবীর মহিষাসুর-বধ-লীলায় তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতেছেন —এই ভাবে প্রতিমা নির্ম্মাণ করা অনুচিত।

আবার আধুনিক শিল্পীরা প্রতিমার সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের জন্যও নূতন নূতন কলা-কৌশল-প্রদর্শনেও ত্রুটি করিতেছেন না। যিনি সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পূর্ণেন্দু-সদৃশাননা, নবযৌবনসম্পন্না, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা শিব-রাণী, যাঁহার স্বরূপ-শোভার তুলনা নাই, তাঁহাকে আধুনিক শিল্পিগণ নিজেদের ইচ্ছামত সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিতে গিয়া কেবল যে দুঃসাহসিকতার ও দুর্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছেন তাহা নহে, অধিকন্তু ধ্যানমূর্ত্তির ব্যতিক্রম করিয়া পূজাও পণ্ড করিতেছেন। সুতরাং পূজার প্রতিমা ধ্যানবর্ণিত পূজার যোগ্য করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে শাস্ত্রবিধানানুসারে তাহার পূজা করাই সঙ্গত। তৎপরে আমোদ-আহ্লাদ করিতে হয় করুক, তাহাতে বাধা নাই। বিভিন্ন মনমানা কলাকৌশল দেখাইয়া পূজামণ্ডপে একই মায়ের পূজা-প্রতিমাকে ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্ম্মাণ করা মোটেই উচিত নহে। ইহাতে যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে, সভ্য জগতের জনগণের নিকট হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিকের ধর্ম্ম বলিয়া অবজ্ঞাত করাও হয়।

পূজার প্রতিমা-নির্ম্মাণকল্পে যেমন শাস্ত্রবিধি অনুসরণীয়, পূজার দেবতার বীজমন্ত্র সম্বন্ধেও শাস্ত্র-নিয়ম তেমনি অলঙ্ঘনীয়। দ্রব্যের গুণ বা শক্তির ন্যায় শব্দেরও শক্তি আছে—যেমন বজ্রের শব্দে প্রাণ চমকিয়া উঠে, বীণার শব্দে মন মোহিত হয়। শব্দ দুই প্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদির অব্যক্ত শব্দকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বনি বলে এবং মনুষ্যাদির ব্যক্ত শব্দকে বর্ণ বলে। বর্ণ বলিতে অ, আ, ক, খ, প্রভৃতি বুঝায়। ঋষিগণ দ্রব্যগুণ পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন রোগবিশেষের ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন, সেইরূপ বর্ণগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেবতাবিশেষের বীজমন্ত্রও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং, তৎ তৎ মন্ত্রে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। অতএব যে ভাষায় যে ভাবে যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে মন্ত্র শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শুদ্ধভাবে ও শ্রদ্ধাসহকারে এবং সুষ্ঠুভাবে উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই বিশিষ্ট মন্ত্র দ্বারা সেই বিশিষ্ট দেবতার পূজা করাই সঙ্গত ও বিধেয়। মন্ত্রোচ্চারণ যথাবিধি না হইলে, বা মন্ত্রাক্ষর স্খলিত হইয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইলে, বা অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে, দেবতার আরাধনা বিফল হয়। তৎফলে পূজায় সিদ্ধিলাভ ত হয়ই-না, বরং অকল্যাণকে অনেক সময় ডাকিয়া আনা হয়। সুতরাং পূজানুষ্ঠানে শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগ করা কখনও উচিত নহে। গীতায়-ও বলা হইয়াছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ১৬।২৩

অতএব শাস্ত্রবিধানোক্ত পূজাই শ্রেয়ঃ—"জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি', (১৬।২৪) —অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম জানিয়া (অধিকারক্রমে) কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

ষোড়শ অধ্যায়
উপসংহার

১। প্রথম চরিত্র :—

চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে বর্ণিত সত্ত্বগুণান্বিত সুরথ ও সমাধি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিতান্ত দুঃখিত ও তীব্রবৈরাগ্যযুক্ত হইয়া শান্তি লাভের নিমিত্ত মেধস্ ঋষির প্রশান্তিময় আশ্রমে গমন করিলেন। কিন্তু মহামায়ার প্রভাবে তথায়ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা ঐকান্তিক মমতায় আকৃষ্ট হওয়ায় অতি দুঃখিত মনে ঋষির শরণাপন্ন হইলেন। তখন জ্ঞান-গুরু ঋষি প্রথমেই বৈষয়িক জ্ঞানের অসারত্ব প্রতিপাদন-পূর্ব্বক এবং বিষয়-গোচর জ্ঞানকে পশুপক্ষী প্রভৃতির জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাদের দম্ভ চূর্ণ করিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ তিনি মহামায়া-তত্ত্ব ও জগদ্-রহস্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের অন্তরাকাশে উদিত সন্দেহের ও অবৈরাগ্যের কালমেঘ দূরীভূত করিতে চেষ্টিত হইলেন।

ঋষি প্রথমেই মহামায়াতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া মায়ের বন্ধন-লীলার আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, মায়ের বন্ধন-লীলার অন্তরালে তাঁহার মুক্তিলীলার স্নেহময় ও আত্মহারা ভাব রহিয়াছে। জগন্মাতা তাঁহার সন্তানগণকে অমৃতময় সচ্চিদানন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য সততই ব্যস্ত এবং এই জন্যই তিনি এই অপূর্ব্ব সংসার-নাট্যলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ যে মহামায়ারই সচ্চিদানন্দের অনন্ত প্রবাহ মাত্র, তাহা বুঝাইবার জন্যই অদ্বিতীয়া হইলেও স্বীয় অসীম মহাশক্তির প্রভাবে নিজেকে অনন্তরূপে অনন্তরসে বিভাবিত করিয়াছেন—বৈচিত্র্য ও বৈষম্যযুক্ত তাঁহার সচ্চিদানন্দময় অনন্ত সন্তানগণের পরিতুষ্টি ও পরিপুষ্টির জন্য বিশ্বের যাবতীয় বস্তু তিনি রসময়, প্রেমময় ও মধুময় করিয়াছেন।

ক্রমে সত্যদর্শী ঋষি দেখাইলেন যে, সদসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বিকাশ-অবিকাশ, আলো-অন্ধকার সমস্তই একমাত্র জগজ্জননী মহাশক্তিতে সতত লীলায়িত; এজন্য মা মহাবিদ্যা হইয়াও মহামায়া, মহামেধা হইয়াও মহামোহ, আর মহাদেবী হইয়াও মহাসুরী। অর্থাৎ একাধারে বিরুদ্ধ ভাবসমূহের অপূর্ব্ব সমন্বয় এবং যুগপৎ অভিব্যক্তি একমাত্র অনন্ত-মহিমময়ী মাতৃলীলাতেই সম্ভব।

অতঃপর ঋষি সাধকগণকে সত্যে আরও দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য ও জগতের কল্যাণার্থ মধুকৈটভ-চরিত্রের সত্য-বিবরণ প্রদান করিলেন। সাধকদ্বয়ের (সুরথ ও সমাধির) চিত্তক্ষেত্রে যে অহমিকারূপী মদ ও মাৎসর্য্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাহারই অনুরূপ সত্য-কাহিনী-বর্ণনা দ্বারা তিনি তাঁহাদের চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক মাতৃতত্ত্বের অমৃতময় চিদানন্দধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এইরূপে মাতৃ-মহিমাশ্রবণে ধন্য ও পুলকিত সাধকদ্বয়ের অহমিকা ও মমতার স্থূলভাব নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা অহিংসা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন তাঁহাদের জগন্ময় অভেদ-দৃষ্টি প্রসারিত হইল, তাঁহারা ব্রহ্মময় হইয়া ব্রহ্মময়ীর নিত্য সত্তা বা সদ্‌ভাব উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন।

প্রথম চরিত্রের শেষাংশে মধুকৈটভ-বধ বর্ণিত হইয়াছে। তথায় দেখান হইয়াছে, মধুকৈটভ ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীরূপ মহাকালীর দেহে লীন হইল। স্বাধিষ্ঠান-পদ্মস্থিত বিষ্ণুর অসুর-নিধন-কার্য্য শেষ হওয়ায় আনন্দময়ী যোগনিদ্রা মা পুনরায় তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। তখন মহাকালী কুণ্ডলিনী অপ্‌তত্ত্বের ভাবসমূহ নিজদেহে বিলীন করিয়া তন্ময়তাপ্রাপ্ত বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে লইয়া স্বাধিষ্ঠান-চক্র হইতে তেজোময় মণিপুর-পদ্মে উত্থিতা হইলেন। সাধক ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদকরতঃ মাতৃকৃপায় একরস আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তেজোময় মণিপুরে আরোহণপূর্ব্বক তেজস্বিরূপে প্রতিভাত হইলেন। এইরূপ তেজস্বী সাধকের বর্ত্তমান, ক্রিয়মাণ, কিংবা আগামী কর্ম্মের বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি কালাতীত হন—কালের ভয় না থাকা হেতু, তিনি জন্মমৃত্যু-রোধকারী মৃত্যুঞ্জয় শিবস্বরূপ হইয়া থাকেন। এইরূপে সাধক মধুকৈটভের বিলয়হেতু অহিংসা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এবং মনোময় কোষের সংকল্প-বিকল্পাত্মক অনন্ত চাঞ্চল্য রোধ করিয়া বুদ্ধিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন।

জীবত্বের মালিন্যই গ্রন্থি বা বন্ধন। এই বন্ধন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে ত্রিবিধ। রজোগুণাত্মক মনের সংকল্পবিকল্পাত্মক বহুমুখী চাঞ্চল্যই জীবের কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত করিতে বাধা জন্মায়। রজোগুণময় মনের অনন্ত চাঞ্চল্য রোধ করিতে পারিলে এবং মায়ের শ্রী-পাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া চিত্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালিন্য দূর করিতে পারিলে, কুলকুণ্ডলিনী মা জাগ্রত হইয়া রজোগুণময় ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া দেন। তখন সাধক স্বাধিষ্ঠানে আপময় বা আনন্দময়ভাব লাভ করতঃ তেজস্তত্ত্বের কেন্দ্র-স্বরূপ মণিপুর-চক্রে আরোহণ করিয়া রিপুজয়ী তেজস্বিরূপে প্রতিভাত হন। ইহাই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদপূর্ব্বক তেজস্বী হওয়া এবং ইহাই জীবাত্মার স্বগত-ভেদ-বিলয় বা স্থূলে অভেদ-দৃষ্টি-প্রসার—ব্রহ্ম বা সদ্‌ভাব-প্রতিষ্ঠা।

২। মধ্যম চরিত্র :—

প্রথম চরিত্রে সাধক জগন্মাতার নিত্যজগন্ময়ী সত্যরূপ বিশ্বের সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই চরিত্রে মেধস্ ঋষি মায়ের চিন্ময় ও প্রাণময় রূপটি উদ্‌ঘাটনকরতঃ সাধকদ্বয়ের সম্মুখে উত্থাপিত করিয়াছেন। মধ্যম চরিত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে সর্ব্বত্রই প্রাণের বিকাশ—সকল ভাবেই 'চিৎ' এর ছড়াছড়ি! প্রথমেই ঋষি দেবগণের প্রাণময় ও শক্তিময় তেজসমূহ বাহির করতঃ সংঘবদ্ধ ও একীভূত করিয়া অত্যুজ্জল জ্যোতির্ম্ময়ী ভক্ত-জন-বিমোহিনী অপূর্ব্ব দুর্গামূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া মহাপ্রাণের সর্ব্বোত্তম বিকাশ দেখাইয়াছেন। তৎপরে অস্ত্ররূপী দেবশক্তিসমূহ এক একটি গ্রহণ করিয়া আবার অস্ত্ররাশির স্থূলাংশ পরিত্যাগ করতঃ প্রাণময় শক্তি-অংশ গ্রহণপূর্ব্বক দেবী কিরূপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় অপূর্ব্ব কৌশল প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাও ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইভাবে অন্যান্য দেবগণের বসন-ভূষণাদি প্রদান-ব্যাপারেও অপূর্ব্ব প্রাণের খেলাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতঃপর মায়ের অট্টহাসি, নাদের অভিব্যক্তি, আসমুদ্র মহীধর বসুধার প্রকম্পন, দেবতাগণের জয়ধ্বনি, অসুরগণের তৎক্ষণাৎ অস্ত্রকবচাদি ধারণ, মায়ের পাদপদ্ম-স্পর্শে পৃথিবীর নম্রতা, শেষ ও পাতালের বিক্ষোভ, ধনুর্জ্যানিঃসৃত টঙ্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেই মহাপ্রাণময়ীর চৈতন্যময়ী অনন্ত লীলার চাতুর্য্য প্রকটিত হইয়াছে।

যুদ্ধ মহোৎসবেও মা অসুরদিগকে অস্ত্ররূপ দিব্যশক্তির আঘাত দ্বারা এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্বাসদ্বারা প্রাণময় প্রমথ-সৈন্য সৃষ্টি করিয়া প্রাণের দিব্য অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার পদাশ্রিত সিংহটির পুষ্পচয়নের মত এক একটি করিয়া অসুরের প্রাণসমূহের চয়নের মধ্যেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। কণ্ঠচ্ছেদনের পরও কবন্ধগণের তান-মান-লয়ে বিচিত্র নৃত্য-ভঙ্গীতে প্রাণের অপূর্ব্ব ক্রিয়াশীলতা প্রকাশিত হইয়াছে। দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি, অসুর-সেনানায়কগণের যুদ্ধকৌশল, দেবীর হুঙ্কার, মহিষাসুরের বিবিধরূপ ধারণ, প্রপঞ্চময় যুদ্ধ-বিলাস, মায়ের মধুপান, গদ্‌গদ্‌ভাষণ, অসুরের বীর্য্য-নিরোধ, গন্ধর্ব্বপতিগণের জয়োল্লাস-সঙ্গীত, অপ্সরাগণের দিব্যনৃত্য, দেবগণ ও মহর্ষিগণের সমবেত স্তব, প্রার্থনা ও বরপ্রাপ্তি প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে সর্ব্বত্রই ধারাবাহিক রূপে যেন প্রাণের এক বিচিত্র তরঙ্গ উদ্বেলিত!—সকলের প্রাণেই যেন মহাপ্রাণময়ী মহাশক্তি মায়ের চৈতন্যময় স্পন্দন ও বিলাস তরঙ্গায়িত ও লীলায়িত! মায়ের এবংবিধ প্রাণের খেলা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই ক্রিয়াশীল। জীব-জগতের সর্ব্বত্র চিন্ময়ী মা বিশ্বের মহাপ্রাণরূপে প্রাণের খেলাই খেলিতেছেন।

প্রথম চরিত্রে সাধকের ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদপূর্ব্বক ব্রহ্ম বা সৎ-ভাব-প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। এই চরিত্রে দেখান হইয়াছে, সাধক তেজোরূপী মাতৃশক্তি লাভ করতঃ রজোগুণের সূক্ষ্মচাঞ্চল্য কতক বিলয় করিয়া অনাহত পদ্মে আরোহণ করিয়াছেন। এই অনাহত পদ্ম বা হৃদয়-প্রদেশই প্রাণের ক্ষেত্র। সাধক স্বীয়-প্রাণকে উদ্বুদ্ধ ও বিশুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বন্ধনাদি হইতে বিমুক্ত করিয়া মহাপ্রাণরূপে পরিণত করিয়াছেন এবং রজোগুণের সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য বিলয়-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ পদ্মে আরোহণ করিয়াছেন। ইহাই বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ—ইহাই জীবাত্মার স্বজাতীয় ভেদ-নাশ বা সূক্ষ্মে অভেদ-দৃষ্টি-প্রসার—**আত্মভাব বা চিদ্‌ভাব-প্রতিষ্ঠা।**

এই চরিত্রে সাধক মধুকৈটভরূপী অহমিকা ও মমতার স্থূলভাব বিলয় করতঃ অহিংসা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তেজস্তত্ত্বে উপনীত এবং তেজস্বিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিভাত হইয়াছেন। তাঁহার বহির্মুখী চাঞ্চল্য শান্তভাবাপন্ন হইয়াছে—তাঁহার মলিনতা বিমলতায় ও উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত হওয়ায়, তিনি প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে সাধকের বহির্মুখী ভোগাসক্তির ভাব নষ্ট হইয়া আগামী জন্মের কারণ বিলীন হইলেও, তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হয় নাই। সাধকের প্রশান্ত ভাবের অন্তরালে সূক্ষ্মভাবাপন্ন আসুরিক মালিন্য ও চাঞ্চল্য সমূহ লুক্কায়িত আছে। ঐ সকল মালিন্য ও চাঞ্চল্য সাধকের অজ্ঞাতসারে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে—কেবল যথাযোগ্য দেশকাল-পাত্র-সংযোগের অপেক্ষা করিতেছে। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক জগতে যাঁহারা সাধনার উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই আসুরিক সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য সতত অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই মালিন্য ও চাঞ্চল্যময় অসুরসমূহকে নিজ খণ্ড খণ্ড দেবশক্তির দ্বারা জয় করা যায় না। পরমাত্মময়ী-মাতৃচরণে শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপার দ্বারা দেহের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল দেবশক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিলে, সেই সম্মিলিত মহাশক্তিই অসুর-নিধন করিতে সমর্থ হন। শরণাগত সাধকগণের পক্ষে মা স্বয়ং সাধক-হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করতঃ দেবভাব-সমূহকে ঐক্যবদ্ধ ও দীপ্ত করিয়া আসুরিক ভাবসমূহকে দলনপূর্ব্বক সাধককে প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, সত্যের স্বভাব দৃঢ়তা ও প্রাণের স্বভাব কোমলতা। সুতরাং জ্ঞানের আঁচ দ্বারা দৃঢ়ভাবাপন্ন সত্যময় প্রাণকে গলাইতে হইবে। এইজন্য মধ্যম চরিত্রে প্রাণ ও জ্ঞান-প্রতিষ্ঠারূপ মহামহোৎসব সুসম্পন্ন করিবার অপূর্ব্ব আয়োজন। প্রাণই মানবের অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণত্ব আনয়ন করে। সুতরাং প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা সচেতন হইয়া ভগবানের বিশ্বলীলাতে জ্ঞানময় দৃষ্টি প্রসারিত করা মানব-জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। যখন বর্ষাকালে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের প্রতিবন্ধকতায় বাহিরের কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা জন্মায়, তখন মানব-হৃদয়ে অপূর্ণতা বা অভাবের শূন্যতার মধ্যে চির-বিরহী প্রাণে ব্যথার এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতৃপ্তির তুফান উদ্বেলিত হয়। কি যেন একটা অজানার দিকে টান মানবের মানস-সরোবরকে তরঙ্গায়িত ও আন্দোলিত করিতে থাকে! চির-বিরহী জীবের পরম পুরুষের প্রতি এই স্বাভাবিক টানই বর্ষার রথোৎসব-লীলারূপে অভিব্যক্ত ও আচরিত। আবার শরতের আগমনে বাহ্য প্রকৃতিতে প্রাণের অপূর্ব্ব সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়—আকাশে, বাতাসে, বৃক্ষলতায় প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামল সজীব ভাব প্রাণের অন্তঃস্থলে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা ও চেতনার উদ্দীপন করিতে থাকে। বর্ষার বন্ধন-ভাব ক্রমে বিদূরিত করিয়া শরৎ মুক্তির ও শান্তির শুভ বার্ত্তা জ্ঞাপন করে। তাই বর্ষাকালে অজানাকে পাইবার জন্য অতৃপ্তির ভাব শরতের শুভাগমে ক্রমে বিদূরিত হইয়া যেন সেই অজানাকে জ্ঞানের সন্ধান জানাইয়া দেয়। তাই শরৎ কোমলতায়, বিমলতায় এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ; এই জন্য এই কালেই প্রাণময়ী ও জ্ঞানময়ী মহামায়া মা মর্ত্ত্যধামে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভক্তগণের পূজা গ্রহণ করতঃ কৃতার্থ করেন। এই সময়ে সকলেই শারদীয় উৎসবানন্দে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। তৎপরে বিজয়া দশমীতে শত্রু-মিত্র, ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত ভেদাভেদ ভুলিয়া কোলাকুলি করতঃ প্রাণের বিকাশ দেখাইয়া যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন! মধ্যম চরিত্রে সেই মহাপ্রাণময়ী দুর্গার আবির্ভাব-রহস্য এবং যুদ্ধরূপে-করুণা-প্রকাশ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

৩। উত্তর চরিত্র :—

প্রথম চরিত্রে দেখান হইয়াছে—সাধক তেজস্তত্ত্বের কেন্দ্র-স্বরূপ মণিপুর-চক্রে আরোহণ করিয়া রিপুজয়ী তেজস্বিরূপে প্রতিভাত হন—ইহাই সাধকের ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ পূর্ব্বক তেজস্বী হওয়া—ইহাই জীবাত্মার স্বগতভেদবিলয় বা স্থূলে অভেদ-দৃষ্টি-প্রসার—ব্রহ্ম বা 'সৎ'-ভাব-প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় চরিত্রে দেখান হইয়াছে—সাধক স্বীয় প্রাণকে উদ্বুদ্ধ ও বিশুদ্ধ করিয়া মহাপ্রাণরূপে পরিণত করেন এবং রজোগুণের সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য বিলয় পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ পদ্মে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরোহণ করেন—ইহাই বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ—ইহাই জীবাত্মার স্বজাতীয় ভেদ-নাশ বা সূক্ষ্মে অভেদ-দৃষ্টি-প্রসার—ইহাই আত্মভাব বা 'চিৎ'-ভাব প্রতিষ্ঠা। উত্তর চরিত্রে দেখান হইয়াছে,—সাধক বিশুদ্ধ চক্রে অন্তর্মুখী তমোগুণের কারণ—অবস্থাময় চাঞ্চল্য কতক নষ্ট করিয়া আজ্ঞাচক্রে উত্থিত হন। সেখানে কারণাত্মক তমোগুণের সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য ও বীজসমূহ বিনাশ ও বিলয় করিয়া পরিশেষে সাধক পরমানন্দময় পরমাত্মধাম সহস্রারে গমন করেন—ইহাই যোগের ষট্ চক্রভেদ বা তমোগুণময় রুদ্র-গ্রন্থিভেদ—ইহাই জীবাত্মার বিজাতীয় ভেদ বিলয় পূর্ব্বক পরমাত্মার সহিত একান্তভাবে মিলন বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' —ইহাই কারণে অভেদভাব-প্রতিষ্ঠা—পরমাত্মার সহিত মিলনে স্বরূপ-আনন্দের প্রতিষ্ঠা।

চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে সাধক 'বাহু যুদ্ধ' বা কর্ম্মময় সাধনা দ্বারা অহিংসা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; মধ্যম চরিত্রে সাধক জ্ঞানময় সাধনা দ্বারা গুণক্ষয় করতঃ ক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু কঠোর কর্ম্মযোগদ্বারা সাধকের চিত্ত দৃঢ় ও কর্কশ হয় এবং জ্ঞানযোগের সাধনাতেও সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্র আশানুরূপ দ্রবীভূত বা কোমলতা প্রাপ্ত হয় না। এই সব কারণে জ্ঞানযোগ দ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত সাধককে প্রেমভক্তিতে বিগলিত এবং সম্পূর্ণ অবনমিত করিয়া পরমানন্দ প্রদান করাই উত্তর চরিত্রের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধ পরাভক্তির সম্যক উদয় হইতে পারে না। এইজন্য ভগবতীর কৃপাই উত্তম বা উত্তর চরিত্রে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ বা নানাবিধ সাধন-কৌশলরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে সাধকের অন্নময় কোষ ভেদ হইয়াছে, অর্থাৎ ভোগা-সক্তির বহির্মুখী চাঞ্চল্যসমূহের স্থিরতাপ্রাপ্তিপূর্ব্বক সাধক সত্য লাভ করিয়াছেন। মধ্যম চরিত্রে সাধকের প্রাণময় কোষ ভেদপ্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রাণ জাগ্রত হইয়াছে। অর্থাৎ ভোগসক্তির অন্তর্মুখী সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য নষ্ট হইয়া সাধকের বিশ্বময়-প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উত্তর চরিত্রে প্রথমতঃ সাধকের মনোময় কোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেদ হইয়াছে; অর্থাৎ বিশুদ্ধ-পদ্মে মনের সংকল্প-বিকল্পাত্মক চাঞ্চল্য সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়া মনটি আকাশবৎ নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত ও বিশুদ্ধভাবাপন্ন হওয়ার পর উহা আজ্ঞা-চক্রে উত্থিত হইয়াছে। সেখানে মনের নিজ ক্ষেত্র বশতঃ সাধকের বিশুদ্ধ মন বিশেষরূপে বলপ্রাপ্ত, বুদ্ধি বিকশিত ও ধী স্থিত হওয়ায় সাধক বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মধ্যম চরিত্রে সাধক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতঃ জ্ঞানলাভ দ্বারা ব্রহ্মবিদ্ হইয়াছেন। উত্তর চরিত্রে ক্রমে আনন্দের আতিশয্য বা ক্রমাধিক্য ভাব-প্রযুক্ত সাধক ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্-বরীয়ান্ এবং ব্রহ্মবিদ্-বরিষ্ঠ অবস্থা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। প্রথম চরিত্রে সত্ত্বগুণান্বিত সাধক মায়ের নিত্য জগন্ময়ী বা সন্ময়ী রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তৎপরে মধ্যম চরিত্রে অন্তরে বাহিরে বিশ্বরূপে চিন্ময়ী ও প্রাণময়ী মায়ের জ্যোতির্ময় রূপ-দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া তিনি জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। উত্তর চরিত্রে সাধক সর্ব্বতঃ সর্ব্বভাবে আনন্দময়ী মায়ের ব্রহ্মানন্দে ও প্রেমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেহ-রথের জয়যাত্রা সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। এইরূপ ভাগ্যবান সাধকের উদ্‌যাপিত মহাব্রত সিদ্ধ হয় এবং অপরাজিতা মা সাধক ভক্তকে বিজয়-তিলক পরাইয়া দেন ও স্বীয় ব্রহ্মানন্দময় ক্রোড়ে গ্রহণ করতঃ প্রেমানন্দ সুধা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন।

পরমাত্মাভিমুখী বিলোমগতি-প্রাপ্ত সত্ত্বগুণান্বিত সাধক পারিপার্শ্বিক তমোগুণময় অবস্থার পীড়নে তীব্রবৈরাগ্যযুক্ত হইয়া শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইলেও কিরূপে তাঁহাকে আসুরিক চাঞ্চল্য দ্বারা অতি দুঃখিত হইতে হয়, তাহা প্রথম চরিত্রে দেখান হইয়াছে। তৎপরে সত্যে প্রতিষ্ঠিত সত্ত্বগুণময় সাধকের সঞ্চিত কর্ম্মবীজ সমূহ আসুরিক রজোগুণময় সূক্ষ্মভাব-চাঞ্চল্য রূপে তেজোময় ও প্রাণময় ক্ষেত্রে প্রকট হইয়া কিরূপে তাঁহার দেবভাবসমূহকে পরাজয় করে এবং পরিশেষে মাতৃকৃপাদ্বারা উহারা বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই মধ্যম চরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর চরিত্রে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় সাধকের চিত্তের কারণাংশে যে সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রারব্ধ কর্ম্মের বীজ লুক্কায়িত থাকে, উহাদিগকে মাতৃরূপাদ্বারা কিরূপে বিকাশ ও বিনাশ করিতে হয়, তাহাই উত্তম বা উত্তর চরিত্রে দেখান হইয়াছে। আগামী কর্ম্ম এবং সঞ্চিত কর্ম্মরাশি বা কর্ম্মবীজসমূহ জ্ঞানপ্রভাবে ভস্মীভূত হয়, কিংবা দগ্ধবীজবৎ অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা থাকেনা; কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মরাশি ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না। এই জন্য জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়। এই সব কারণে উত্তর চরিত্রে প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহের অনন্ত বিকাশ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানময় ঋষি জীবন্মুক্তি-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

যে সকল সাধক এই তৃতীয় বা অমৃতময় স্তরে আরোহণ করেন, তাঁহাদের আত্মপর ভেদ থাকে না—তাঁহাদের নিকট জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ, সমস্তই একাকার হইয়া যায়,—তাঁহারা জীবিত থাকিয়াই জীবন্মুক্তির পরম ভাব আস্বাদন করতঃ জীবন্মুক্তরূপে বিরাজ করেন। প্রারব্ধের ফলে সুখময় বা দুঃখময় যে কোন অবস্থা উপস্থিত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই তাঁহারা পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় বৈরাগ্যের তাড়নে তাঁহারা যাহা যোগবিঘ্নকর বোধে পরিত্যাগ করেন, তাহাও প্রেমানন্দে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র-সমন্বিত সংসারকে বন্ধনের কারণ বলিয়া তাঁহাদের মনে হয় না, বরং তাঁহাদের দৃষ্টিতে সংসার প্রেমানন্দপ্রদ চিন্ময় বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। তখন তাঁহারা সংসারের বা জীবজগতের সর্ব্ববিধ চেতন বা অচেতন বস্তুর মধ্যে ভূমারূপী ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ রূপে দর্শন ও অনুভব করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জীবের প্রবৃত্তিমুখী উদ্দাম গতির নিরোধ বা সংযম না হইলে গীতার মধুময় উপদেশ ও চণ্ডীর আনন্দময় সাধনা সাধক-জীবনে কার্য্যকরী হয় না। করুণাময় ভগবানের অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতায় জন্ম-জন্মান্তরীণ কর্ম্মভোগের কৌশলরূপ কৃপা দ্বারা যখন জীবের আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ হয়, যখন জীব গীতার অমৃতময় উপদেশাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া উহা প্রতিপালন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, তখনই তাহার চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। গীতাদ্বারা মানব-জীবন-গঠনের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠিত হয়, আর চণ্ডী-সহায়ে তদুপরি সুদৃশ্য-মন্দির-গঠনান্তে আত্মময় ও মাতৃময় ভগবৎ--পূজাদ্বারা সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। গীতাতে কুরুক্ষেত্ররূপী জীবন যুদ্ধের সূচনা বা উদ্যোগ, আর চণ্ডীতে সেই যুদ্ধের আরম্ভ, ক্রিয়াশীলতা, পরিণতি ও সিদ্ধি। গীতাতে যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ কীর্ত্তন, আর চণ্ডীতে উহাদের প্রয়োগ-কৌশলাদি আচরণ দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ও সচ্চিদানন্দত্ব লাভ। গীতাতে যাহা শিক্ষা বা শ্রবণ, চণ্ডীতে তাহারই অভ্যাস দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি পূর্ব্বক আনন্দ-প্রাপ্তি। গীতাতে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ভগবদুপাসকের পর্য্যায় উল্লিখিত, আর চণ্ডীতে উহাদের বিস্তারিতভাব বিশিষ্ট উদাহরণ সহ সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত। গীতার দেবাসুর সম্পদ্-বিভাগ, গুণত্রয়-বিভাগ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ, শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ প্রভৃতি বেদ-বেদান্ত-সম্মত সমস্ত তত্ত্বই চণ্ডীতে বিস্তৃতভাবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া সুবিন্যস্ত ও সুবিকাশিত। গীতাতে শরণাগতির যে অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই চণ্ডীতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। মোট কথা, গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে যাহা উপদিষ্ট বা প্রবর্ত্তিত, তাহারই বিস্তারিত প্রয়োগ-কৌশল, সাধনা ও সিদ্ধি দ্বারা চণ্ডী উজ্জ্বলীকৃত।

এক্ষণে যাঁহার অহেতুকী কৃপায় চণ্ডীর এই ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল, সেই জগন্মাতা ভগবতী ভবানীর অতুল রাতুল অভয় শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ এই গ্রন্থের উপসংহার করিলাম।

'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

হরিঃ ওঁ তৎসৎ!!

ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ ওঁ !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাত্যায়নী তন্ত্র-সম্মত চণ্ডীর শ্লোক ও মন্ত্র সংখ্যা

১ম অধ্যায়ে	৭৮ শ্লোক	১০৪ মন্ত্র
২য় অধ্যায়ে	৬৮ শ্লোক	৬৯ মন্ত্র
৩য় অধ্যায়ে	৪১ শ্লোক	৪৪ মন্ত্র
৪র্থ অধ্যায়ে	৩৬ শ্লোক	৪২ মন্ত্র
৫ম অধ্যায়ে	৭৬ শ্লোক	১২৯ মন্ত্র
৬ষ্ঠ অধ্যায়ে	২০ শ্লোক	২৪ মন্ত্র
৭ম অধ্যায়ে	২৫ শ্লোক	২৭ মন্ত্র
৮ম অধ্যায়ে	৬১½ শ্লোক	৬৩ মন্ত্র
৯ম অধ্যায়ে	৩৯ শ্লোক	৪১ মন্ত্র
১০ম অধ্যায়ে	২৭½ শ্লোক	৩২ মন্ত্র
১১শ অধ্যায়ে	৫০½ শ্লোক	৫৫ মন্ত্র
১২শ অধ্যায়ে	৩৮ শ্লোক	৪১ মন্ত্র
১৩শ অধ্যায়ে	১৭½ শ্লোক	২৯ মন্ত্র

—অর্থাৎ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ৫৭৮ শ্লোক—৭০০ মন্ত্র আছে। কিন্তু রুদ্রযামল-তন্ত্র-মতে চণ্ডীর শ্লোক-সংখ্যা ৫৭৯ ও মন্ত্র-সংখ্যা ৭০০ এবং বারাহী তন্ত্রমতে চণ্ডীতে ৫৮৮½ শ্লোক ও মন্ত্র-সংখ্যা ৭০০।

চণ্ডীর ষট্ সংবাদ কথা

মেধাস্তু কথয়ামাস সুরথায় সমাধয়ে।
সা কথা কথিতা পশ্চাৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ ॥ ১
তামেব কথয়ামাসুঃ পক্ষিণঃ জৈমিনিং প্রতি।
অনেনৈব বিধানেন কথাঃ ষড়্বিধিকা মতাঃ ॥ ২
(বা এষা ষট্সংবাদ-কথা সপ্তশত্যাঃ পুরাতনী।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থ-পরিচিতি

পণ্ডিতপ্রবর, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

পণ্ডিত মহাশয়, আপনার বইখানি পড়িয়া একটা অপ্রত্যাশিত তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিলাম। আপনি চণ্ডীর মৌলিক আখ্যায়িকার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন রূপক-ব্যঞ্জনা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইবার শক্তির পরিচয় বহন করে। অবশ্য আমি সাধনের বিভিন্ন স্তর ও সাধনমার্গে নানা বাধা-বিঘ্ন-চিত্ত-বিক্ষেপের সহিত পরিচিত নহি। তথাপি আপনি বহির্ঘটনার মধ্যে যে চমৎকার অধ্যাত্ম অর্থ আরোপ করিয়াছেন, তাহা যুক্তির দিক দিয়া যেমন সারবান, সাধনার গূঢ় রহস্যের উপর আলোক-সম্পাতের জন্য সেইরূপ ভ্রান্তি-নিরসনকারী। বাস্তবিক আমরা শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আমাদের পূজা-পদ্ধতিকে হাস্যজনক প্রহসনে পরিণত করিয়াছি। এই অজ্ঞতা ও বহিঃপ্রবণতার জন্যই আমাদের পূজাতে চিত্তশুদ্ধি বা অধ্যাত্ম শক্তি লাভ হয়না। তত্ত্ব বুঝাইবার ও আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিবার অধিকারী গুরুরও একান্ত অভাব। কাজেই, যে হিন্দুধর্ম্ম গুরুবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উপযুক্ত তত্ত্বদর্শী ও সাধনারত গুরুর অভাবে প্রায় নিস্ফল হইতে চলিয়াছে। আজ পূর্ব্ববঙ্গে যে অসহায়তার রোদনধ্বনি দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তাহা আমাদের প্রচলিত ধর্ম্মের অন্তঃসার-শূন্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আপনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রণালী ও ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সংশয়চ্ছেদী। এরূপ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ-রচনার জন্য আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দু সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন। যখন ভাবি যে আমরা এই সমস্ত ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারদের অধঃপতিত বংশধর, তখন মন গ্লানি ও হতাশায় পূর্ণ হইয়া যায়। ধর্ম্মতত্ত্ব কেবল বুঝিবার বস্তু নয়, অনুশীলনের বিষয়। আপনি ত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন; এই তত্ত্ব জীবনে অনুশীলন করিয়া এই পতিত জাতিকে উদ্ধারের পথ কে নির্দ্দেশ করিবে? এ বিষয়েও আপনাদের অগ্রণী হইয়া এই জড়বাদক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতিকে পথ প্রদর্শন করা উচিত। দুর্গাপূজায় ঘরে ঘরে চণ্ডী পঠিত হয়। এইপাঠের ফল যে দিন আমাদের অধিগম্য হইবে, সেই দিনই আমাদের পূজাপদ্ধতি সত্যিকার সার্থকতা লাভ করিবে। শ্রীভগবতী মাতা আপনার লেখনীকে জয়যুক্ত ও অমৃত-নিষ্যন্দিনী করুন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি

(স্বাঃ) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী (প্রথম খণ্ড)
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
মূল্য দেড় টাকা।

উক্ত গ্রন্থখানি সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এবং অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দেশ, দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, প্রবাসী, উদ্বোধন, প্রবুদ্ধভারত, বঙ্গশ্রী প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi